সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বীরের বেশে দেশে মেসিরা

স্পোর্টস ডেস্ক : ১৯৮৬ সালে আর্জেন্টিনা সর্বশেষ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

বাংলাদেশে অবৈধভাবে বসবাস করছেন ৯৯ হাজার বিদেশি

ঢাকা : বাংলাদেশে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৯৯ হাজার ১০৩ জন নাগরিক অবৈধভাবে *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

Weekly Bangladesh Vol. 25 Issue 28 22 December 2022 ০৬ পৌষ ১৪২৯, ২৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৪

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিষোদগার ও রাষ্ট্রদূতকে হেনস্তা

বাংলাদেশী আমেরিকানরা বিব্রত, ক্ষুব্ধ

ডা. ওয়াজেদ খান : বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের বিষোদগার ও ঢাকাস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাসের হেনস্তার ঘটনায় বাংলাদেশী আমেরিকানরা বিব্রত। চলমান এসব ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংগঠন উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস হেনস্থার শিকার হয়েছেন। ঢাকার শাহীনবাগে গত ১৪ ডিসেম্বর সরকার দলীয় সমর্থক ভূইফোঁড় একটি সংগঠনের সদস্যরা পন্ড করে দেয় রাষ্ট্রদূতের নির্ধারিত একটি কর্মসূচী। হামলাচেষ্টা চালায় রাষ্ট্রদূতের ওপর। এসময় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সদস্য ও পুলিশি সহায়তায় দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

বাংলাদেশকে নিয়ে প্রকাশ্য বিরোধে ঢাকায় রুশ এবং যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস

বাংলাদেশ ডেস্ক : সম্প্রতি বাংলাদেশে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে ঢাকার রুশ দূতাবাস এক বিবৃতি দিয়েছে, যাতে পরোক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

সীমান্তে জরুরি অবস্থা ঘোষণা

ইমিগ্রান্টদের অসহনীয় চাপে নিউইয়র্ক

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন যে টেক্সাস সীমান্ত থেকে সিটিতে প্রেরিত ইমিগ্রান্টদের নতুন প্রবাহ সামাল দিতে স্টেট ও ফেডারেল আর্থিক সহায়তা জরুরী হয়ে পড়েছে। সিটির ইমিগ্রেশন বিষয়ক অফিসের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী সিটিতে নবাগত *(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)*

‘মধ্যযুগে ফেরার বীভৎস উদাহরণ’

হাতকড়া-ডান্ডাবেড়ি নিয়েই মায়ের জানাজা

গাজীপুর : মায়ের মৃত্যুর খবরে গাজীপুর জেলা কারাগার থেকে প্যারোলে মুক্তি পান কালিয়াকৈর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. আলী আজম। হাতে হাতকড়া, পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি লাগিয়ে তাকে পাবরিয়াচালা *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির ২৭ দফা ঘোষণা

ঢাকা : পর পর দুই মেয়াদের বেশি প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী না থাকা, উচ্চ কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠন, *(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)*

দেশে রিজার্ভ নিয়ে অস্বস্তি

ঢাকা : বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ কমে যাওয়ায় অর্থনীতিবিদ *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

কোটিপতিরা কর ফাঁকিতে চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা : রাজস্ব ফাঁকি দিতে অনেকে রিটার্নে মিথ্যা তথ্য দিয়ে থাকে। তাই রিটার্নের তথ্য দেখে করদাতার *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

ইসলামের সৌন্দর্য দেখলেন দর্শকগণ

বাংলাদেশ ডেস্ক : পুরো বিশ্বকাপের সময়ে কাতারে কোনো সহিংসতা বা অপরাধের ঘটনা সামনে *(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)*

গ্রেফতারের কারণ খোঁজতে কাউকে আটকে রাখতে পারবে না এনওয়াইপিডি

বাংলাদেশ রিপোর্ট: অনেক সময় পুলিশ সন্দেহজনকভাবে কাউকে আটক করে এবং তাদের নজরদারি ব্যবস্থার ডাটাবেজ ব্যবহার করে আটককৃতের ব্যাপারে তথ্য-উপাত্ত বের করার চেষ্টা করে। গত শুক্রবার ম্যানহাটানের একটি ফেডারেল কোর্ট এ সম্পর্কে একটি *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

ক্রিস্টমাস ছুটিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়!

বাংলাদেশ রিপোর্ট: আগামী উইকএন্ডে শীতকালীন ঝড় যুক্তরাষ্ট্রের মিডওয়েস্ট, সেন্ট্রাল অ্যাপালাচিয়ান, ইস্টার্ন গ্রেট লেক, মিড-আটলান্টিক ও নর্থ-ওয়েস্ট এলাকা জুড়ে *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ করতে আসছেন রন ডিস্যান্টিস

বাংলাদেশ ডেস্ক : যদি প্রশ্ন করা হয়, এ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকান পার্টির উদীয়মান নেতা কে? সবাই একবাক্যে রন ডিস্যান্টিসের নামই বলবেন। ট্রাম্পের জামানায় ট্রাম্পবাদকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন তিনি। *(বাকি অংশ ২৭ পাতায়)*

PARTY HALL Taj Mahal
আপনি কি অনুষ্ঠানের জন্য পার্টি হল খুঁজছেন?
সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে আকর্ষনীয় সাজে সজ্জিত
তাজমহল রেষ্টুরেন্ট এন্ড ব্যাঙ্কুয়েট হল
ইফতার মাহফিল, বিয়ে, গায়ে হলুদ, বৌভাত, বিবাহবার্ষিকী, জন্মদিন, সুইট সিক্সটিন,
সভা-সেমিনারসহ যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য আজই যোগাযোগ করুন
Tel: 718-297-2201, 718-297-2204, Cell: 646-731-4797, 929-500-9935
Taj Mahal Restaurant and Banquet Hall
148-01 Hillside Ave. Jamaica, NY-11435
বুকিং চলছে
100% Halal
Quality Food and Excellent Service
Weekday Special
10% Discount

বাংলাদেশী মালিকানাধীন লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি

DHCARE

Lending A Helping Hand

HOMECARE

Licensed Home Health Care Agency

আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে

CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA/প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

আমরা বাংলায় কথা বলি

আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

DHCARE NY LLC

172-15 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

(718) 459-0180

Fax : 718-561-2834 E-mail : intake@dhcareny.com, **Web :** www.dhcareny.com

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বিপার দুই দিনব্যাপী বিজয় উৎসব

(শেষ পাতার পর)

অব পারফর্মিং আর্টস -বিপা। এতে আমন্ত্রিত অতিথি এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দর্শক অংশ নেন। দর্শক-শ্রোতাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিপার শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। আয়োজকদের মধ্যে বিপার অন্যতম তিন শিল্পী সেলিমা আশরাফ, নিলোফার জাহান ও এ্যানী ফেরদৌস উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা দর্শকদের আনন্দ দেয়। অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সার্টিফিকেট ও ট্রফি বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া ছিল নৃত্যানুষ্ঠান, সংগীত, ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী, আবৃত্তিসহ বিভিন্ন পর্ব। এতে আমন্ত্রিত অতিথি এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দর্শক অংশ নেন। দর্শক-শ্রোতাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিপার শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। আয়োজকদের মধ্যে বিপার অন্যতম তিন শিল্পী সেলিমা আশরাফ, নিলোফার জাহান ও এ্যানী ফেরদৌস উপস্থিত ছিলেন। করোনার কারণে বিপা গত দুই বছর বড় পরিসরে অনুষ্ঠান করতে পারেনি। ফলে এবার বড় পরিসরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিপার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এ্যানী ফেরদৌস অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিপার বিভিন্ন বর্ষের শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সার্টিফিকেট ও ট্রফি। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের দেওয়া হয় ট্রফি, বাকিরা পায় সনদপত্র। এ ছাড়া কয়েকজন শিক্ষককেও পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দেন ঠিকানার প্রধান সম্পাদক *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372

Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

Ms. Suryia Rahman

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

ব্যাংক্র্যাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

Call : 718-263-5999

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-599
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-071

INVESTMENT REAL ESTATE LOAN

FAST & EASY APPROVAL

Over $ 1 billion originated
in real estate loans

RECOMM
WE FUND

We are hiring
Loan Originator & Processor
Send your resume to
career@irecomm.com

For your funding needs
Contact
www.iRecomm.com
212-899-5282
718-715-0264

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
85-59 168 street, Jamaica
NY 11432 Tel: 718-523-6299
weeklybangladesh@yahoo.com

Published by News Bangladesh Inc.

WEEKLY BANGLADESH
85-59, 168 Street, Jamaica, NY-11432.
Phone:718-523-6299, Fax: 718-206-2579
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

www.weeklybangladeshusa.com

সম্পাদকীয়

সিনিয়রদের অতিরিক্ত সোস্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট

নতুন বছরে অতিরিক্ত সোস্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট লাভ করবেন সিনিয়ররা। সম্প্রতি কংগ্রেসে উত্থাপিত একটি নতুন সোস্যাল সিকিউরিটি বিল পাস হলে সোস্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট লাভকারী সিনিয়ররা বছরে অতিরিক্ত ২,৪০০ ডলার করে পাবেন। ফলে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির কারণে জীবনযাত্রার বর্ধিত ব্যয় নির্বাহে তারা কিছুটা স্বস্তি লাভ করবেন। অরিগনের ডেমোক্রেট হাউজ মেম্বার পিটার ডিফাজিয়ো ও সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স গত ৯ জুন "দ্য সোস্যাল সিকিউরিটি এক্সপানশন অ্যাক্ট" নামে বিলটি কংগ্রেসে উত্থাপন করেছেন। সিবিএস নিউজের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিলটি অনুমোদিত হলে বর্তমানে যারা সোস্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট লাভ করছেন অথবা ২০২৩ সালে যারা ৬২ বছর বয়সে পড়বেন, তারা প্রতি মাসে ২০০ ডলার করে অতিরিক্ত বেনিফিট পাবেন। সিবিএস নিউজ বিলটিকে বেশ কিছু কারণে সময়োপযোগী বলে উল্লেখ করেছে। প্রথমত সোস্যাল সিকিউরিটি এডমিনিস্ট্রেশন নভেম্বর মাসের শুরুতে এক ঘোষণায় বলেছে যে প্রায় ১৩ বছরের মধ্যে আমেরিকান তাদের পূর্ণ সোস্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট গ্রহণ বন্ধ করে দেবে, যদি না এই কর্মসূচিকে কার্যকর ও শক্তিশালী করা হয়। করোনা মহামারীর পরিণতিতে ঐতিহাসিকভাবে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি নির্ধারিত আয়ের ওপর নির্ভরশীল আমেরিকান সিনিয়রদের জীবনে নিদারুণ বিরূপ প্রভাব পড়েছে, বিশেষ করে তাদের বড় অংশই পুরোপুরি সোস্যাল সিকিউরিটির অর্থের ওপর নির্ভর করেন। মুদ্রাস্ফীতির ভিত্তিতে হিসাব করে সোস্যাল সিকিউরিটি চলতি বছর 'কোলা' বা 'কস্ট অফ লিভিং এডজাস্টমেন্ট' করেছে ৫.৯ শতাংশ, যদিও ফেডারেল রিজার্ভ মুদ্রাস্ফীতি হিসাব করেছে ৮.৭ শতাংশ, অর্থ্যাৎ সোস্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট গ্রহণকারীরা এখনো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অবশ্য বেনিফিট বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবারের বৃদ্ধি ১৯৮১ সালের পর সর্বোচ্চ। নতুন বিল অনুমোদিত হলে সিনিয়রদের আর্থিক চাপ কিছুটা হ্রাস পাবে। যিনি ১,৬৫৮ ডলার বেনিফিট পেয়ে থাকেন, তার অর্থের সঙ্গে ২০০ ডলার যোগ হলে তিনি মূলত ১২.২ শতাংশ অধিক সুবিধা পাবেন। ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ রেজিস্টার্ড সোস্যাল সিকিউরিটি অ্যানালিসিস এর প্রেসিডেন্ট মার্থা শেডেন বলেছেন, সোস্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট লাভকারী প্রবীণদের অধিকাংশই এই বেনিফিটের ওপর নির্ভর করেন। মাসে ২০০ ডলার তাদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবধান আনবে। এই বিল যে শুধু সিনিয়রদের প্রতি মাসে বর্ধিত আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করবে তাই নয়, সোস্যাল সিকিউরিটি কর্মসূচিতেও বেশ কিছু পরিবর্তন আনবে। এই পরিবর্তনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বেনিফিট সমন্বয়ের ক্ষেত্রে "কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স ফর দ্য এলডারলি'র ভিত্তিতে 'কোলা'র পরিবর্তে "কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স ফর আরবান ওয়েজ আর্নার্স এন্ড ক্লারিকেল ওয়ার্কার্স" ব্যবহার করা হবে। বিলটি যদি বর্তমান আদলে কংগ্রেসে পাস না হয়, তাহলেও পর্যবেক্ষকরা আশা করছেন যে বেনিফিট গ্রহণকারীদের জন্য ভবিষ্যতে তাদের আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে সোস্যাল সিকিউরিটিতে কিছু পরিবর্তন আনা হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রায় ৭ কোটি আমেরিকান সোস্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট গ্রহণ করেন। কিন্তু সকল সেবা ও ভোগ্যপন্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে সিনিয়ররা গ্যাস ক্রয়, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ও খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। বেনিফিট বৃদ্ধির ফলে একক ট্যাক্স ফাইলকারীর আর্থিক সুবিধা মাসে ১৪৪ ডলার এবং যৌথভাবে ট্যাক্স ফাইলকারীর মাসিক সুবিধা ২৪০ ডলার বৃদ্ধি পাবে। এ সুবিধা কার্যকর হবে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। যারা সাপ্লিমেন্টাল সিকিউরিটি ইনকাম গ্রহণ করছেন, তাদের ক্ষেত্রে বর্ধিত আর্থিক সুবিধা কার্যকর শুরু হবে চলতি (মাসের ৩০ তারিখ থেকে। এছাড়া সিনিয়রদের মেডিকেয়ার প্রিমিয়াম হ্রাস কার্যকর হবে ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে।

২২-২৮ ডিসেম্বর ২০২২ নামাজের সময়সূচি ২৮ জমাদিউল আউয়াল-০৪ জমাদিউস সানি ১৪৪৪

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২৩ ডিসেম্বর	৫.৫৫	৭.১৭	১১.৫৫	৩.১৫	৪.৩৩	৫.৫৫
২৪ ডিসেম্বর	৫.৫৬	৭.১৮	১১.৫৬	৩.১৬	৪.৩৩	৫.৫৬
২৫ ডিসেম্বর	৫.৫৬	৭.১৮	১১.৫৬	৩.১৬	৪.৩৪	৫.৫৬
২৬ ডিসেম্বর	৫.৫৬	৭.১৯	১১.৫৬	৩.১৭	৪.৩৪	৫.৫৭
২৭ ডিসেম্বর	৫.৫৭	৭.১৯	১১.৫৭	৩.১৭	৪.৩৪	৫.৫৭
২৮ ডিসেম্বর	৫.৫৭	৭.১৯	১১.৫৭	৩.১৮	৪.৩৫	৫.৫৮
২৯ ডিসেম্বর	৫.৫৮	৭.২০	১১.৫৮	৩.১৯	৪.৩৬	৫.৫৮

উপসম্পাদকীয়

বিএনপির রূপরেখায় রাষ্ট্র 'মেরামতের' নির্দেশনা কতটা পাওয়া গেল

মারুফ মল্লিক

বিএনপি রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের জন্য একটি রূপরেখা ঘোষণা করেছে। দু-একটি বিষয় বাদ দিলে খুব বেশি নতুন কিছু নেই এতে। মূলত জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা ও খালেদা জিয়ার ভিশন-২০৩০-এর সংমিশ্রণে এই রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন অনেক দিন ধরেই বিএনপি নির্বাচন পরবর্তী জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠনের কথা বলে আসছে। এর পাশাপাশি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রবর্তন, বিচার, আইন ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার সমন্বয়, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশন ফিরিয়ে আনার কথা বলছে দলটি। সবাইকে নিয়ে একটি রেইনবো নেশন গঠনের অঙ্গীকার করেছে বিএনপি।

এ বিষয়গুলো নিয়ে বিএনপি বেশ কিছু সময় ধরেই কথা বলে আসছে। বিভিন্ন সমাবেশ ও সেমিনারে বিএনপির নেতারা এসব বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। তাই বিএনপির ঘোষণায় নতুন করে খুব বেশি কিছু আসেনি। তবে পরপর দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পদে না থাকার ঘোষণায় কিছুটা নতুনত্ব আছে। কিন্তু আমাদের দেশে পরপর দুই মেয়াদে কেউই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হননি। যদি মোটামুটি সুষ্ঠু নির্বাচন হয় তবে পরপর দুই মেয়াদে নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ কম।

আর কেউ যদি জোর করে ক্ষমতা ধরে রাখেন, তখন এই আইনের কোনো মূল্য থাকবে না। পরপর দুবার নির্বাচিত না হওয়ার রীতি অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রে কার্যকর বেশি।

বিএনপির এসব প্রস্তাবে কিছু কিছু বাহুল্যও আছে। যেমন ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন কমিশন গঠন করা হবে। বলা হয়েছে বৈষম্যবিহীন, অংশগ্রহণমূলক সমাজ গঠনে একটি সামাজিক চুক্তিতে পৌঁছানো হবে। আধুনিক জাতি রাষ্ট্রে রিকনসিলিয়েশন, সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট এই শব্দবন্ধগুলো রাজনৈতিক নেতারা চমক তৈরির জন্য গত শতকে ব্যবহার করতেন।

বিশেষ করে গত শতকে আফ্রিকা ও লাতিনের কিছু দেশের জাতিগত সংঘাত, বিভাজনের পর এই শব্দবন্ধগুলো আলোচনায় আসে। আমাদের দেশে ওই অর্থে জাতিগত বিভেদ নেই। তাই ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন বা সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের আলোচনা এখানে চটকদার আলাপ ছাড়া কিছুই নয়। রূপরেখায় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠনের কথা বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হবে। দুই কক্ষবিশিষ্ট সংসদের সুবিধা ও অসুবিধা দুটিই আছে। বিএনপির প্রস্তাবনা শুনে মনে হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো নিজস্ব বিবেচনায় উচ্চকক্ষের সদস্য মনোনীত করবেন। সম্ভবত সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে উচ্চকক্ষের প্রতিনিধি নির্ধারিত হবে না।

আবার নির্বাচনও হতে পারে। আমরা জানি জাতীয় সংসদেও প্রতিটি আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীর সংখ্যা অনেক বেশি। বিদ্রোহী প্রার্থী হতে পারেন অনেকেই। তাই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যই হয়তো বিএনপি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংগঠন গঠন করে প্রার্থীদের সামাল দেওয়ার চেষ্টা করবে। এ ধরনের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের জটিলতা হচ্ছে উচ্চকক্ষ শেষ পর্যন্ত অভিজাত ও বয়স্ক রাজনৈতিক নেতাদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়। এতে জ্ঞানীগুণীরা স্থান পান না। আর দুই কক্ষের মধ্যে ভারসাম্য আনাও কঠিন হয়ে পড়ে। দুই কক্ষের মধ্যে দায়িত্ব নির্ধারণ করা সহজ নয়।

এক কক্ষ আরেক কক্ষের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করে। দুই কক্ষের সদস্যদের মধ্যে আসনকেন্দ্রিক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এতে একধরনের মাথাভারী গোঁজামিলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। নিম্নকক্ষ দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, অগ্রহণযোগ্য নেতাদের দখলে চলে যেতে পারে। এ ছাড়া আমাদের মতো দেশের জন্য দুই কক্ষবিশিষ্ট সংসদ অপচয়মূলক একটি বিষয়।

গত সোমবার রাজধানী ঢাকার একটি হোটেলে বিএনপির 'রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের রূপরেখা' তুলে ধরেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ

বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের রূপরেখায় রাষ্ট্রের কাঠামো ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়টি গুলিয়ে ফেলেছে। রাষ্ট্র মেরামতের ক্ষেত্রে কাঠামোকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনা বা নীতি পদ্ধতির প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকেই রাষ্ট্রের মেরামত হিসেবে মনে করতে পারে।

রূপরেখায় অধিকাংশই রাষ্ট্রের নিয়মিত কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন জবাবদিহি, স্বচ্ছতা, সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা, অর্থ পাচারের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা, গুম ও বিনা বিচারে হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচার করা, বিভিন্ন সংস্কার কমিশন গঠন করা, স্বাস্থ্যবিমা চালু করা, চাকরির বয়সসীমা বাড়ানো, শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি করা। বস্তুত এই রূপরেখায় একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিএনপি। এই ধরনের প্রতিশ্রুতি তেমন নতুন কিছুই নয়। কেবল কমিশন গঠন করলেই সমস্যার সমাধান হবে না।

বিএনপির আমলেই দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু এরপরও দেশে দুর্নীতি কমেনি, বরং বেড়েছে। মূলত এই ধরনের বিভিন্ন কমিশন গঠন রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। বিএনপি রাষ্ট্র সংস্কারের রূপরেখাও রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু মেরামত করতে গেলে রাষ্ট্রের যে মৌলিক স্তম্ভগুলো রয়েছে, তা মেরামত ও শক্তিশালী করতে হবে।

রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র পরিবর্তনে জরুরি বিষয় হচ্ছে সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন। রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে জনগণ। বিএনপি বলেছে বটে রাষ্ট্রের মালিকানা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ৭০ অনুচ্ছেদ *(বাকি অংশ ৪৯ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

www.weeklybangladeshusa.com

একপক্ষ প্রবল অপরপক্ষ দুর্বল

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

একাত্তরের পরেও ছাত্র সংসদকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। এ জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৩ সালের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদের রায় ক্ষমতাসীনদের পক্ষে যাচ্ছে না টের পেয়ে সশস্ত্র ও অতিনাটকীয় পন্থায় ব্যালটবাক্স ছিনতাই করা হয়। এ ঘটনা দেখে বুঝতে কারোরই কষ্ট হয়নি যে, স্বাধীনতার সুযোগ-সুবিধা পেটিবুর্জোয়াদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। পরে কয়েক বছর ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়েছে এবং প্রতিটি নির্বাচনেই ছাত্ররা স্বৈরাচারের বিপক্ষে তাদের রায় দিয়েছে। এরশাদবিরোধী আন্দোলনেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদগুলোর ভূমিকা ছিল প্রত্যাশিতরূপে উজ্জ্বল। শাহবাগের গণজাগরণটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। আর সেখানেই ছিল তার সবলতা ও দুর্বলতাও। স্বতঃস্ফূর্ততা তাকে প্রাণবন্ত ও স্বচ্ছ করেছিল। কিন্তু ওই স্বতঃস্ফূর্ততাই আবার দূরবর্তী লক্ষ্যাভিমুখী হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'ফাঁসি ফাঁসি, ফাঁসি চাই'; 'ফাঁসি চাই' খুব সহজ কথা। দিনরাত এ আওয়াজই শুধু শোনা গেছে। ফলে যা ঘটার, সেটিই ঘটল। ফাঁসি কার্যকর হওয়ার পর আন্দোলন চুপসে গেল। এর ভেতর থেকে যে সত্যটি বের হয়ে এসেছে, তা হলো আন্দোলনকে তাৎপর্যপূর্ণ করতে হলে তার নিকটবর্তী দাবিটিকে যুক্ত করা প্রয়োজন চূড়ান্ত লক্ষ্যের সঙ্গে। চূড়ান্ত লক্ষ্যটা হচ্ছে সমাজবিপ্লব।

স্থানীয়, সাময়িক, এমনকি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আন্দোলন হবে। তবে সে আন্দোলন তখনই দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে- যখন সে যুক্ত হবে সমাজ পরিবর্তনের চূড়ান্ত লক্ষ্যের সঙ্গে। দুঃখের বিষয়, ওই রকমের লক্ষ্য নিয়ে প্রভাবশালী কোনো রাজনৈতিক দলকে কার্যকর অবস্থায় দেখা যাচ্ছে না। সমাজতন্ত্রীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল জাতীয়তাবাদীদের পেছনে ফেলে রেখে আরও এগিয়ে যাওয়া। সে কাজটি তারা করতে পারেনি। এটা খুবই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ছিল যে, একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরে জাতীয়তাবাদীরা তাদের বিজয়ধ্বজা উত্তোলন করবে এবং বলবে, আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছি। কেননা রাষ্ট্রক্ষমতা আমাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। সমাজতন্ত্রীদের পক্ষে তেমন সন্তোষ প্রকাশের অবকাশ ছিল না। কিন্তু তারা নিজেদের কর্তব্য পালন করতে পারেনি। যুদ্ধজয়ের মুহূর্তটিকে ধরে রেখে সেখান থেকে সমাজবিপ্লবের দিকে দেশবাসীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

কেন পারল না? একটা কারণ- তারা বিভক্ত এবং প্রায় ছত্রভঙ্গ দশায় ছিল। দ্বিতীয় কারণ- তাদের ভেতর মতাদর্শিক স্পষ্টতা ও গভীরতা ছিল না। তারা দর্শনের চর্চা যে করেনি, তা নয়। কিন্তু সে চর্চাটা ছিল যান্ত্রিক ও সীমিত। তৃতীয় একটা কারণও ছিল। সেটি হলো পরনির্ভরতা। তারা মস্কোপন্থি, পিকিংপন্থি, নকশালপন্থি ইত্যাদি হয়েছে। তবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মেহনতি মানুষের কাছে, বিশেষ করে কৃষকের কাছে যেতে পারেনি। কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার সাহিত্যিক জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন।

দুঃখের সঙ্গে যে মন্তব্যটি তিনি তার ডায়েরিতে একান্তে লিখে গেছেন- সেটি হলো এই যে, 'সিপিআই ভারতের মন বোঝে না।' উপমহাদেশের বাম আন্দোলন সম্পর্কে এটি একটি সাধারণ সত্য। বামপন্থিরা পেটিবুর্জোয়া শ্রেণি থেকে এসেছেন। সেটিই ছিল স্বাভাবিক। তারা কঠিন আত্মত্যাগ করেছেন, ভয়াবহ নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু তারা শ্রেণিচ্যুত হতে পারেননি। পেটিবুর্জোয়া সংস্কৃতি তাদের সঙ্গ ছাড়েনি। এ জন্য মেহনতি মানুষের কাছে গিয়েও এক হয়ে যাওয়াটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরনির্ভরতা ও আত্মসচেতনতা পরিহার করার ব্যর্থতা পেটিবুর্জোয়া সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বৈকি।

বাংলাদেশ সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বে স্বাধীন হবে- এটাই ছিল প্রত্যাশা। তা হয়নি। হলে ভিন্ন এক বাংলাদেশ পাওয়া যেত। আর হয়নি বলেই মানুষের এমন দুর্গতি, সমাজে এত অসঙ্গতি। স্মরণ করা যেতে পারে ১৯৫৪ সালের সংস্কৃতি সম্মেলনে লায়লা সামাদের উদাত্ত আহ্বান- ঘোমটা ছেড়ে বেরিয়ে এসো নারী। ছয় দশক ধরে দীর্ঘ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের মেয়েরা অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। মেয়েদের এখন কর্মক্ষেত্রের সর্বত্র দেখা যায়। তারা দেশ-বিদেশে শ্রম বিক্রি করে। মুক্তিযুদ্ধে তারা অংশ নিয়েছে। পাবলিক পরীক্ষায় তারা ভালো ফল করছে, কখনো কখনো কোথাও কোথাও ছেলেদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ১৯২১ সালে ঢাকায় যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ছাত্র ছিল ৮৮৭ জন আর ছাত্রী মাত্র একজন। সেই একা ছাত্রীও ভর্তি হয়েছিল অনার্সে নয়, এমএতে কলকাতা থেকে বিএ পাস করে এসে। বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে মোটেই উৎসাহ দেয়নি।

ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা এখন ৩৫ হাজার- যাদের ভেতর মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের প্রায় সমান। শুরুতে শিক্ষকরা মেয়েদের ক্লাসে নিয়ে আসতেন কমনরুম থেকে। পরে মেয়েরা এগিয়ে গিয়ে ক্লাসরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত শিক্ষকের অপেক্ষায়। এখন দেখা যায় মেয়েরা আগে থেকেই এসে বসে আছে, ছেলেদেরই বরং কখনো কখনো আড়ষ্ট বলে মনে হয়। কিন্তু ঘোমটা? ঘোমটার চেয়েও তো অসম্মানজনক হচ্ছে বোরকা। ঘোমটা বোরকার কেন এমন প্রাদুর্ভাব এত অর্জনের পরও? কারণ মনে হয় দুটি। প্রথমটি নিরাপত্তাহীনতা আর দ্বিতীয়টি আত্মপরিচয়ের সন্ধান।

বর্তমানে তৎপর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নারীর জন্য এগোনোর পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু নারীকে নিরাপত্তা দেয়নি, উল্টো নিরাপত্তা হরণ করেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা অসংশোধনীয় রূপে পিতৃতান্ত্রিক। এর কেন্দ্রে আছে অদমনীয় ভোগবাদিতা। সভ্যতার আবরণে নিজেকে যতই ঢেকে রাখুক না কেন, সে ইতর প্রাণীর চেয়েও অধিক মাত্রায় ভোগবাদী। তাই দেখা যাচ্ছে শুধু যে ধর্ষণ, তা নয়; গণধর্ষণও এখন সমানে চলছে। মা-বাবা মেয়েদের দ্রুত বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন নিরাপত্তাহীনতার কথা ভেবে। নিরাপত্তাহীনতার তাড়ায় মেয়েরা আত্মসমর্পণ করছে। বোরকা ও হিজাবে তারা পরিচয় গোপন রাখতে চায়। একই সঙ্গে তারা জানিয়ে দিতে চাচ্ছে যে, পুরুষদের তারা চ্যালেঞ্জ করছে না। পুরুষের কাছে তারা করুণা চায়, ভিক্ষা চায় চলাফেরার স্বাধীনতাটুকু। অপমানকে মেনে নিয়ে মানরক্ষার ব্যস্ততা!

দ্বিতীয় কারণ সমষ্টিগত আত্মপরিচয়ের সংকট। কেবল মেয়েরা বলে তো নয়, পুরুষরাও এখন আর বাঙালি পরিচয় নিয়ে ভরসা পায় না। একাত্তরের মহাসংকটের পর বাঙালি পরিচয়ের মান-সম্মান খুব উঁচুতে উঠেছিল। পরে সেটি আর অক্ষুণ্ন থাকেনি। বাঙালির সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নেমে গেছে বাঙালির মান-সম্মান। তাই প্রবণতা দেখা দিয়েছে বাঙালি পরিচয়টি সরিয়ে রেখে মুসলমান পরিচয়টিকে সামনে নিয়ে আসার। বোরকা ও হিজাব ওই দৃষ্টিভঙ্গিরও দ্যোতক।

করণীয়টা তা হলে কী? সংস্কৃতির ভেতর কার্যকর তৃতীয় একটি শক্তির অবস্থান রয়েছে। সেটি হলো মতাদর্শ। স্বীকৃত হোক, চাই অস্বীকৃতই হোক- সংস্কৃতিতে একটি মতাদর্শ থাকেই। আমরা মনে করি, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের ওই পথে এগোলেই প্রকৃত জনসংস্কৃতি গড়ে উঠবে এবং মুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হবে। এ জন্য করণীয় কাজগুলো কী কী হতে পারে? মূল কাজটা রাজনৈতিক। সেটি যে এড়াব- এমন কোনো উপায় নেই। পরিপূরক কাজটা সাংস্কৃতিক। সেটি বিশাল এক দায়িত্ব। সেখানে মতাদর্শের কথা ভুললে চলবে না। সংস্কৃতি চর্চা ব্যাপকভাবে দরকার *(বাকি অংশ ৪৯ পাতায়)*

> **সংস্কৃতির ভেতর কার্যকর তৃতীয় একটি শক্তির অবস্থান রয়েছে। সেটি হলো মতাদর্শ। স্বীকৃত হোক, চাই অস্বীকৃতই হোক- সংস্কৃতিতে একটি মতাদর্শ থাকেই। আমরা মনে করি, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের ওই পথে এগোলেই প্রকৃত জনসংস্কৃতি গড়ে উঠবে এবং মুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হবে।**

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

এখানে ইমিগ্রেশন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-21 75th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

আওয়ামী লীগের সাধারণ ক্ষমা এবং হেফাজতের 'যৌক্তিক' দাবি

মহিউদ্দিন আহমদ

হঠাৎ দুটি খবর চোখে পড়ল। দুটিই আওয়ামী লীগকে ঘিরে। একটি হলো সাধারণ ক্ষমা, অন্যটি হেফাজত নেতাদের সঙ্গে বৈঠক। এক বছর পর জাতীয় সংসদের নির্বাচন। বোঝা যায়, এখন যেসব কথাবার্তা বা কাজকর্ম হবে, তা আগামী নির্বাচন ঘিরে। সাধারণ ক্ষমার কথা উঠলেই ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার কথা মনে পড়ে যায়। ওই সময় দেশে যুদ্ধ চলছে। তরুণেরা অকাতরে প্রাণ দিচ্ছেন। আওয়ামী লীগের অনেক নির্বাচিত প্রতিনিধি কলকাতা-আগরতলায় খুব কষ্টে আছেন। তাঁরা দেশে ফিরতে চান।

ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ঢাক বাজতেই তাঁদের অনেকের নড়াচড়া শুরু হয়ে যায়। তখন একদিকে ভারত সরকারের গোয়েন্দারা এবং অন্যদিকে মুজিব বাহিনীর ছেলেরা তাঁদের কড়া নজরদারিতে রেখে, হুমকি-ধমকি দিয়ে আটকে রেখেছিলেন।

আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিক 'সাধারণ ক্ষমার' বিষয়টি নতুন নয়। আমরা জানি, দলীয়ভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ব্যবস্থা চালু হওয়ায় প্রার্থীদের জনপ্রিয়তা যাচাই করার সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়েছে। দলের ওপরের স্তরের কোনো নেতার আশীর্বাদ পেয়ে অনেকেই প্রার্থী হচ্ছেন। এতে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন মনোনয়নপ্রত্যাশী অন্যরা। তাঁরা অনেকেই প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিলেও কেউ কেউ থেকে যাচ্ছেন লড়াইয়ে। তাঁদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

তাঁদের 'বিদ্রোহী প্রার্থী' হিসেবে পরিচিতি দাঁড়িয়ে গেছে। দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বিদ্রোহী প্রার্থীদের দল থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হবে। এতেও কাজ হচ্ছে না। অনেক 'বিদ্রোহী প্রার্থী' নির্বাচনে দলের 'মনোনীত' প্রার্থীকে হারিয়ে জিতে যাচ্ছেন। এর ফলে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে-জনপ্রিয় প্রার্থী সব সময় দলের মনোনয়ন পান না। মনোনয়নের পেছনে কাজ করে আশীর্বাদ, পৃষ্ঠপোষকতা ও লেনদেন। দল যাঁকে চায়, ভোটাররা তাঁকে চান না।

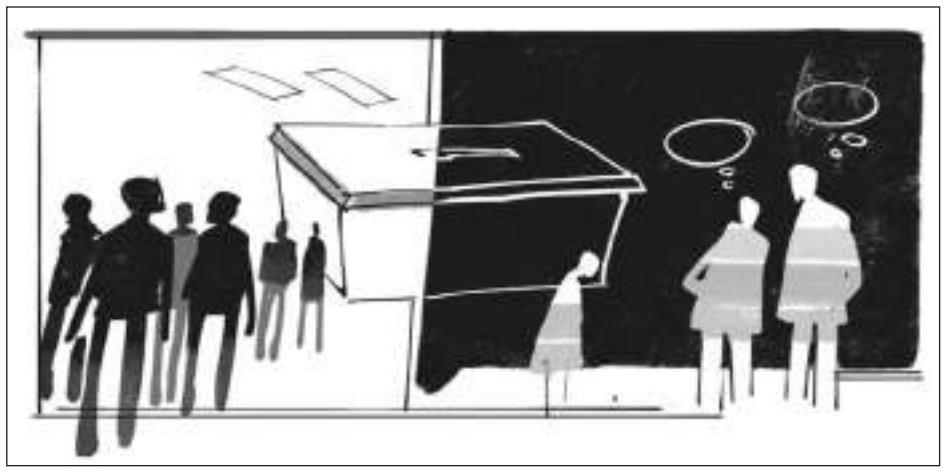

শুরু থেকেই এ রকম হচ্ছে। এটি জাতীয় নির্বাচনেও দেখা গেছে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হলেন ঢাকার লালবাগের হাজি সেলিম। তিনি একবার আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে 'স্বতন্ত্র প্রার্থী' হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয় পান। নির্বাচনী প্রচারের সময় এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি দাবি করেছিলেন, শেখ হাসিনা তাঁকে স্বতন্ত্র হিসেবে নমিনেশন দিয়েছেন। আমি নিজ কানে এটা শুনেছি। যাহোক, তিনি এখনো আছেন। তিনি দলের একজন বড় সম্পদ। এ রকম আরও আছেন।

ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে শুধু বিদ্রোহী প্রার্থীই দাঁড়ান না; সেখানে তুমুল যুদ্ধও হয়। মারামারি-খুনোখুনি হয়। তারপর বিদ্রোহী প্রার্থী জিতে এলে দল ও জাতির প্রতি 'মূল্যবান অবদানের' কথা স্মরণ করে তাঁকে দলে ফিরিয়ে আনা হয়।

এ বছর স্থানীয় নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থীর সংখ্যা এবং একই সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নিহত মানুষের সংখ্যা পূর্ববর্তী সব রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় নেতারা হচ্ছেন দলের খুঁটি। তাঁদের বাদ দিয়ে নির্বাচনের লড়াইয়ে জেতা কঠিন। অনেক বিদ্রোহী প্রার্থী দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাওয়ায় দলের অবস্থান অনেক জায়গায় নড়বড়ে হয়ে গেছে। সুতরাং ঘর শক্তপোক্ত করার তাগিদেই তাঁদের দলে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়েছে। এ-ই হলো 'সাধারণ ক্ষমার' মাজেজা। এ থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে-আওয়ামী লীগ নির্বাচনের জন্য তৈরি হচ্ছে। আর দলের সভাপতি তো নানান সরকারি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে নৌকা মার্কায় ভোট চাইছেন।

একদিকে বিএনপি মাঠে আন্দোলন করছে, অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নিজেদের গোছাচ্ছে, এটিও একটি কৌশল। প্রতিপক্ষকে অপ্রস্তুত রেখে এগিয়ে যাওয়া।

আওয়ামী লীগ নির্বাচন নিয়ে যে ছক করছে, তাতে তার আরেকটি কৌশল হলো সম্ভাব্য 'শত্রুদের' নির্বিষ করে 'মিত্র' বানানো। আমরা জানি, আওয়ামী নেতৃত্বে ১৪-দলীয় জোটে এমন কিছু দল আছে, যারা বরাবরই ছিল আওয়ামী লীগের প্রচণ্ড বিরোধী। আওয়ামী লীগ তাদের পক্ষভুক্ত করেছে। নানা 'ছাড়' দিয়ে। আওয়ামী লীগের নৌকায় না চড়লে তাঁদের অনেকেই ইহকালেও সংসদ ভবনে ঢুকতে পারতেন না। আওয়ামী লীগের আরেকটি হিসাব ছিল-তারা যেন বিএনপির ডালে গিয়ে বাসা না বাঁধে। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হলো। বিএনপি 'কোণঠাসা' হলো। আওয়ামী লীগ হলো নিশ্চিন্ত। না হয় গেলই দু-চারটা সংসদীয় আসন। এখন আওয়ামী পক্ষপুটে আশ্রয় নেওয়া ওই সব দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা-কে *(বাকি অংশ ৪৯ পাতায়)*

তল্লাশির নামে হয়রানি আইনসিদ্ধ নয়

ইকতেদার আহমেদ

পুলিশকে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা অন্যতম। দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের ওপর ন্যস্ত। অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অনেক সময় পুলিশ কর্তৃক অপরাধ সংশ্লেষে জড়িত বা সন্দিগ্ধ ব্যক্তির দেহ তল্লাশির আবশ্যকতা দেখা দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মামলা সংশ্লিষ্ট দলিল বা চোরাইমাল বা অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক বা বেআইনি মালামাল উদ্ধারে গৃহ বা কোনো নির্দিষ্ট স্থান তল্লাশির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে অর্থাৎ একজন ব্যক্তির দেহ তল্লাশির সময় পুলিশ কী পদ্ধতি অনুসরণ করবে তা ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৭-৫৩তে সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে।

একজন ব্যক্তি আমলযোগ্য অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত বা সন্দিগ্ধ হলে পুলিশ গ্রেফতারি পরোয়ানা ব্যতিরেকে তাকে আটক করতে পারে। এরূপ ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকা গৃহে বা স্থানে অবস্থান করছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ উক্ত ব্যক্তির অনুমতিক্রমে তথায় প্রবেশপূর্বক তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। প্রবেশের অনুমতি দেয়া না হলে অথবা অনুমতি প্রদানে বিলম্বের কারণে অভিযুক্ত বা সন্দিগ্ধ ব্যক্তির পলায়নের কারণের উদ্ভব ঘটলে পুলিশ তল্লাশির প্রয়োজনে কোনো বহিঃ বা অভ্যন্তরীণ দরজা বা জানালা ভেঙে প্রবেশ নিশ্চিতের অধিকার রাখে। ওই স্থান একজন পর্দানশীন মহিলার দখলে থাকা অ্যাপার্টমেন্ট হয়ে থাকলে পুলিশ ওই অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশের পূর্বে মহিলাকে নোটিশ প্রদানপূর্বক অন্যত্র সরে গিয়ে তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ প্রদানের জন্য বলতে পারে এবং অতঃপর অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করতে পারে।

পুলিশ নিজেকে বা ওই স্থানে আইনানুগভাবে প্রবেশকৃত ব্যক্তিকে উদ্ধারে বহিঃ বা অভ্যন্তরীণ দরজা বা জানালা ভাঙ্গার ক্ষমতা ভোগ করে। আটককৃত ব্যক্তির পলায়ন রোধে প্রয়োজনাতিরিক্ত বল প্রয়োগ যেন না ঘটে তা নিশ্চিতের দায়িত্ব পুলিশের ওপর বর্তায়। পুলিশ বা কোনো বেসামরিক ব্যক্তি কর্তৃক আটককৃত ব্যক্তির জামিনে মুক্ত হওয়ার অবকাশ না থাকলে অথবা আটক ব্যক্তি জামিন গ্রহণে অপারগ হলে পুলিশ অথবা পুলিশ কর্তৃক পুলিশের হস্তান্তরকৃত কর্মকর্তা তল্লাশিকালীন আটক ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রাদি ব্যতীত তার নিকট হতে প্রাপ্ত সব দ্রব্যসামগ্রী নিরাপদ হেফাজতে রাখার ব্যবস্থা করতে পারে। কোনো মহিলার দেহ তল্লাশির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা শালীনতা ক্ষুন্ন না হওয়া সাপেক্ষে অপর একজন মহিলা দ্বারা পরিচালনার বিধান রয়েছে। আটক ব্যক্তির নিকট হতে কোনো বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার হলে তা আদালত বা পুলিশ কর্তৃক পুলিশের হস্তান্তরকৃত কর্মকর্তার সম্মুখে উপস্থাপনের বিধান রয়েছে।

মামলাসংশ্লিষ্ট দলিল বা চোরাইমাল বা অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক বা বেআইনি মালামাল উদ্ধারে গৃহে বা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে তল্লাশির আবশ্যকতা দেখা দিলে ম্যাজিস্ট্রেট *(বাকি অংশ ৪৯ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের শিশুদের
RiteCare Medical Office P.C.
Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Mohd Mozibur Rahman, MD
ইন্টারনাল মেডিসিন ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ Board Certified
Nadia Irshad, MD.
ইন্টারনাল মেডিসিন ও ইনফেকসাস ডিজিজ বিশেষজ্ঞ Board Certified
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্জ ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
Tel: 347-390-0612
85-38 168 Pl. Jamaica, NY 11432
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

রাজনীতিতে কঠিন সময় সামনে বহুমুখী ঝুঁকি

বদিউল আলম মজুমদার

একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ ও চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে শক্তি, সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে আমাদের ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র', যাতে বঙ্গবন্ধুর 'জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চে (র)...স্বাধীনতার ঘোষণা'র অনুমোদন দেওয়া হয়। একই সঙ্গে এতে 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা' করা হয়। অর্থাৎ জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি হলো বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনের আমাদের প্রথম সংবিধান স্বীকৃত আদর্শ ও মূল্যবোধ। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আদর্শ ও মূল্যবোধগুলোই পরিমার্জিত রূপে আবির্ভূত হয় ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। আর এসব অঙ্গীকারই মূলত মৌলিক মানবাধিকার, রাজনৈতিক-নাগরিক অধিকার ও আইনের শাসনের উৎস, যার অনেকগুলোকেই আমাদের সংবিধানের ২৬ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদে আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্র পরিচালনার এই চার মূলনীতি আমাদের সংবিধানের ৯, ১০, ১১ ও ১২ অনুচ্ছেদে আরও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অনুচ্ছেদ ৯-এ বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়। অনুচ্ছেদ ১০-এ সব শোষণ-বঞ্চনার অবসানের লক্ষ্যে সাম্যবাদী সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। অনুচ্ছেদে ১১-তে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করা হয়, 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।'

অনুচ্ছেদ ১২-তে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতার অবসান, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা প্রদান ও রাজনৈতিক

উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার না করার এবং কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাদের ওপর নিপীড়ন বিলুপ্ত করার অঙ্গীকার করা হয়। স্বাধীনতার ঘোষণা ও সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলোর মধ্যে অনেকগুলো সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার আজও বহুলাংশে অপূর্ণই রয়ে গেছে। গত ৫০ বছরে কোনো সরকারই এগুলো অর্জনে তেমন আন্তরিকতা প্রদর্শন করেনি।

তবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের গত এক দশকের বেশি সময়ের শাসনকালেই এগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিপর্যস্ত হয়েছে আমাদের ভোটাধিকার ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার। ভিন্নমত ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনে বেছে নেওয়া হয়েছে দমন-পীড়নে পথ। দলীয়করণ ও অদক্ষতার কারণে সাংবাধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কার্যকারিতা হারিয়েছে। এসব অবনতি জাতি হিসেবে আমাদের অনেকটাই পথহারা করে ফেলেছে। যার পরিণতিতে বাংলাদেশের কপালে আজ জুটেছে 'কর্তৃত্ববাদী' (সুইডেনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকটোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স বা আইডিইএ এর প্রতিবেদন) রাষ্ট্রের তকমা। আমাদের পথ হারানো জাতিতে পরিণত হওয়ার আরেকটি বড় কারণ হলো রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত দ্বন্দ্ব এবং হানাহানি। স্বাধীনতাযুদ্ধকালে জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করলেও আজ আমরা নিজেরাই যেন একে অপরের চরম শত্রুতে পরিণত হয়েছি।

আমাদের রাজনীতিবিদেরা, বিশেষত আমাদের প্রধান দুটি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। ২০০৪ সালে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলার ঘটনা ছিল এই রাজনীতির এক ভয়াবহ ও নগ্ন প্রকাশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই রাজনীতি থেকে আমরা সরে আসতে পারিনি। আমরা দেখছি নানা কৌশলে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিচারালয়কে ব্যবহার করে বিরোধীদের ওপর দমন-পীড়নের সংস্কৃতি অব্যাহত রয়েছে।

বস্তুত রাজনীতিকে এখন 'ব্লাড-স্পোর্টসে' পরিণত করা হয়েছে। একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতি হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পরিচয়ভিত্তিক ঘৃণা, বিভাজন ও হানাহানি আমাদের সমাজে আজ অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বস্তুত রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত বিরোধের কারণে জাতি হিসেবে আমরা যেন বর্তমানে এক স্তূপ বারুদের ওপর দাঁড়িয়ে আছি, যার কিছুটা নিদর্শন আমরা দেখতে পেয়েছি ২০২১ সালের দুর্গাপূজা পালনের সময় কুমিল্লার ঘটনা থেকে। এমনই পরিস্থিতিতে যেকোনো স্বার্থান্বেষী মহল অতি সহজেই বিরাজমান বারুদের স্তূপে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ছুড়ে দিয়ে দেশব্যাপী দাবানল সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত হতে পারে।

২০০৮ সালে জাতিকে 'দিনবদলের' স্বপ্ন দেখিয়ে-যে স্বপ্নের অংশ ছিল রাজনৈতিক সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে দলীয়করণের অবসান-বর্তমান মহাজোট সরকার সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে এক ভূমিধস বিজয় নিয়ে ক্ষমতায় আসে। কিন্তু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা, সুশাসনের অভাব এবং চরম অদক্ষতা-অব্যবস্থার কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই দিনবদলের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার ব্যর্থ হয় এবং 'গণতন্ত্র বনাম উন্নয়নের' এক অদ্ভুত ও আত্মঘাতী স্লোগান ব্যবহার করে চড়া শর্তে বৈদেশিক ঋণ নিয়ে চোখধাঁধানো ও অত্যন্ত ব্যয়বহুল অনেক অবকাঠামো তৈরিতে সরকার মনোনিবেশ করে।

এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে 'ক্রেনিজম' বা স্বজনতোষণের চর্চা চলে, ফলে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন, লুটপাট ও অর্থ পাচার বেসামাল পর্যায়ে পৌঁছায়। এমন ভ্রান্ত উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে উন্নয়ন তথা প্রবৃদ্ধির হার বাড়লেও 'উন্নতি'র পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে অবনতিই হয়েছে। সমাজে বৈষম্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটলেও সাধারণ জনগণের অবস্থার ও অবস্থানের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেনি। বরং *(বাকি অংশ ৪৯ পাতায়)*

www.weeklybangladeshusa.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

নতুন লোকেশনে

মেডিকেল অফিস

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232

PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

আমাদের সেবা সমূহ:
WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেস্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of medical managements.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

রূপকথার মেসি বাংলাদেশে বেড়াতে আসুন

সৈয়দ আবদাল আহমদ

দোহার আইকনিক লুসাইল স্টেডিয়ামে ১৮ ডিসেম্বরের রাত ছিল একান্তই লিওনেল মেসির। আনন্দ বন্যা আর আলোর ঝলকানির মধ্যে বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নিয়ে মেসি বললেন, 'স্রষ্টাকে ধন্যবাদ। তিনি আমাকে সবই দিয়েছেন।' লিওনেল মেসি, আপনাকে অভিনন্দন। কাতার বিশ্বকাপ জয় করে আপনি যে অনন্য রূপকথা সৃষ্টি করলেন, বিশ্ব ফুটবলে সেটা 'মেসির রূপকথা' হয়ে থাকবে। ডিয়েগো ম্যারাডোনা আজ বেঁচে নেই। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। কারণ ম্যারাডোনা নামের এক প্রায় অতিমানবের পায়ে বিশ্বকাপ জেতার ৩৬ বছর পর আবারও আর্জেন্টিনা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলো। আর এই বিস্ময়কর জয়ের রূপকার লিওনেল মেসি, তিনি ম্যারাডোনারই উত্তরসূরি, তাঁরই প্রিয় একজন।

লুসাইল স্টেডিয়ামে কাতার বিশ্বকাপ ২০২২-এর ফাইনাল খেলাটি ফুটবল ইতিহাসে সম্ভবত সর্বকালের সেরা ফাইনাল বলে বিবেচিত হবে। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে খেলার মান, নাটকীয়তা এবং রুদ্ধশ্বাস সবকিছু মিলেই এটা ছিল এক অতুলনীয় ফাইনাল খেলা। ১২০ মিনিটের খেলায় ৩-৩ গোলে সমতার পর শুট আউটে খেলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

এই ম্যাচে বড় প্রাপ্তি লিওনেল মেসির। বিশ্বকাপটাই বাকি ছিল ফুটবল জাদুকরের। কাতার বিশ্বকাপ মেসির এই অপ্রাপ্তিও ঘুচিয়ে দিলো। বিশ্বকাপ জেতা হয়নি এ আক্ষেপ তাঁকে আর বয়ে বেড়াতে হবে না। দেড় দশকের ক্যারিয়ারের শেষে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে গত ১৮ ডিসেম্বর বিশ্বকাপ জেতার মেসির স্বপ্নপূরণটা তাই খুব সুন্দর হয়েছে।

লুসাইন স্টেডিয়ামে এই বিশ্বকাপের সরাসরি সাক্ষী হয়েছে ৮৮ হাজারের বেশি দর্শক। তারা ছাড়াও টিভি সেটের সামনে বসে দেখেছে বিশ্বের কোটি কোটি দর্শক। তারা সবাই এই ফাইনালকে লিওনেল মেসির বলেই মনে রাখবে। মেসি জিতুক, ট্রফিটা তার হোক, এটা বেশির ভাগ ফুটবল দর্শকেরই চাওয়া ছিল। না, শুধু ফুটবল দর্শকই নয়, খেলোয়াড়, সংগঠকরাও চেয়েছেন। এমনকি ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশমও বলেছেন, বিশ্বকাপটি মেসির প্রাপ্য।' সেটাই হয়েছে। মেসির এখন সব আছে। তাই লুসাইল স্টেডিয়ামে আনন্দ বন্যার মাঝে ট্রফিটা হাতে নিয়ে বিশ্বকাপকে হাসিমুখে বিদায় জানিয়েছেন মেসি। আর বলেছেন, 'আমরা প্রচুর ভুগেছি। তবে শেষ পর্যন্ত ট্রফিটা হাতে এলো। এর চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারতাম?'

এবার কাতার বিশ্বকাপে অনেক রেকর্ডও গড়েছেন মেসি। বিশ্বকাপ ইতিহাসে একমাত্র ফুটবলার মেসি গ্রুপ পর্বে, দ্বিতীয় রাউন্ডে, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি ফাইনালে এবং ফাইনালে গোল করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

এবারের বিশ্বকাপে সেরা ফুটবলার হয়েছেন মেসি। সাতটি গোল করার পাশাপাশি তিনটি গোল করিয়েছেন। বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলের তালিকায় ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পে টেক্কা দিলেও সোনা বল পেয়েছেন মেসি। ২০১৪ সালে বিশ্বকাপেও সোনার বল জিতেছিলেন মেসি। সেবার চোখের পানিতে সেই পুরস্কার নিয়েছিলেন। এবার নিলেন হাসতে হাসতে। পাঁচটি বিশ্বকাপ খেলা ৬ বিশ্ব ফুটবলারের একজন হলেন মেসি। মেসি ছাড়া এই কৃতিত্ব রয়েছে মেক্সিকান অ্যান্তোনিও কারবাহাল, আন্দ্রেস গুয়াদ্রাদো ও রাফা মার্কুয়েজ এবং জার্মানির লোথার ম্যাথিউস এবং পর্তুগালের ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন মেসি ২৬টি। এর আগে জার্মান কিংবদন্তি ম্যাথিউসের ২৫টি ম্যাচ খেলার রেকর্ড রয়েছে। অধিনায়ক হিসেবে ১৯টি ম্যাচ খেলে অনন্য এক চূড়া ছুঁয়েছেন মেসি। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি সময় মাঠে থাকা খেলোয়াড়ের রেকর্ডও মেসির। তিনি মাঠে ছিলেন ২,৩১৪ মিনিট। এর আগে ইতালির পাওলো মালদিনির রেকর্ড ছিল ২,২১৭ মিনিটের। বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে সবচেয়ে বেশি গোল এখন মেসির। এ বিশ্বকাপের ৭ গোলসহ মোট ১৩টি গোল করেছেন মেসি। ২০১৪ সালের ফাইনালের আগে আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে ৯২টি ম্যাচে মেসির ৪২ গোল ছিল। আর ১৮ ডিসেম্বর কাতার বিশ্বকাপ ফাইনাল নিয়ে ১৭২টি ম্যাচে ৯৮ আন্তর্জাতিক গোল করেছেন তিনি। ২০০৫ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হওয়ার পর এই ম্যাচ ও গোলের ফলে তিনি নিজ দেশের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতায় পরিণত হয়েছেন। এ ছাড়া তিনি সাতটি ব্যালন ডি'অর জিতেছেন।

বিশ্বকাপটা আমার চা-ই : আগেই উল্লেখ করেছি, লিওনেল মেসির ব্যক্তিগত অর্জনের আর কিছু বাকি নেই। ২০২১ সালে ব্রাজিলের বিখ্যাত মারাকানা স্টেডিয়ামে কোপা আমেরিকা শিরোপা জেতার পর মেসির কাছে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল- পরের স্বপ্নটা কী? সেদিন মেসি শুধু হেসেছিলেন। হাসি দিয়ে তিনি বুঝিয়েছিলেন- 'আমার চোখ কাতার বিশ্বকাপ-২০২২ এর দিকে। বিশ্বকাপটা আমার চাই-ই।' অবশেষে স্বপ্নটা পূরণ করেই ছাড়লেন। ক্যারিয়ারের পঞ্চম বিশ্বকাপ মেসিরই হলো।

আর্জেন্টিনা ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজ-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হলো। তিনি বলেছিলেন- কাতার বিশ্বকাপটা বুঝে নেয়াই হবে মেসির কাজ। ঠিক তাই, মেসি কাতার বিশ্বকাপ বুঝে নিয়েছেন। আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনি বলেছিলেন, মেসি শুধু আর্জেন্টিনার নয়, বিশ্বের সম্পদ। কোচ স্কালোনি সঠিকই বলেছিলেন। মেসি বিশ্বসম্পদ। এই বিশ্বকাপেও তার খেলার জাদু ফুটবল দর্শকদের মোহিত করেছে, অপার আনন্দ দিয়েছে। সেমি ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার সাথে খেলায় মেসির সেই জাদুর চমক ফুটবল দর্শকদের চোখে লেগে আছে। বল পায়ে মেসির সাপের মতো আঁকাবাঁকা দৌড়, মন মাতানো ড্রিবলিং, ছোট ছোট পাস, দৃষ্টিনন্দন গোল ও বুদ্ধিদীপ্ত অ্যাসিস্টের ঝলক দর্শকদের জন্য এক অপার আনন্দ। তাইতো মেসির খেলা দেখার জন্য দর্শকরা এত পাগল! এবারের বিশ্বকাপেও মেসি এসব জাদু দেখিয়েছেন।

মেসি যে, একজন সৃষ্টিশীল প্লেমেকার সে কথা ম্যারাডোনা বলে গেছেন। বলেছেন ফুটবলের রাজা পেলেও। পেলে বলেন, 'আমি মেসিকে পছন্দ করি। কারণ সে অসাধারণ খেলোয়াড়।' আর ম্যারাডোনা বলে যান, 'আমি সেই খেলোয়াড়কে দেখেছি যে আর্জেন্টিনায় আমার জায়গা দখল করেছে। সে হলো মেসি।' জার্মানির ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের মন্তব্য ছিল- 'আমি যখন মেসিকে দেখি, তখন ম্যারাডোনার কথা মনে হয়।' বার্সেলোনার কোচ গার্দিওলার মন্তব্য ছিল- 'মেসিকে নিয়ে লিখো না, তাকে বর্ণনা করার চেষ্টা করো না। শুধু দেখে যাও।' কোচ স্কলারির মন্তব্য ছিল- ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর জীবনে একমাত্র খারাপ জিনিস হলো মেসি। সে না থাকলে রোনালদোই হতো বিশ্বসেরা' ফুটবলার। লুইস ফিগোর মন্তব্য ছিল- 'আমার জন্য মেসির খেলা দেখা অপার আনন্দের।' বিবিসি ওয়ার্ল্ডের বিশ্লেষণে জারমেইন জেনাস মন্তব্য করেন- 'লিওনেল মেসিকে দেখে মনে হয়েছে, তিনি মাঠের সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথার মানুষ।' মেসি এমনই। ফুটবল বিশ্ব তাকে স্বল্পভাষী এবং বিনয়ী হিসেবেই চেনে।

আর্জেন্টাইন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ খুব খুশি। ম্যাচের আগে তিনি বলেছিলেন, মেসির জন্য জীবন দিতে পারেন। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পেনাল্টি শট আউটের নায়ক মার্টিনেজ আরো একবার নায়ক হয়ে উঠলেন। ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে শুট আউটে মেসিকে তিনি বিশ্বকাপ উপহার দিলেন। ম্যারাডোনার পাশেই এখন উচ্চারিত হচ্ছে মেসির নাম। ১৯৮৬-এর বিশ্বকাপে পাঁচ গোল ও পাঁচটি 'অ্যাসিস্ট' করেছিলেন ম্যারাডোনা। মেসি এবার করলেন সাত গোল ও বানিয়েছেন আরো *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

www.weeklybangladeshusa.com

HILLSIDE
URGENT CARE

NEED IMMEDIATE MEDICAL CARE

WE DO
COVID-19 (PCR) TEST
FOR JOB & TRAVELS

?

আমরা চাকরি
ও ভ্রমণের জন্য
কোভিড-১৯ (পি সি আর)
টেষ্ট করে থাকি

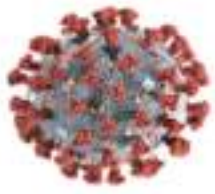

JUST WALK-IN
NO REFERRAL OR APPOINTMENT NEEDED
NO NEED TO CHANGE PRIMARY CARE DOCTOR

PHONE: 718-554-8072
164 03 Hillside Avenue, Queens, NY 11432

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) Board Certified

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী
মহিলা ডাক্তার

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

মহান তিনি বড়ই সৃষ্টিকূশলী

জাফর আহমাদ

আল্‌হামদুলিল্লাহ, হামদান কাছিরান, তাইয়্যেবান, মুবারাকান ফিহি। মহান আল্লাহ সুন্দর তাঁর সৃষ্টিও সুন্দর। তাঁর সৃষ্টির কোথাও কোন খুঁত খোঁজে পাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যিনি সাত আসমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি রহমানের সৃষ্টিকর্মে কোন প্রকার অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। আবার চোখ ফিরিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ কি? তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে।"(সুরা মূলক:৩-৪) হাজার বারো শ স্কয়ার ফিটের একটি ছাদের জন্য কতগুলো স্তম্ভ বা পিলারের প্রয়োজন হয়। অধিক পিলারের জন্য অনেক সময় ভালো করে ঘরের ডিজাইনও করা যায় না। কিন্তু এই বিশাল আকাশটির দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন এবং চিন্তা করুন কোন প্রকার পিলার ছাড়াই বিশাল ছাদখানি কিভাবে আমাদের মাথার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। রহমানের সৃষ্টিকর্মে কোন প্রকার অসঙ্গতি নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আল্লাহই আকাশসমূহ স্থাপন করেছেন কোন স্তম্ভ ছাড়াই যা তোমরা দেখতে পাও।"(সুরা রাদ:২) আকাশসমূহকে অদৃশ্য ও অননুভূত স্তম্ভসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আপাতদৃষ্টে মহাশূন্যে এমন কোন জিনিস নেই, যা এ সীমাহীন মহাকাশ ও নক্ষত্র জগতকে ধরে রেখেছে। কিন্তু একটি অননুভূক্ত শক্তি তাদের প্রত্যেককে তার নিজের স্থানে ও আবর্তন পথের ওপর আটকে রেখেছে এবং মহাকাশের এ বিশাল বিশাল নক্ষত্রগুলোকে পৃথিবীপৃষ্ঠে বা তাদের পরস্পরের ওপর পড়ে যেতে দিচ্ছে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমাদের ওপর সাতটি মজবুত আকাশ স্থাপন করেছি।"(সুরা নাবা:১২) মজবুত আকাশ মানে আকাশের সীমান্ত অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধতার মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তনও কখনো হয় না। এ সীমানা পেরিয়ে উর্ধজগতের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্য থেকে কোন একটিও কখনো অন্যের সাথে সংঘর্ষ বাধায় না এবং কোনটি কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীর বুকে আছড়েও পড়ে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আকাশে আমি অনেক মজবুত দুর্গ নির্মাণ করেছি, দর্শকদের জন্য সেগুলো সুসজ্জিত করেছি।"(সুরা হিজর:১৬) দুশ্যত কুলকিনারাহীন এ জগতকে একটি বিশাল পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়ি বানিয়ে রেখে দেননি। বরং তাকে এমন একটি সুন্দর সুসজ্জিত জগত বানিয়েছেন যার মধ্যে সবদিকে নয়নাভিরাম দীপ্তি ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ শিল্পকর্মে একজন মহান কারিগরের অতুলনীয় শিল্প নৈপুণ্য এবং একজন

মহাবিজ্ঞানীর অনুপম বৈজ্ঞানিক কূশলতাই শুধু দৃষ্টিগোচর হয় না বরং এই সংগে একজন অতীব পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রুচির অধিকারী শিল্পীর শিল্পও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই আকাশ এমনভাবে তৈরি করেছেন, যার শূন্য পেট শ্বাস নেবার জন্য বাতাস ভরে দিয়েছেন। যার মেঘমালা বৃষ্টি বহন করে আনে। যার সুর্য দিনে আলো ও তাপ দেয়। যার চাঁদ ও তারা রাতের আকাশে আলো ছড়ায়। পৃথিবীর এই বিস্তির্ণ ক্ষেত্র, যেখানে মানুষ বসবাস করে, যেখানে উৎপাদিত শস্য ও ফলমূল তার খাদ্য পূর্ণ করে, যার নদী ও কূপের পানির ওপর তার জীবন নির্ভরশীল। রং বে-রংয়ের মাটি ও পাথর এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থ নিয়ে এ পাহাড়গুলো পৃথিবীর বুকে কিভাবে গজিয়ে উঠেছে। এসব কিছুই একজন মহাশক্তিধর ও বিজ্ঞ স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশল, তিনি মহান আল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"এবং একটি অতি উজ্জল ও উত্তপ্ত বাতি সৃষ্টি করেছি।"(সুরা নাবা:১৩) সুর্যের কথা বলা হয়েছে। অতি উত্তপ্ত আবার অতি উজ্জল। মহান আল্লাহর শক্তি ও কর্মকুশলতার যে বিরাট নিদর্শনটির দিকে ইংগিত করা হয়েছে সে নিদর্শনটির অর্থাৎ সূর্যের ব্যাস পৃথিবী থেকে ১০৯ গুণ বেশী এবং তার আয়তন পৃথিবীর তুলনায় ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার গুণ বড়। তার তাপমাত্র ১ কোটি ৪০ লক্ষ সেন্টিগ্রেড। পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও তার আলোর শক্তি এতবেশী যে, মানুষ খালি চোখে তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে। তার উত্তাপ এতবেশী যে পৃথিবীর কোথাও তার উত্তাপের ফলে তাপমাত্রা ১৪০ ডিগ্রি ফারেহাইট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও সৃষ্টিকুশল তার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুর্য থেকে এক ভারসাম্যপূর্ণ দুরত্বে স্থাপন করেছেন। এ কারণে মানুষ, পশু, পাখি ও উদ্ভিদ জীবন ধারণ সম্ভবপর হয়েছে। সূর্য থেকে শক্তির অপরিমেয় ভাণ্ডার উৎসারিত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এ শক্তিই পৃথিবীর বুকে আমাদের জীবন ধারণের উৎস। তারি সাহায্যে আমাদের ক্ষেতের ফসল পাকছে। তারি উত্তাপে সাগরের পানি বাস্প হয়ে আকাশে উঠে যায়, তারপর বাতাসের সাহায্যে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে বারি বর্ষণ করে। এ সুর্যের বুকে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ এমন বিশাল অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রেখেছেন যা কোটি কোটি বছর থেকে সমগ্র সৌরজগতে আলো, উত্তাপ ও বিভিন্ন প্রকার রশ্মি অব্যাহতভাবে ছড়িয়ে চলছে।

"আর আকাশ থেকে আমি ঠিক হিসেব মতো একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে ভূমিতে সংরক্ষণ করেছি। আমি তাকে যেভাবে ইচ্ছা অদৃশ্য করে দিতে পারি।"(সুরা মু'মিনুন:১৮)

সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ একই সংগে এমন পরিমিত পরিমাণ পানি নাযিল করেছিলেন যা তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত এ গ্রহটির প্রয়োজনের জন্য যতেষ্ট ছিল। এ পানি পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে রক্ষিত হয়েছে। এর সাহায্যে সাগর ও মহাসাগরের জন্ম হয়েছে এবং ভূগর্ভেও পানি সৃষ্টি হয়েছে। এখন এ পানিই ঘুরে ফিরে উষ্ণতা, শৈত ও বাতাসের মাধ্যমে বর্ষিত হতে থাকে। মেঘমালা, বরফাচ্ছাদিত পাহাড়, সাগর, নদী-নালা, ঝরণা ও কুয়া এ পানিই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দিয়ে থাকে। অসংখ্য জিনিসের সৃষ্টি ও উৎপাদনে এরি বিশিষ্ট ভূমিকা দেখা যায়। তারপর এ পানি বায়ুর সাথে মিশে গিয়ে আবার তার মূল ভাণ্ডারের দিকে ফিরে যায়। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পানির এ ভাণ্ডার এক বিন্দুও কমেনি এবং এক বিন্দু বাড়াবারও দরকার হয়নি। এর চাইতেও বেশী আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রই একথা জানে যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ দুটো গ্যাসের সংমিশ্রণে পানি উৎপত্তি হয়েছে। একবার এত বিপুল পরিমাণ পানি তৈরী হয়ে গেছে যে, এর সাহায্যে সমুদ্র ভরে গেছে এবং এখন এর ভাণ্ডারে এক বিন্দু বাড়ছে না। কে তিনি যিনি এক সময় এ বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিয়ে এ অথৈই পানির ভাণ্ডার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আবার কে তিনি যিনি এখন আর এ দু'টি গ্যাসকে সে বিশেষ অনুপাতে দেন না যার ফলে পানি উৎপন্ন হয়, অথচ এ দু'টি গ্যাস এখনো দুনিয়ার বুকে মওজুদ রয়েছে। আর পানি যখন বাস্প হয়ে বাতাসে উড়ে যায় তখন কে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনকে আলাদা হয়ে যাওয়া থেকে বাধা দেয়।

আল্লাহ ইচ্ছা করলে *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

www.weeklybangladeshusa.com

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ইউএসবিসিসিআই উইমেন্স এন্টারপ্রেনিউর সামিট অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: নারী উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি ও তাদের উৎসাহিত করতে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র (ইউএসবিসিসিআই) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'ইউএসবিসিসিআই উইমেন্স এন্টারপ্রেনিউর সামিট এবং উইমেন এন্টারপ্রেনিউর অ্যাওয়ার্ডস-২০২২'। এ অনুষ্ঠান গত ১৭ ডিসেম্বর শনিবার সিটির লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়বারের মতো নারী উদ্যেক্তাদের স্বীকৃতি ও তাদের উৎসাহিত করতে আয়োজন করা হয় 'উইম্যান এন্টারপ্রেনিউর অ্যাওয়ার্ড - ২০২২। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, মেকডালিনা কুলসিজ, ও চেম্বারের পরিচালক শেখ ফরহাদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক সংগঠনের প্রধান কার্যনির্বাহী ও প্রেসিডেন্ট লিটন আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন লুইস, নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলিম্যান ডেভিড আই. ওয়েপ্রিন, দিলীপ চৌহান, ডেপুটি কমিশনার, দ্যা নিউইয়র্ক সিটি, মেয়র অফিস ফর ইন্টারন্যাশনাল এফ্যায়ার, অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী, ডেমোক্রেট ডিস্টিক লিডার, এট লার্জ কুইন্স নিউইয়র্ক। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লীসা সরিন, প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, ব্রঙ্কস চেম্বার অফ কমার্স।

অতিথি বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন, সাহেরা চৌধুরী, কো-ফাউন্ডার, এস জে ইনোভেশন, পুজা রায়, ফাউন্ডার এন্ড সিইও, স্ট্যাটস ভেঞ্চার্স ইনক, মেকডালিনা কুলসিজ, নাহিদ আহমেদ, প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, উরবান সেটার, আহাদ আলী, সিইও, আহাদ এন্ড কোং-সিপিএ, ইমরান ভূঁইয়া, ডাইরেক্টর অব সেলস, এক্সিট রিয়েলিটি প্রিমিয়াম, সাহেদ ইসলাম, ফাউন্ডার এস জে ইনোভেশন সহ আরো অনেকে। উল্লেখ্য, নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রতিবছর ১৯ নভেম্বর তারিখটিকে নারী উদ্যেক্তা দিবস বা উইম্যান এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডে হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে জাতিসংঘ। এরই অংশ হিসেবে শনিবার (১৭ ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ১৩ জন নারী উদ্যোক্তাকে সম্মাননা জানিয়েছে ইউএসবিসিসিআই। সম্মাননা প্রাপ্ত ১৩ জন নারী উদ্যোক্তারা হলেন সুমনা রিমি প্রতিষ্ঠাতা স্টাইল উইথ মি, ডিম্পল উইলাবাস প্রেসিডেন্ট ও সিইও রিদম নেশন এন্টারটেইনমেন্ট, রোকসানা আহমেদ প্রতিষ্ঠাতা, রোকসানা হালাল ডেলাইটস, পুজা রাই প্রতিষ্ঠাতা স্টেটস ভেনচার করপোরেশন, নাহিদ আহমেদ, প্রেসিডেন্ট ও সিইও আরবান সাটার, মাহবুবা রহমান সিইও ইনফিনিটি বিউটি বার, আনা গাজারা, চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার ভারসাইলস ভেনচার, অর্পি আহমেদ, প্রতিষ্ঠাতা ব্রাইড বাই অর্পি, মেহজাবিন মাহাবুব মেহা, সিইও ওমেনস ফ্যাশন, সাহেরা চৌধুরী কো ফাউন্ডার এস জে ইনোভেশন, ফাতেমা নাজনীন প্রিসিলা, প্রতিষ্ঠাতা প্রিসিলা নিউইয়র্ক আই এন সি, মেগডালিনা কুলিটস, সিইও অরেঞ্জ রিভার মিডিয়া ও ফারজানা হক চেয়ারম্যান হাইমোকান্তি ট্রেড করপোরেশন।

স্বাগত বক্তব্যে ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট ও প্রধান কার্যনির্বাহী, মো. লিটন আহমেদ বলেন, আমরা সবাই এখানে জড়ো হয়েছি এই অঞ্চলে এবং এর বাইরেও নারী উদ্যোক্তা দিবসের অর্জন উদযাপন করতে। সামিটে নতুন উদ্যোক্তারা তাদের কর্মজীবন এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনে কিভাবে কাজ করেছে তা বিভিন্ন শ্রোতাদের জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ এবং তথ্য গ্রহণ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।

অংশগ্রহণকারীদের নানান পেশাদারদের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে এবং তাদের সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির নিয়ে আলোচনা করারও সুযোগ পেয়েছে। এই সামিট নতুন নারী উদ্যোক্তাদের তাদের পরবর্তী পরামর্শদাতা, বন্ধু এবং ক্লায়েন্টদের সাথে সংযুক্ত করবে। বিশ্বের শতাধিক দেশের সঙ্গে এ বছরের ১৭ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রির (ইউএসবিসিসিআই) উদ্যোগে উদযাপন করা হয়েছে "নারী উদ্যোক্তা দিবস-২০২২"। বর্তমানে অনলাইনভিত্তিক উদ্যোগে নারী উদ্যোক্তাদের উপস্থিতি তুলনামূলক বেশি লক্ষ্য করা যায়। কারণ সামাজিক ও পারিবারিক দায়বদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায় না বলে অনলাইন ভিত্তক উদ্যোগে নারীরা খুব স্বচ্ছন্দেই পদচারণা করতে পারে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, প্রতিষ্ঠানের সহ সভাপতি ইউএসবিসিসিআই-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট বখত রুম্মান বিরতীজ, সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সংগঠনের পরিচালক শেখ ফরহাদ, উইমেন এম্পাওরমেন্ট কমিটির চেয়ারপারসন রুমা আহমেদ, একসপো ইউএসবিসিসিআই বদরুদ্দুজা সাগর, শেখ ফারজানা প্রমুখ।

বাংলাদেশ ল' সোসাইটির বিজয় দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক: গত ১৮ ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যা জ্যাকসন হাইটস্থ বাংলাদেশ প্লাজা অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনকের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল, কবিতা পাঠের আসর ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেলের সঞ্চালনায় ও ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদের সভাপতিত্বে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠাতা

সভাপতি এডভোকেট কাজী শামসুদ্দোহা, এডভোকেট এম, কাইয়ুম চৌধুরী, এডভোকেট মো: আলী বাবুল, সাবেক সহ-সভাপতি এডভোকেট সৈয়দ নজরুল নজরুল ইসলাম, এডভোকেট শেখ আক্তারুল ইসলাম (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট), এটর্নী মুজিবুর রহমান, এটর্নী মুরাদ আহমদ, ব্যারিস্টার আকমাম খান, সহ-সভাপতি এডভোকেট রুবিনা আক্তার, এডভোকেট রেদোয়ানা রাজ্জাক, এডভোকেট সোনিয়া সুলতানা, এডভোকেট মাহবুবুর রহমান বকুল, এডভোকেট মিজানুর রহমান খান, এডভোকেট মাহবুবুল আলম, এডভোকেট সাইদুর রহমান, জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

আলোচনায় বক্তারা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের জনগণের উপর যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, জাতিসংঘ কর্তৃক সে বর্বরতা আন্তর্জাতিক জেনোসাইড হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের অনুরোধ জানান হয়। অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন নির্বাহী সদস্য এ্যাডভোকেট মাওলানা আশিক আহমদ খান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রেদোয়ানা রাজ্জাক, আবৃত্তি করেন মো: আলী বাবুল ও সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল, দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী মিতা ও বাপ্পী, সহযোগী শিল্পী ছিলেন রুবিন্না মান্নান ও মাহবুবুর রহনান বকুল প্রমুখ। উপদেস্টা এটর্নী মঈন চৌধুরী উপস্থিত হতে না পারায় দু:খ প্রকাশ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির বিজয় দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক : বিপুল সংখ্যক নেতা ও কর্মীদের উপস্হিতিতে ১৯শে ডিসেম্বর ২০২২ সমবার জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয় । সভায় সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যাহারা আত্নাহুতি দিয়েছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালনের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তারা বিজয় দিবসের তাৎপর্য ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের স্রিতিচারন করেন । বক্তারা বলেন, কিছু সংখ্যক কুচক্রী মহল জাতীয় পার্টির মাননীয় চেয়ারম্যানের উপর ষড়যন্ত্র মুলক মামলা দিয়ে, দলের কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার প্রয়াসের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। সভায় বক্তব্য রাখেন, সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া , সাধারন সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল, মাহবুবুর রহমান অনিক, এস এম ইকবাল, আব্দুল কাদির লিপু, আবুল কাসেম চৌধুরী , শক্তি গুপ্তা , উত্তম ডাকুয়া, হেলাল উদ্দিন, রুবেল আহমদ , রোজি ফাহিম প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্টান পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সাধারন সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল।

বিজয় দিবস উপলক্ষে বিএনপি মেরিল্যান্ড শাখার আলোচনা সভা

নিউইয়র্ক: গত ১৮ ডিসেম্বর রোববার বিএনপি মেরিল্যান্ড স্টেট শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মেরিল্যান্ড বিএনপির নবনির্বাচিত সভাপতি সাহিদুর রহমান খান চৌধুরী। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব পরিচালনা করেন মেরিল্যান্ড বিএনপি কনভেনিং কমিটির সাবেক সদস্য সচিব ইঞ্জিনিয়ার সেলিম হোসেন ও দ্বিতীয় পর্ব পরিচালনা করেন নব নির্বাচিত মেরিল্যান্ড বিএনপির সংগ্রামী সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ কাজল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মোহাম্মদ সারোয়ার শহীদ প্রসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সহ সকল শহীদদের জন্য এবং দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়া, মরহুম আরাফাত রহমান কোকো এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান সাহেবের জন্য দোয়া পরিচালনা করেন, সার্বিক সহযোগিতা করেন মেরিল্যান্ড বিএনপির নব নির্বাচিত সংগ্রামী সাংগঠনিক সম্পাদক আলবাব হোসন সোহাগ, তানভির হাসান, মাইনুল হোসেন মানিক , রুবেল হোসেন সহ আরও অনেকে। প্রধান অতিথি বিএনপি'র সাংগঠনিক সমন্বয়ক ও সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন আনোয়ার হোসেন খোকন ভার্চুয়াল বক্তব্য রাখেন। বিএনপির চলমান হটাও হাসিনা বাঁচাও দেশ, টেক ব্যাক বাংলাদেশ' আন্দোলনের সাথে শরিক হওয়ার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে মিলেমিশে কাজ করার দিক নির্দেশনা প্রদান করেন ।

আরো বক্তব্য রাখেন মেরিল্যান্ড বিএনপির অন্যতম সিনিয়র সদস্য হাদী কাইয়ুম, আনিস আহাম্মেদ চৌধুরী, জাহাঙ্গীর কবির বাবলু, মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ উল্লাহ, খালেকুজ্জামান চৌধুরি বাবুল, হাসান চৌধুরী, তানভীর হাসান, ওমর ফারুক, আজিজ উদ্দিন, কামাল হোসেন (ফুলগাজী যুবদলের সংগ্রামী আহব্বায়ক) এবং মেরিল্যান্ড বিএনপির নবগঠিত কমিটির সংগ্রামী সাংগঠনিক সম্পাদক আলবাব হোসেন সোহাগ । উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আলী, সাঈফ খান, ওয়াহিদুর রহমান, মীর মোফাজ্জল হোসেন, আলহাজ ইউনুস মিয়া,ইয়াসিন আরাফাত, ফারজানা খাতুন, ইসরাত জাহান,ফারহানা ইসলাম লিনা, মাহ-াবুবা কাইয়ুম,মতিউর রহমান, আশরাফুর রহমান,কবির হোসেন, জাহাঙ্গীর হোসেন, আলেয়া জামান, মো: রাজু সহ আরো অনেকে । মেরিল্যান্ড বিএনপির নবগঠিত কমিটির সাধারন সম্পাদক সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার অংগীকার পোষন করেন । অনুষ্ঠান এর শেষদিকে ম্যারিল্যান্ড বিএনপির সন্মানিত সভাপতি বিএনপির চলমান আন্দোলনের অংশ হিসাবে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করার আহব্বান জানিয়ে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করেন ।

ঢাবি এলামনাই'র মহান একুশ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সাঈদা আকতার লিলি ও গাজী সামসউদ্দীন এক বিবৃতিতে গত ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র উদ্যোগে সম্মিলিত একুশ উদ্‌যাপনের এক যৌথ সভা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন। তারা জানান যে, এ সভায় সভাপতিত্ব করেন সম্মিলিত একুশ উদযাপনের আহ্বায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি সাঈদা আকতার লিলি ও পরিচালনা করেন একুশ উদ্‌যাপন পরিষদের সদস্য সচিব ও এলামনাই'র সাধারণ সম্পাদক গাজী সামসউদ্দীন। সভায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি সাবিনা শারমীন নীহার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি শুমিত মন্ডল, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-সভাপতি আব্দুস সবুর, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ মিজানুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাজুল ইসলাম, স্বপন বড়ুয়া, এম.এস.আলম, গোলাম মোস্তফা, নূপুর চৌধুরী, ইউসুফ আলী এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সভায় নেতৃবৃন্দ আগামী ২০২৩ এর মহান একুশ উদযাপনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। সভায় অন্যান্য বছরের মত শিশুদের মেধা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতি সাঈদা আকতার লিলি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি সুন্দর ও সফল একুশ উদযাপনের জন্য সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং সেই সাথে প্রবাসের সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক সংগঠন সমূহকে যথাসময়ে রেজিষ্ট্রেশন করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক: 'থাকব ভালো, রাখব ভালো দেশ, বৈধ পথে প্রবাসী আয়-গড়ব বাংলাদেশ,' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল এ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন করা হয়। দিনের শুরু থেকেই কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম কনস্যুলেটের অন্যান্য কর্মকর্তাসহ আগত সেবা প্রার্থীদের অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানান। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় রাষ্ট্রদূত কনস্যুলেটে আগত সকল সেবাপ্রার্থীকে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরার মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য রাষ্ট্রদূত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নিউইয়র্ক কনস্যুলেট কর্তৃক প্রদত্ত কনস্যুলার ও কল্যাণ সেবার সংখ্যা ও মানের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেটসমূহ প্রবাসীদের দ্রুত সেবা প্রদানে সচেষ্ট ও বদ্ধপরিকর বলে তিনি মন্তব্য করেন। সরকারের প্রবাসী বান্ধব নীতি ও কার্যক্রমের বর্ণনা দিয়ে তিনি সকলকে বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠাতে উৎসাহিত করেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে কনসাল জেনারেল ড. ইসলাম বলেন, অভিবাসীরা বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রেরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করার পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি কনস্যুলেটে আগতদের আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের অভিনন্দন জানিয়ে বৈধ চ্যানেলে বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রেরণের আহবান জানান। বৈধ উপায়ে রেমিটেন্স প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনার বিষয়ে তিনি সকলকে অবহিত করেন। দেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রা ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অনুরোধ জানান। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সোনালী এক্সচেঞ্জের সিইও দেবশ্রী মিত্র। আগত সেবাপ্রার্থীরা কনস্যুলেটের সেবায় তাঁদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এ বিশেষ আয়োজনের জন্য কনস্যুলেটকে ধন্যবাদ জানান। হালকা আপ্যায়নের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র পরিদর্শন ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

ঢাকা :সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আইনি অধিকার ও মানবাধিকার সুরক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা আইন ও সালিশ কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। প্রতিষ্ঠানটির তরফে প্রচারিত ফেসবুক বার্তা মতে, গত ২০ ডিসেম্বর লালমাটিয়াস্থ আসক এর অফিস ঘুরে দেখেন রাষ্ট্রদূত। এ সময় আসক কর্মীরা সংগঠনটির চলমান কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। এদিকে মার্কিন দূতাবাসের এক ফেসবুক বার্তায়ও আইন ও সালিশ কেন্দ্র পরিদর্শনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করা হয়। মানবাধিকারকে হ্যাশট্যাগে রেখে প্রচারিত বার্তায় বলা হয়, রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আইন ও সালিশ কেন্দ্রের আইনি সহায়তা পরিষেবা এবং বাংলাদেশে মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে জানতে কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছেন। সারা বিশ্বে সুশীল সমাজের কাজ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে ওই বার্তায় বলা হয়, এতে ক্ষতিগ্রস্তরা সুরক্ষিত থাকে এবং অপব্যবহারের ওপর তারা আলোকপাত করে।

উল্লেখ্য, গত ১৪ই ডিসেম্বর রাজধানীর শাহীনবাগে 'মায়ের ডাক' এর ঘরোয়া অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখে পড়েন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। তিনি যেই বাড়িতে যান সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হয় মায়ের কান্না নামের এক সংগঠনের ব্যানারে একদল লোক। তারা সেই বাড়িতে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা চালায়, যাতে রাষ্ট্রদূতের পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠানে চরমভাবে বিঘ্ন ঘটে। যার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট নিরাপত্তা উদ্বেগে রাষ্ট্রদূত অনুষ্ঠান শেষ না করেই তড়িঘড়ি করে শাহীনবাগ ত্যাগ করেন। কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত হয়নি দাবিনামা নিয়ে সেখানে উপস্থিত মায়ের কান্না সংগঠনের লোকজন। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট নিরাপত্তার উদ্বেগ জানাতে রাষ্ট্রদূত নিরাপদে অনুষ্ঠানস্থল থেকে বের হয়ে সরাসরি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তরে হাজির হন। জরুরি সাক্ষাৎ করে তিনি সরকারের উচ্চ মহলে ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন। ১৫ই ডিসেম্বর এ নিয়ে উদ্বেগ জানায় ওয়াশিংটন। সেখানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে এই উদ্বেগ জানানো হয়।

বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় আবারও শীর্ষে ঢাকা

ঢাকা : বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় বাতাসের মান 'খুব অস্বাস্থ্যকর' নিয়ে আবারও শীর্ষে উঠে এসেছে ঢাকা। ২১ ডিসেম্বর (বুধবার) সকাল ৯টা ২০ মিনিটে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে (একিউআই) ঢাকার স্কোর ছিল ৩০৮। ভারতের কলকাতা ও দিল্লি যথাক্রমে ২৩২ ও ২২৫ একিউআই স্কোর নিয়ে তালিকার পরবর্তী দুইটি স্থানে রয়েছে।

একিউআই স্কোর ১০১ থেকে ২০০ পর্যন্ত 'অস্বাস্থ্যকর' হিসেবে বিবেচিত হয় বিশেষ করে সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য। একইভাবে একিউআই স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে স্বাস্থ্য সতর্কতাসহ তা জরুরি অবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ অবস্থায় শিশু, প্রবীণ ও অসুস্থ রোগীদের বাড়ির ভেতরে এবং অন্যদের বাড়ির বাইরের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতিদিনের বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা একিউ সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটুকু নির্মল বা দূষিত সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় এবং তাদের জন্য কোন ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হতে পারে তা জানায়।

বাধ্যতামূলক অবসরে আরও এক এসপি

ঢাকা : চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পুলিশ সুপার পদমর্যাদার আরেক কর্মকর্তাকে অবসরে পাঠিয়েছে সরকার। বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো মো. মুনির হোসেন পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগে (সিআইডি) কর্মরত ছিলেন। গত ২০ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। 'জনস্বার্থে জারিকৃত' এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সিআইডিতে কর্মরত বিশেষ পুলিশ সুপার (এসপি) মো. মুনির হোসেনকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নম্বর আইন)-এর ৪৫ ধারার বিধান অনুযায়ী অবসর প্রদান করা হলো। পুলিশ কর্মকর্তা মো. মুনির হোসেনকে ২০১১ সালের ১৯ জুলাই ওএসডি করে সদর দফতরে পাঠানো হয়েছিল।

Law Offices
এক্সিডেন্ট কেইসেস
মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম
917-282-9256
(To schedule appointment only)
বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন
আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী
Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law
নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও আর্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
গাড়ী দুর্ঘটনা
বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
ট্রিপ এন্ড ফল
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬
কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
স্লিপ এন্ড ফল
হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
লেড পয়জনিং
ইমিগ্রেশন
পলিটিক্যাল এসাইলাম
বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
এডজাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)
IMMIGRATION
ফ্যামেলি ভিসা
ডিপোর্টেশন কেইসেস
ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার
Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বাংলাদেশ দূতাবাসে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্মকর্তা

বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার

ওয়াশিংটন ডিসি: বাঙালি জাতির দীর্ঘ কাংখিত স্বাধীনতার জন্য যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা লড়াই এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছিলেন তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে গত ১৬ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদায় ৫২তম বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে দূতাবাস দিনব্যাপী এক কর্মসূচির আয়োজন করে। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান কর্তৃক সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

বিজয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আবদুল মোমেন, এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ-রিয়ার আলম কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনান যথাক্রমে ডেপুটি চিফ অব মিশন ফেরদৌসী শাহরিয়ার, মিনিস্টার (কর্মাস) মোঃ সেলিম রেজা, কাউন্সেলর (পাবলিক ডিপ্লোমেসি) আরিফা রহমান রুমা এবং কাউন্সেলর (পলিটিক্যাল-১) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

পরে জাতির অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও উন্নয়নের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে সকল শহিদ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্বে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান, স্টেট ডিপার্টমেন্টের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এবং মিস আফরিন আক্তার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রদূত ইমরান তার বক্তব্যে বলেন, ১৯৭১ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের পর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। তিনি ৩০ লাখ শহিদের স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান।

আফরিন আক্তার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে একটি সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হিসেবে দেখে এবং আশা করে আগামী ৫০ বছরে দুদেশের মধ্যে আরও শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তিনি বলেন গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে দুদেশের জনগণ, সরকার ও অর্থনীতির মধ্যে, অসাধারণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তিনি দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর বলেও উল্লেখ করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা করে যুক্তরাষ্ট্রের তিনি বলেন, মাত্র কয়েক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে কৃষি ভিত্তিক সমাজ থেকে অর্থনৈতিক শক্তিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। এটি সত্যিই গর্ব করার মতো গল্প যে বাংলাদেশ লাখ লাখ মানুষকে দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে বের করে এনেছে এবং প্রজন্মের মধ্যে মধ্যম আয়ের মর্যাদা অর্জন করবে, যা সত্যিই অসাধারণ। অর্থনৈতিক সহযোগিতার বাইরেও আফরিন আক্তার কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সরবরাহ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বিপুল সংখ্যক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় দিনের কর্মসূচি। অনুষ্ঠানে দূতাবাসের কর্মকর্তা ও তাদের সহধর্মিণীরা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের James Brennan Flanigan প্রখ্যাত কবি শামসুর রাহমানের একটি কবিতা বাংলায় আবৃত্তি করেন। বাংলাদেশী-আমেরিকান সাংস্কৃতিক সংগঠন ধ্রুপদী'র শিল্পীরা দেশাত্মবোধক গানের সাথে দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন।দিনব্যাপী কর্মসূচির দুই পর্বের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কাউন্সেলর শামীমা ইয়াসমিন স্মৃতি ও ফার্স্ট সেক্রেটারী মোঃ আতাউর রহমান। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দূতাবাসে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

আফ্রিকার জন্য সবই করবে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশ ডেস্ক : ওয়াশিংটনে চলতি সপ্তাহের আফ্রিকা-যুক্তরাষ্ট্র সম্মেলনে আফ্রিকার নেতাদের বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা করতে দেখা গেছে বাইডেন প্রশাসনকে। বিশ্লেষকরা বলছেন, শেষ পর্যন্ত কিছুটা সফল হয়েছেন তাঁরা। সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আফ্রিকার রাষ্ট্রপ্রধানদের উদ্দেশে বলেন, 'আফ্রিকার ভবিষ্যতের জন্য সবই করবে যুক্তরাষ্ট্র।' এবারই প্রথম নয়, এ ধরনের সম্মেলন আট বছর আগেও একবার হয়েছে। ওই সময় আফ্রিকার প্রায় সব রাষ্ট্রপ্রধানকে ওয়াশিংটনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। এবারের সম্মেলনে যেসব বিষয় নিয়ে আলাপ হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে-স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, গণতন্ত্র, শান্তি, ডিজিটালাইজেশন, মহাকাশ গবেষণা, বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক। ওয়াশিংটনভিত্তিক সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের (সিএসআইএস) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ক্যামেরন হাডসন বলেন, 'আমার মনে হয়, আফ্রিকান নেতাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে ওয়াশিংটন তাদের পাশে আছে, তারা তাদের উদ্বেগ নিয়ে ভাবে, তাদের সমস্যার ব্যাপারে শুনছে এবং সেগুলো নিরসনে নতুন ধরনের জোট বাঁধতে প্রস্তুত।'

চীনের প্রসঙ্গ উঠেছিল? : বাইডেনের পূর্বসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্প অর্থনৈতিক দিক থেকে আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে জড়ানোর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো প্রচেষ্টা দেখাননি। এই অনুপস্থিতির সুযোগে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ওই মহাদেশে নিজেদের প্রভাব ও আর্থিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে চীন। তবে চীনের নাম সম্মেলনে তেমন একটা শোনা যায়নি। কূটনীতি এবং শত শত কোটি ডলার তহবিলের মাধ্যমে আফ্রিকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন বাইডেন। বাইডেনের অধীনে এই পরিবর্তনকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্সের আফ্রিকাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবেনেজার ওবাডারে। তিনি বলেন, 'অনেক সদিচ্ছা, অনেক বেশি ইতিবাচকতা রয়েছে আফ্রিকার প্রতি।' কিন্তু তার পরও আফ্রিকায় যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে চীন এগিয়ে রয়েছে-উল্লেখ করে হাডসন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আফ্রিকায় প্রতিদিন যা করছে তা রাস্তা, বিমানবন্দর বা সেতুর মতো চোখে দেখা যায় না।

আফ্রিকার জন্য কী করবে যুক্তরাষ্ট্র? : সম্মেলনটি মূলত অর্থনৈতিক বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের চেয়েও বড় কিছু ছিল। বাইডেন ঘোষণা দিয়েছেন আফ্রিকান ইউনিয়নের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন থাকবে। এ ছাড়া আফ্রিকায় নির্বাচন এবং সুশাসনের জন্য তহবিল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দেশটি। সহায়তা সামগ্রীর পেছনেও খরচ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে ক্যামেরন হাডসন বলছেন, এই প্রতিশ্রুতিগুলো যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকার জন্য স্পষ্ট কোনো লক্ষ্য তুলে ধরছে না। তিনি বলেন, 'প্রধান ঘোষণা যেগুলো করা হয়েছে, সেগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বা নতুন কোনো ঘোষণা নয়। প্রেসিডেন্ট বাইডেন যা বলেছেন তা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দৈনন্দিন কাজ।'

আফ্রিকার নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি : সম্মেলনে আফ্রিকার নেতাদের মধ্যে আশান্বিত ভাব দেখা গেছে। সহসাই যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকানীতি পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রকে অংশীদার হিসেবে ভাবা আফ্রিকার দেশগুলোর জন্য কঠিন। কারণ ট্রাম্প প্রশাসন তাদের প্রতি অমনোযোগী ছিল। তবে সম্মেলনে আফ্রিকার নেতাদের দেখে ইতিবাচক মনে হয়েছে বলেই জানিয়েছেন পর্যবেক্ষকরা। হাডসন বলেছেন, 'তাঁরা ওয়াশিংটনে সহায়তা ও সহযোগিতা চাইতে আসেননি। তাঁরা বহুপক্ষীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এমন টেবিলে আসন চাইতে এসেছিলেন। তাঁরা সমকক্ষ হিসেবে গণ্য হতে এসেছিলেন, থামিয়ে দেওয়া বা বক্তব্য শোনার জন্য আসেননি।' সূত্র : ডয়চে ভেলে

এলিয়েনের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভিনগ্রহের প্রাণী বা এলিয়েনের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এছাড়া পৃথিবীতে ভিনগ্রহ প্রাণীর কোনো যান আছড়ে পড়ারও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সময় গত ১৬ ডিসেম্বর এ তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের (পেন্টাগন) জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা রোনাল্ড মোলট্রি। একাধিকবার ভিনগ্রহের প্রাণীর যান (ইউএফও) দেখা পাওয়ার দাবি করেছিলেন মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা। মূলত এরপরই তদন্তে নামে পেন্টাগনের একদল গবেষক। দীর্ঘ গবেষণা শেষে মার্কিন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা রোনাল্ড মোলট্রি জানিয়েছেন, পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাইরে অস্বাভাবিক বস্তু ও এলিয়েন খুঁজতে গিয়ে আমরা অনেকগুলো রিপোর্ট পেয়েছি। সেগুলো পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

তবে এখন পর্যন্ত এমন কিছুর সন্ধান আমরা পাইনি। পেন্টাগনের নবগঠিত অল ডোমেইন এনোমালি রেজ্যুলেশন অফিসের (এএআরও) পরিচালক সিন কির্কপ্যাট্রিক বলেছেন, এলিয়েনের অস্তিত্ব থাকার বিষয়ে আমরা এখন পর্যন্ত কোনো প্রমাণ পাইনি। তবে এলিয়েন থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না তিনি। তিনি জানিয়েছেন, এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে এগিয়ে যেতে হবে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ১৪০ বারের বেশি 'অস্বাভাবিক বস্তু' দেখার দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্মকর্তারা। তাদের দেখা বস্তুর মধ্যে রয়েছে বেলুনাকৃতির বিশাল একটি স্তম্ভ। এ বিষয়টির তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পেন্টাগন। আলজাজিরা।

যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বিমানবন্দরে অস্ত্র জব্দের রেকর্ড

বাংলাদেশ ডেস্ক : এ বছর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিমানবন্দরে যাত্রীদের লাগেজ থেকে রেকর্ডসংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করা হয়েছে। জব্দ করা এসব আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা ৬ হাজার ৩০১টি, যার ৮৮ শতাংশই ছিল গুলিভর্তি। দেশটির পরিবহনসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (টিসিএ) কর্মকর্তারা ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে এ তথ্য জানিয়েছে। টিসিএ কর্মকর্তারা জানান, এ বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে এসব আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এর আগে যাত্রীদের লাগেজ থেকে এত সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করা হয়নি। টিসিএ সূত্রে আরও জানা গেছে, এ বছর সবচেয়ে বেশি অস্ত্র জব্দ হয়েছে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের রাজধানী আটলান্টার হার্টসফিল্ড-জ্যাকসন বিমানবন্দর থেকে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের উত্তরাঞ্চলীয় শহর ডালাসের ফোর্ট ওর্থ বিমানবন্দর। ২০২২ সালের শেষ নাগাদ এ সংখ্যা ৬ হাজার ৬০০ হতে পারে বলে ধারণা করছে টিসিএ কর্মকর্তারা। সেক্ষেত্রে শতকরা হিসেবে জব্দকৃত অস্ত্রের পরিমাণ হবে গত বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। ২০২১ সালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ে দেশটির বিভিন্ন বিমানবন্দরে যাত্রীদের লাগেজ থেকে ৫ হাজার ৯৭২টি ছোট-বড় আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করা হয়েছিল। কিন্তু কেন বিমানযাত্রীদের মধ্যে লাগেজে অস্ত্র বহনের প্রবণতা বাড়ছে, তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি টিএসএ। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে নাগরিকদের আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় ও বহন সহজ। এমনকি উড়োজাহাজে ভ্রমণের সময়ও যাত্রীরা তাদের সঙ্গে অস্ত্র রাখতে পারেন। তবে এসময় অবশ্যই অস্ত্রগুলোতে গুলি অর্থাৎ ম্যাগাজিন ভর্তি রাখা যাবে না। উড়োজাহাজের কেবিনে গুলিভর্তি অস্ত্র বহনের বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কোনো নাগরিক যদি কেবিনে গুলিভর্তি অস্ত্র বহন করেন, তাহলে তার অস্ত্র ক্রয় ও বহনসংক্রান্ত অনুমোদন বাতিল হতে পারে। এ ছাড়া বিমানবন্দরে যাত্রীদের লাগেজ পরীক্ষার সময় যদি গুলিভর্তি অস্ত্র পাওয়া যায়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে ওই যাত্রীকে ১৩ হাজার ৯১০ ডলার থেকে ১৪ হাজার ৯৫০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে টিএসএ। বাংলাদেশি মুদ্রায় এ অর্থের পরিমাণ ১৪ লাখ ৫৫ হাজার ৬৮১ টাকা থেকে ১৫ লাখ ৬৪ হাজার ৫১৭ টাকা। কিন্তু স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে, দেশটির সাধারণ নাগরিকরা তো বটেই, জনপ্রতিনিধিরাও অনেক সময় আগ্নেয়াস্ত্র আইন মানছে না।

মাস্কের ফ্লাইট ট্র্যাকিং অ্যাকাউন্ট বন্ধ করল টুইটার

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইলোন মাস্কের ফ্লাইট ট্র্যাকিংয়ের ইলোনজেট অ্যাকাউন্টটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছে টুইটার। সম্প্রতি ব্যক্তিগত তথ্য ও মিডিয়া নীতি আপডেট করেছে মাইক্রোব্লগিং প্লাটফর্মটি। নীতিমালায় লাইভ লোকেশনের তথ্য শেয়ারের সুবিধা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইলোনজেটের পাশাপাশি অন্যান্য ফ্লাইট ট্র্যাকিং অ্যাকাউন্টগুলোও বন্ধ করা হয়েছে। খবর টেকক্রাঞ্চ।প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, ইলোন মাস্কের ব্যক্তিগত বিমানের অবস্থানসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করত ইলোনজেট টুইটার অ্যাকাউন্টটি। মাস্ক গত ৬ নভেম্বরে এক টুইটে বলেছিলেন, আমি মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমার ব্যক্তিগত জেটের তথ্য শেয়ার করলেও অ্যাকাউন্টগুলো নিষিদ্ধ করা হবে না। তবে এখন মনে হচ্ছে মাস্ক এক মাসে তার সিদ্ধান্ত বদলেছেন। সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জ্যাক সুইনি ইলোনজেট টুইটার অ্যাকাউন্টটি চালু করেছিলেন। সুইনি একই রকম আরো কয়েকটি ভুয়া বা বট অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেন, যা মার্ক জাকারবার্গের মতো প্রযুক্তি মুঘলদের ব্যক্তিগত জেট কার্যকলাপ ট্র্যাক বা অনুসরণ করে। সুইনির ইলোনজেট অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করা হলেও অন্য কোনো অ্যাকাউন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। টুইটার থেকে অ্যাকাউন্ট খোয়ানোর পর পরই ম্যাস্টোডনে ইলোনজেটের একটি অ্যাকাউন্ট খুলেছেন সুইনি। অ্যাকাউন্টটি দীর্ঘদিন ধরে মাস্কের গলার কাঁটা হয়েছিল।

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাত নিয়ে কিছু কথা

ড.আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

বর্তমান সময়ে বিশ্বে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ ও যুদ্ধাবস্হার মত ভয়াবহ কোন সমস্যা বিরাজমান নেই । বিষয়টি নিয়ে লেখকের বেশ ক'টি লেখা সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন গ্রন্হে প্রকাশিত হয়েছে (দেখুনঃ সামাজিক স্তরবিন্যাস ও রাজনৈতিক মেরুকরণ; ভূর্জপত্র, মার্চ ২০২২, পৃষ্ঠা ৩০-৩২; ৫৬-৫৮)। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার ভয়ংকর গোয়েন্দা সংস্হা কেজিবির প্রধান থেকে উঠে এসেছেন । এই স্পাই মাষ্টার বিশ্বের শক্তিধর সব নেতাদের নাকালি চুবানি খাইয়ে সদর্পে সাম্রাজবাদের প্রথম কাতারের নেতা হিসেবে রাশিয়াকে বিভক্তি পূর্ব অবস্হানে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। সেই লক্ষ্যে ও মানসিকতায় বিশ্ব জনমত উপেক্ষা করে ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখল করে নেয়। বিশ্বে তার মিত্র বলতে চীন, সিরিয়া, উত্তর কোরিয়া ও ইরান ছাড়া তেমন আর কোন দেশ নেই। প্রশ্ন আসে তাহলে কিসের জোরে পুতিন এহেন শক্তিমত্তা প্রদর্শন করছেন । পুতিন ভাল করেই আঁচ করে নিয়েছেন যে পারমাণবিক মারণাস্ত্র, মহাকাশ থেকে ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার পরিচালনার ক্ষমতাকে খাটো করে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা ও দেখবে না। মিসাইল যুদ্ধ, সাইবার টেকনোলজি গুপ্তভাবে ব্যবহারে ও রাশিয়ার পারঙ্গমতা পরীক্ষিত। যুক্তরাষ্ট্রের ২০১৬ ও ২০২০ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনে এ পন্হাটি ব্যবহার করা হয়েছে যথেচ্ছভাবে। তাছাড়া, তেল উৎপাদনে ও রাশিয়া বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে, আমেরিকার ঠিক পরেই।

সন্দেহাতীত ভাবে আমেরিকা বিশ্বের সর্ববৃহৎ সামরিক শক্তি । ন্যাটো ও ইউরোপের অপরাপর মিত্র দেশসমূহ ইউক্রেনে সাথে আছে এমন কথা প্রেসিডেন্ট বাইডেন নিয়তই বলছেন । তবে যুদ্ধে সামরিক সরন্জামাদি, সরাসরি অর্থ সাহায্য ইত্যাদির সিংহ ভাগ আমেরিকাই বহন করছে । ইরানের নিত্য সরবরাহ করা দ্রোনের সাহায্যে রাশিয়া প্রতিনিয়ত ইউক্রেনের রাজধানী ও আশেপাশে যে উপর্যুপরি বিভিন্ন ইউটিলিটির উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন তাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চরম ক্ষতির মুখ তবে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী ও বীর জনতা দমে যায়নি। আমেরিকা ও মিত্ররা যথাসাধ্য সহায়তা করছে । তিনশত দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে ও সংঘাত অবসানের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না । জেলেনেস্কী সম্প্রীতি বলেছেন যে রাশিয়া ইতোমধ্যেই এক লক্ষ সৈন্য হারিয়েছে। এই প্রচন্ড শীতে ক্ষত-ক্ষতির সংখ্যা বেড়ে যাবে । ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণে যে চারটি অঞ্চল রাশিয়া দখল করেছিল এবং জবরদস্তিমূলক গণভোট অনুষ্ঠিত করেছিল সেগুলোর মধ্যে খেরসন ও জেফুজিয়া থেকে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী রাশিয়ার সেনাদের হটিয়ে দিয়েছে । উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইউক্রেনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেনাবাহিনী গুণগত ও সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে ২২তম । রাশিয়ার ট্যানক ও সাজোয়া বাহিনী প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে হাঁটতে বাধ্য হয়েছে । এখন যুদ্ধ চালাচ্ছে জোরজবরদস্তি করে সংগ্রহ করে বাহিনী । তারা তেমন প্রশিক্ষিত নয় বিধায় নামকাওয়াস্তে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে । আশা করা যায় আমেরিকা অত্যাধুনিক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সরবরাহ পৌঁছে গেলে রাশিয়ার রাশিয়ার ইরান সরবরাহকৃত দ্রোন তেমন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবেনা ।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ শুরু করার দশমাস পর প্রেসিডন্ট জেলেনেস্কী প্রেসিডন্ট জো বাইডেনর আমন্ত্রণ যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসেছেন । দুই প্রেসিডন্ট এ সময় হোয়াইট হাউজে বৈঠকে বসেছেন । রাতে কংগ্রেসের সাথে আলোচনায় বসবেন । বাইডেন সবসময় বলে আসছেন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের সাথে যতদিন প্রয়োজন থাকবে । ইতোমধ্যেই কংগ্রেস ইউক্রেনকে ৬৮ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে সামরিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক সাহায্য হিসেবে । আরও ৪৫ বিলিয়ন ডলার দেয়া হবে অস্ত্র সরন্জামাদির জন্য ।তাছাড়া, প্রেসিডন্ট বাইডেন ঘোষণা করছেন জরুরী ভিত্তিতে ডোনেশন হিসেবে মোবাইল প্যাট্রিয়ট মিসাইল সরবরাহ করবে । জার্মানীতে এ মিসাইল পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়েছে । এ কার্যক্রম শুরু হলে ইরানীয় দ্রোন ও অন্যান্য মিসাইল আক্রমণ ফলপ্রসূ ভাবে প্রতিহত করা সম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে । এদিকে, ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো ও বসে নেই । জার্মানী, পোলান্ড, নরওয়ে সহ দেশগুলো ট্যাংক, সাজোয়া যানবাহন ও পর্য্যাপ্ত গোলাবারুদ পাঠাচ্ছে বিরতিহীন ভাবে । যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট ।

আ.লীগের চ্যালেঞ্জ কূটনীতি

ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করা ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আদায়ের লক্ষ্যে সরকারবিরোধীদের আন্দোলন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে জোরালো হয়েছে। এতে করে চাঙা হয়ে উঠেছে রাজপথে সরকারের প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপি। এই আন্দোলনে বিএনপির সঙ্গে ডান-বামপন্থী মিলে একাধিক দলও যুক্ত হয়েছে। তবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনে করছে, বিএনপির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলন সামলানো তাদের জন্য তেমন কঠিন কোনো কাজ নয়। আওয়ামী লীগের জন্য এই মুহূর্তের চ্যালেঞ্জ কূটনৈতিক চাপ সামলানো। ক্ষমতা ধরে রাখতে আত্মবিশ্বাসী আওয়ামী লীগের নেতারা বলছেন, বিএনপির নেতৃত্বে যত সংগঠনই ঐক্যবদ্ধ হোক না কেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হালে পানি পাবে না। আন্দোলন নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার কৌশল আওয়ামী লীগের জানা আছে। বিএনপির ১০ ডিসেম্বরের কর্মসূচি এর উদাহরণ। আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করেন, বিএনপির ১০ ডিসেম্বরের কর্মসূচি ব্যর্থ হয়েছে। নির্বাচনেও তারা ব্যর্থ হবে। ক্ষমতাসীন দলের বিদেশ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা দেশ রূপান্তরকে বলেন, বিরোধী রাজনৈতিক দলের আন্দোলনে সরকার পতন হবে না; বরং তারা বড় চ্যালেঞ্জ দেখছেন বিদেশিদের দিক থেকে।

আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চেয়ে প্রায়ই বিভিন্ন বক্তব্য-বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছে। এর সারমর্ম হলো, সরকারের ওপর একধরনের চাপ তৈরি করা। হঠাৎ কয়েকটি দেশ একত্রে বিবৃতি দিলে কিছুটা হলেও চাপ বোধ করে আওয়ামী লীগ ও সরকার। 'রাতের ভোট' ইস্যুতে কথা বলে জাপানও পরোক্ষভাবে সরকারকে খানিকটা চাপ দিতে চেষ্টা করেছে, যা একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল সরকারের জন্য। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বক্তব্য-অবস্থান একটি পক্ষের দিকে। এখান থেকে বেরিয়ে আসাই এখন ক্ষমতাসীন দলের জন্য চ্যালেঞ্জ মনে করছেন নেতারা। জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের সভাপতিম-লীর সদস্য কাজী জাফরউল্যাহ বলেন, 'আওয়ামী লীগ শিষ্টাচারবিবর্জিত কূটনৈতিক হস্তক্ষেপ চায় না। আওয়ামী লীগের পররাষ্ট্রনীতি সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়।' তিনি বলেন, 'বিএনপিকেও বলব, দেশের স্বার্থ আগে দেখবেন। ক্ষমতার আশায় দেশের সম্মান নষ্ট করবেন না।' সরকার ও দলের পক্ষে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেন আওয়ামী লীগের এমন এক নেতা বলেন, বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশ যুক্তরাষ্ট্র সুযোগ পেলেই কায়দা করে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ইস্যুতে সরকারকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। সর্বশেষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন দাবি করে, দেশটির রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বক্তব্য অন্য রকম সংকেত মনে হচ্ছে। আবার যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে থাকা বিএনপি ও তাদের নেতৃত্বে আন্দোলনে নামা দলগুলোর নেতারা বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছেন। বিষয়টি আমলে নিয়েই বিএনপির আন্দোলন মোকাবিলা করার পাশাপাশি আওয়ামী লীগ কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার পথে হাঁটছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই নেতা আরও বলেন, সরকারের ও দলের শীর্ষ পর্যায় থেকে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে কয়েকটি দেশের সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে সরাসরি এবং ই-মেইল যোগাযোগও করা হয়েছে। এ জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত বেশ কয়েকটি দেশ সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের পথে হাঁটছে না এখন। ফলে আওয়ামী লীগ ও সরকার সেসব দেশের ওপর আস্থা রাখতে শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান নিরপেক্ষ করতে সরকার ও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায় থেকে কাজ করা হচ্ছে। এরই মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে নমনীয় অবস্থান দেখিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দায়িত্বপূর্ণ কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা ও অনানুষ্ঠানিক চিঠি চালাচালিও অব্যাহত আছে। আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেন এমন একাধিক নেতা পিটার হাসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকগুলোতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচন ও সমর্থন পাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাম্মী আহমেদের বাসায় পিটার হাসকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেখানে ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারাও ছিলেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেন আওয়ামী লীগের এমন একজন অনুসারী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পাওয়া না পাওয়ার হিসাব থেকে এই সরকারের ওপর ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তাদের অনেকের অবস্থান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো বিচক্ষণ নেতা না থাকলে অনেক সুবিধা আদায় করা সম্ভব হতো। বিরোধিতার এটিও একটি দিক। তিনি বলেন, এই বিরোধিতার পরেও সরকারের জন্য এক ধরনের সুযোগও আছে। সেটা হলো সরকারের সঙ্গে মতপার্থক্য থাকলেও বিদেশিদের কাছে এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের বিকল্পও অন্য কেউ নেই। সেদিক থেকে ঝুট-ঝামেলা থাকলেও সরকার অনেকটা নিরাপদ অবস্থায় রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

ঢাকার মেট্রোরেলে কলকাতার চেয়ে ৪ গুণ বেশি ভাড়া

বাংলাদেশ ডেস্ক : স্বপ্নের মেট্রোরেল চালু হতে যাচ্ছে ২৮ ডিসেম্বর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উত্তরার দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও অংশের মেট্রোরেলের উদ্বোধন করবেন। ২৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে প্রথম চালু হতে যাচ্ছে ঢাকা মেট্রোরেলের এমআরটি লাইন-৬ এর প্রথম অংশ। এই মেট্রোরেলের ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি কিলোমিটার ৫ টাকা; সর্বনিম্ন ২০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১০০ টাকা। দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত প্রথম অংশের সর্বোচ্চ ভাড়া ৬০ টাকা। তাই মেট্রোরেলের ভাড়া ৫০ শতাংশ কমানোর দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি। গত ১৭ ডিসেম্বর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর রুনি হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন থেকে এই দাবি জানান সমিতির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী।

মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, যাত্রীসাধারণের মতামত ও কোনো প্রকার পর্যবেক্ষণ ছাড়া ঢাকার সিটিবাসের দ্বিগুণ হারে মেট্রোরেলের ভাড়া নির্ধারণ অযৌক্তিক ও গণবিরোধী। ঢাকা ও ভারতের কলকাতা শহরের আর্থ সামাজিক অবস্থা, মাথাপিছু আয় ও গড় জিডিপি আয় বিবেচনায় নিলে প্রায় সব সূচকে সমান অবস্থানে থাকলেও কলকাতার মেট্রোরেলের তুলনায় ঢাকার মেট্রোরেলে কিলোমিটার প্রতি ভাড়া দ্বিগুণ। ভাড়া ৪ গুণ বাড়তি নির্ধারণ করায় যাত্রীস্বার্থ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বেসরকারি লক্কড়-ঝক্কড় বাস কোম্পানিগুলো লাভবান হবে, সামর্থহীন যাত্রীসাধারণ মেট্রোরেল ব্যবহারের সক্ষমতা হারাবে। ফলে মেট্রোরেলে যাত্রী পরিবহনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হবে।

তিনি বলেন, ভারতের কলকাতায় মেট্রোরেলের ভাড়া সড়ক পরিবহনের তুলনায় সবচেয়ে কম, সেটা কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ তাদের ওয়েবসাইটে স্পষ্ট উল্লেখ করে রেখেছে। কলকাতায় মেট্রোরেলের সর্বনিম্ন ভাড়া ৫ রুপি বা ৬ টাকা। আর ঢাকায় মেট্রোরেলের সর্বনিম্ন ভাড়া ২০ টাকা। কলকাতায় মেট্রোরেলের সর্বোচ্চ ভাড়া ২৫ রুপি বা ৩১ টাকা। ঢাকায় মেট্রোরেলের সর্বোচ্চ ভাড়া ১০০ টাকা। কোলকাতায় ৫ রুপি বা ৬ টাকা দিয়ে ২ কিলোমিটার পর্যন্ত যাতায়াত করা যায়, ১০ রুপিতে ৫ কিলোমিটার, ১৫ রুপিতে ১০ কিলোমিটার, ২০ রুপিতে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত যাতায়াত করা যায়। ২০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের জন্য সর্বোচ্চ ২৫ রুপি বা ৩১ টাকা লাগে। বাংলাদেশে উত্তরা থেকে মতিঝিল ২০ কিলোমিটার পথে মেট্রোরেলের ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ টাকা; যা কলকাতার মেট্রোরেলের চেয়ে ৪ গুণ বেশি। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির মেট্রোতে একই দূরত্বে ৪০ রুপি বা ৫০ টাকা লাগে। যা ছুটির দিনে ৩০ রুপিতে নেমে আসে। দিল্লির মেট্রোতে ৩২ কিলোমিটার পথে ৬০ রুপিতে যাতায়াত করা যায়। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানের লাহোরে অরেঞ্জ লাইন মেট্রোরেলের সর্বনিম্ন ভাড়া পাকিস্তানি ২০ রুপি বা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৯ টাকা। ২৭ কিলোমিটার দূরত্বের জন্য সর্বোচ্চ ৪০ রুপি বা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৮ টাকা লাগে। লাহোরের মেট্রোতে প্রথম ৪ কিলোমিটার ২০ রুপি বা ৯ টাকা। ৫ কিলোমিটার থেকে ৮ কিলোমিটারের জন্য ২৫ রুপি বা ১১ টাকা, ৯ থেকে ১২ কিলোমিটারের জন্য ৩০ রুপি বা ১৪ টাকা লাগে। মোজাম্মেল হক চৌধুরী সম্প্রতি নির্মিত এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি মেট্রোরেলের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, কলকাতা ও দিল্লি মেট্রোরেলের নির্মাণ ব্যয় কম হওয়ায় এসব রেলে ভাড়াও কম। এ দুটি রেল নির্মাণে ঢাকা থেকে বহুগুণে কম ব্যয় হয়েছে। আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের পরিবর্তে কেন এত উচ্চমূল্যে মেট্রোরেল নির্মাণে খরচ হচ্ছে যাত্রীসাধারণ তা জানতে চায়। একদিকে মেগা প্রকল্পগুলোতে বেহিসাবি খরচ হচ্ছে, অন্যদিকে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ীরা ব্যাংকগুলো খালি করে দিচ্ছে। এর প্রতিটির মাসুল জনগণকে চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে।

জাম্পস্টার্ট মেডিকেল

বয়স্ক ও শিশুদের চিকিৎসা

ইন্টারন্যাল মেডিসিন সার্ভিসেস

প্রাইমারি কেয়ার
শারিরীক চেকআপ, সর্দি জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা, এলার্জি, মাইগ্রেন, ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেসার, হাই কোলেস্টেরল, শিশুরোগ চিকিৎসা।

মহিলাদের স্বাস্থ্য
বিভিন্ন ধরণের স্ত্রী রোগ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, মা ও প্রসূতির চিকিৎসা।

মানসিক স্বাস্থ্য
দু:শ্চিন্তা, বিষন্নতা, অনিদ্রার চিকিৎসা। রয়েছে টেলিমেডিসিনের ব্যবস্থা।

চর্মরোগ চিকিৎসা

ডা. সেলিনা ইসলাম এম, ডি

যোগাযোগ করুন : Tel: 917-932-2315

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, এটি বিভিন্ন সুবিধাসহ একটি উন্নত ক্লিনিক। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিসেবা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের যোগ্য ডাক্তাররা নামকরা হাসপাতাল নিউইয়র্ক প্রেসবিটারিয়ান এবং এলআইজে নর্থশোর হাসপাতাল থেকে এসেছেন।

JUMPSTART MEDICAL

142-42 Booth Memorial Ave., Flushing, NY-11355

www.weeklybangladeshusa.com

NOW OPEN! NEW LOCATION IN THE HEART OF QUEENS!

164-19 Hillside Avenue. Jamaica Hills, New York 11432

Did You Know You Can Purchase A Home With 96.6% Financing?

We Provide Plenty Of Loan Options, So Get PreQualified With Jet Direct Mortgage First Before You Start Your House Hunting!

MOHAMMED FAHIM JAN
Branch Manager NMLS# 21812
Office: 718.521.6870
Cell: 516.348.3428
M.Fahim@JetDirectMortgage.com
JetDirectMortgage.com/Jan

THE POWER OF YOUR MORTGAGE IN YOUR HANDS!
GET JET DIRECT MOBILE!
Google Play App Store

No Income Check
No Tax Return Needed
Up to 75%
Purchase
Or Refinance

Jet Direct Mortgage

184-18 Hillside Avenue, Suite 1 | Jamaica | New York | 11432
JetDirectMortgage.com | NMLS: 3542 | Branch NMLS: 2344332

In addition, Jet Direct Mortgage serves the mortgage and home refinance needs of clients in the following areas: Jet Direct Mortgage © 2022. All Rights Reserved. Alabama Consumer Credit License - License/Registration #22632; Connecticut Mortgage Lender License #20333; Delaware Lender License - License/Registration #032943; District of Columbia: Licensed by the District of Columbia Department of Insurance, Securities, and Banking - Company License # ML03542; Florida Mortgage Lender Servicer License #ML3367; Licensed by the Georgia Department of Banking and Finance Company License Company - License #64345; Maine Supervised Lender License No. SLM525; Maryland Mortgage Lender License #17365; MA Mortgage Lender License #ML3542; Michigan 1st Mortgage Broker/Lender/Servicer Registrant #FL1003157O3; Licensed Residential Mortgage Lender NJ Dept of Banking & Insurance #3542; – NMLS#3542; North Carolina Mortgage Lender License L-180193; Lender / Servicer License MLS-3542; Tennessee Mortgage License - License/Registration #17365; Texas – SML Mortgage Banker Registration; Washington Department of Financial Institutions; Consumer Loan Company License CL-3542.

BBB ACCREDITED BUSINESS
EQUAL HOUSING LENDER

PAAK FUNERAL HOME

পাক ফিউনারেল হোম

নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি ও কানেকটিকাটে

প্রথম লাইসেন্সপ্রাপ্ত সবচেয়ে সাশ্রয়ী একক মুসলিম ফিউনারেল হোম সার্ভিসেস

আগে থেকে প্রয়োজনীয় ইন্স্যুরেন্স থাকলে ফিউনারেল খরচ লাগবে না

পবিত্র কোরআন ও সহিহ হাদিস অনুযায়ী মুসলিম কমিউনিটির সেবায় নিয়োজিত

২৪ ঘণ্টা/সপ্তাহে ৭ দিন-বছরে ৩৬৫ দিন

যোগাযোগ করুন: 718 418 7225

আপনার সবধরণের ফিউনারেল ব্যবস্থাপনার জন্য

5834 CATALPA AVE # A,
RIDGEWOOD , NY 11385
(718) 418-7225

341 WASHINGTON ROAD
SAYREVILLE, NJ 08872
(732) 387-5155

www.weeklybangladeshusa.com

বাংলাদেশের বিজয়ের ৫১ বছর পূর্তি

দেশ ও প্রবাসের সবাইকে

শুভেচ্ছা

Khalil Biryani House

খলিল বিরিয়ানি হাউজ

গুণগত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশনের অঙ্গীকার

মো. খলিলুর হমান
শেফ/সিইও

Khalil Biryani House
1445 Olmstead Ave.
Bronx, NY 10462
Tel: 646-763-5073

Khalil Halal Chinise
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Tel: 646-763-5073

Khalil Super Market
1455 Unionport Rd,
Bronx, NY 10462
(718) 521-9993

Khalil Biriyani House
167-20 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
(929) 608-0221

Email: khalilbiryani@gmail.com, www.khalilbiryani.com

www.weeklybangladeshusa.com

নূতন রূপে বাহারি সব বাংলাদেশি খাবারের আয়োজন
Khalil's Food
খলিল'স ফুড
বিয়ে, জন্মদিন ,সকল আয়োজন এ ৫০০-২০০০ অতিথির কাটারীং করি
khalilsfood.com
Khalil Biryani House 718.409.6840
Khalil Halal Chinese 646.763.5073
Khalil Pizza & Grill 718.577.7997
Khalil Supermarket 718.521.9993
খলিলুর রহমান
CEO, Khalils Food
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

www.weeklybangladeshusa.com

Mannan

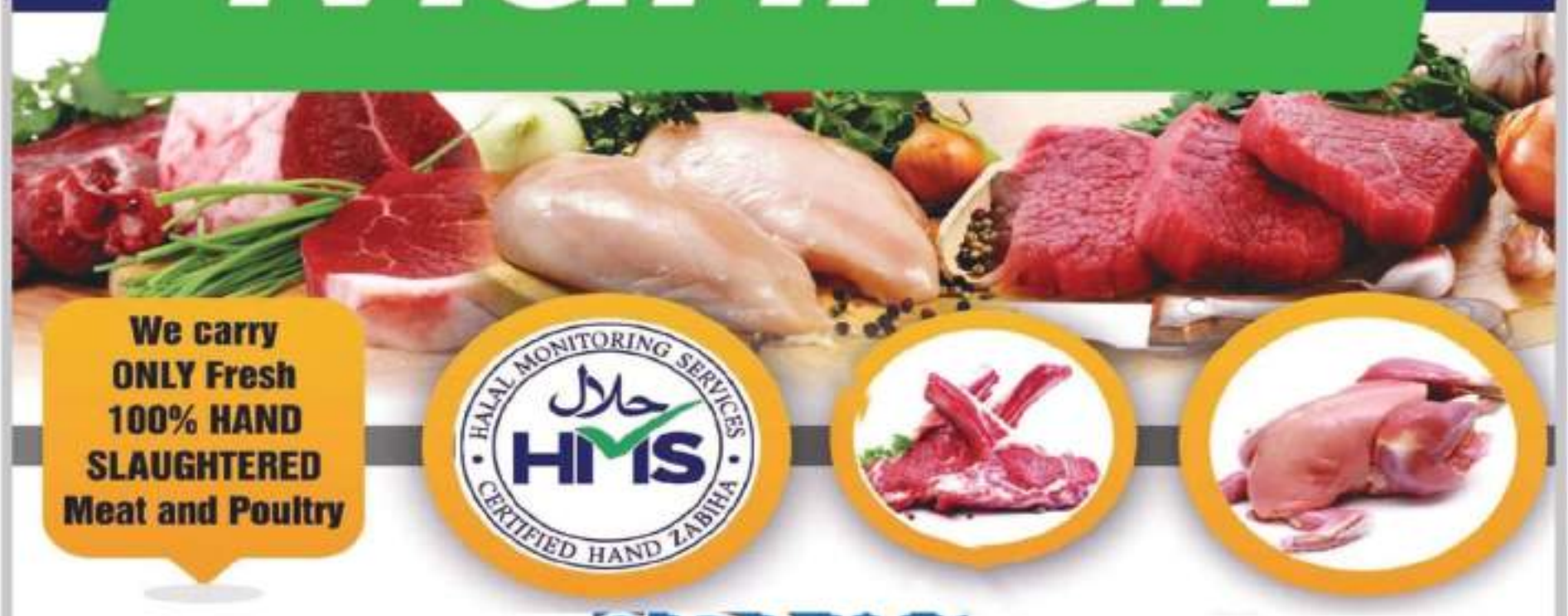

We carry
ONLY Fresh
100% HAND
SLAUGHTERED
Meat and Poultry

HALAL MONITORING SERVICES · حلال HMS · CERTIFIED HAND ZABIHA

SBNY
Shariah Board New York

NOW OFFICIALLY CERTIFIED BY HMS (HALAL MONITORING SERVICES)
A SERVICE OF SHARIAH BOARD OF AMERICA

এখন আনুষ্ঠানিকভাবে এইচএমএস (হালাল মনিটরিং সার্ভিসেস) দ্বারা প্রত্যয়িত
আমেরিকার শরিয়াহ বোর্ডের একটি পরিষেবা

SUPERMARKET 24 7 DAYS OPEN

HMS certified means:

- Properly hand slaughtered by Muslim
- Bismillah on each animal
- No machine slaughtered meat
- Random, unannounced inspections are conducted frequently by scholars
- Business premises, invoices, merchandises, sales/production records, fridges, etc are inspected to guarantee no mixing with non-halal
- Ingredients and processes of all products/menu items are fully inspected to ensure purely halal
- The whole chain of supply is monitored, from the slaughterhouse to the supplier to the store

এইচএমএস(HMS) প্রত্যয়িত মানে:

- সঠিকভাবে মুসলমানের হাতে জবাই করা।
- প্রতিটি প্রাণীর জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ্ বলা।
- মেশিনের মাধ্যমে জবাই না করা।
- প্রায়ই পরিদর্শক দ্বারা আকস্মিক ও অঘোষিত পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়।
- ব্যবসায়িক স্থান, চালান, পণ্যদ্রব্য, বিক্রয়/উৎপাদন রেকর্ড, ফ্রিজ, ইত্যাদি পরিদর্শন করা হয় যাতে হারাম পন্যের সাথে হালাল পন্য মেশানো না হয়।
- সম্পূর্ণরূপে হালাল নিশ্চিত করতে সমস্ত পণ্য/মেনু আইটেমগুলির উপাদান এবং প্রক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিদর্শন করা হয়।
- কসাইখানা, সরবরাহকারী থেকে শুরু করে দোকান পর্যন্ত সরবরাহের পুরো চেইনটি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

ALL LOCATIONS !!!:

Mannan Halal Supermarket
37-19 73rd St.
Jackson Heights, NY 11372
(718) 255-1137

Mannan Bakery
71-14 35th Ave.
Jackson Heights, NY 11372
718-424-0262

Mannan Bakery
167-15 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
718-374-3679

Mannan Supermarket
166-11 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
718-657-4585

Mannan Halal Supermarket
75-19 101st Ave.
Ozone Park, NY 11416
718-848-0895

Mannan Sweets & Restaurant
75-13 101st Ave.
Ozone Park, NY 11416
718-480-6880

Email: mannancustomercare@gmail.com

Follow us on: @mannanusa @mannanusa

PLEASE COME VISIT OUR STORES AND LET US SERVE YOU

www.weeklybangladeshusa.com

দিনাজপুর জেলা সমিতির অভিষেক ও বিজয় দিবস উদযাপন

(শেষ পাতার পর)

অভিষেক ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। এ সময় সমিতির নতুন কার্যকরী কমিটির সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও উপদেষ্টা ড. রুহুল কুদ্দুস। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সুচনা হয় অনুষ্ঠানের। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন সংগঠনের শিল্পী-রা। মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

সাবেক উপদেষ্টা ড. রুহুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে ও নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. আব্দুর রশিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইশতিয়াক হোসেন। দিনাজপুর জেলা সমিতির নব নির্বাচিত সভাপতি মোঃ মোশাররফ হোসেন স্বাগত বক্তব্য দেন। তিনি তার বক্তব্যে আগামী দিনে এ সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয় নিয়ে তার মতামত ব্যক্ত করেন। এ জন্য দিনাজপুরের সকল প্রবাসীদের তিনি সহযোগিতা কামন করেন। তিনি আরও বলেন শুভাকাঙ্খী ও পৃষ্ঠপোষকদের সহযোগিতা ছাড়া কোন সংগঠনেই অগ্রগতির পথে যেতে পারে না। সকল প্রকার মতানৈক্য ভুলে উদার মনে নতুন কমিটিকে সযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সকলকে আহবান জানান। এ সময় তিনি তার নিজ জন্মস্থান দিনাজপুরের হিলিতে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বর্বোরোচিত নির্যাতনসহ নানা কর্মকান্ডের স্মৃতিচারণ করেন।

নব নির্বাচিত সা. সম্পাদক অ্যাড. মোঃ আব্দুর রশিদ তার বক্তব্যে বলেন, প্রবাসে আমরা দিনাজপুর জেলার *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

www.weeklybangladeshusa.com

কেনেডি হত্যার হাজারো অসম্পাদিত নথি প্রকাশ

বাংলাদেশ ডেস্ক : হোয়াইট হাউস প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি হত্যার হাজারো নথি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে। প্রায় ১৩ হাজার ১৭৩টি নথি অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। হোয়াইট হাউস বলছে, সংগ্রহে থাকা নথিপত্রের ৯৭ শতাংশই এখন চাইলেই যে কেউ দেখতে পারবেন। খবর বিবিসির এসব কাগজপত্র থেকে বড় ধরনের কোনো কিছু উদ্ঘাটিত হবে বলে আশা করা হয় না। তবে ইতিহাসবিদেরা কথিত গুপ্তঘাতক সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী। ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর টেক্সাসের ডালাস সফরের সময় কেনেডিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৯৯২ সালের এক আইন অনুযায়ী, ২০১৭ অক্টোবরের মধ্যে এই গুপ্তহত্যার সব নথি প্রকাশের বাধ্যবাধকতা ছিল। সবশেষ এই নথি প্রকাশের অনুমোদন দিয়ে গত ১৫ ডিসেম্বর একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তবে তিনি বলেন, কিছু নথি ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত অপ্রকাশিতই থাকবে। ইউএস ন্যাশনাল আর্কাইভস বলেছে, ৫১৫টি নথি পুরোপুরি অপ্রকাশিত থাকবে। আরও ২ হাজার ৫৪৫টি নথি আংশিক অপ্রকাশিত থাকবে।

১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ারেন কমিশনের তদন্তে বলা হয়, কেনেডিকে হত্যা করেছিলেন লি হার্ভে অসওয়াল্ড। তিনি একজন মার্কিন নাগরিক। তিনি আগে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকতেন। অসওয়াল্ড একাই হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছেন। গ্রেপ্তারের দুই দিন পর ডালাস পুলিশ সদর দপ্তরের বেসমেন্টে খুন হন অসওয়াল্ড। কেনেডি হত্যাকাণ্ড কয়েক দশকের ষড়যন্ত্র তত্ত্বের জন্ম দেয়। তবে গত ১৫ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) বলেছে, অসওয়াল্ডের সঙ্গে তাদের 'কখনো যোগাযোগ ছিল না'। মার্কিন তদন্তকারীদের কাছ তাঁর সম্পর্কে তথ্যও সংস্থাটি গোপন করেনি। কেনেডি হত্যার ঘটনা নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করে আসা শিক্ষাবিদ ও তাত্ত্বিকেরা আশা করেছিলেন, সবশেষ নথি প্রকাশের ফলে মেক্সিকো সিটিতে অসওয়াল্ডের কার্যকলাপ সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া যাবে। সেখানে তিনি ১৯৬৩ সালের অক্টোবরে একজন সোভিয়েত কেজিবি (গোয়েন্দা সংস্থা) অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তবে সবশেষ বিবৃতিতে সিআইএ বলেছে, তাদের কাছে থাকা অসওয়াল্ডের মেক্সিকো সিটি ভ্রমণ সম্পর্কিত সব তথ্য আগেই প্রকাশ করা হয়েছিল। ওই বিষয়ে ২০২২ সালে প্রকাশিত নথিতে নতুন কোনো তথ্য নেই। অলাভজনক প্রতিষ্ঠান মেরি ফেরেল ফাউন্ডেশনের গবেষকেরা এ-সংক্রান্ত নথি প্রকাশের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেন। তাঁরা বলেন, অসওয়াল্ডের মেক্সিকো থাকাকালীন সময়ের তথ্য প্রকাশ করছে না সিআইএ। সংস্থাটি বলেছে, সিআইএ'র কিছু নথি কখনোই আর্কাইভে জমা দেওয়া হয়নি। তাই প্রকাশিত নথির এই ব্যাচে সেগুলো ছিল না। নতুন প্রকাশিত এক নথিতে দেখা যায়, মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের সহায়তায় মেক্সিকোয় সোভিয়েত দূতাবাসে একটি ওয়্যারটেপ (গোয়েন্দা কাজে ব্যবহৃত শ্রবণ যন্ত্র) বসিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। বিষয়টি মেক্সিকো সরকারের অন্য কর্মকর্তারা জানতেন না। আগের প্রকাশিত নথির সংস্করণে বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছিল। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনও এ-সংক্রান্ত কয়েক হাজার পৃষ্ঠার নথি প্রকাশ করেছিল। তবে জাতীয় নিরাপত্তার কথা বলে বাকি নথিগুলো প্রকাশ করেনি। ২০২১ সালের অক্টোবরে বাইডেন ১ হাজার ৫০০ নথি প্রকাশ করেন। তবে বাকি নথিগুলো গোপন রাখার কথা বলেছিলেন তিনি।

রোহিঙ্গা নিয়ে দায়িত্ব বিশ্ব মোড়লদেরও

কক্সবাজার : রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন বলেছেন, 'আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্ব মোড়লদেরও দায়িত্ব আছে। আমরা তাদের বলেছি, রাখাইনে যেখানে রোহিঙ্গারা ছিল, সেখানে আপনারা

নিরাপদ জোন তৈরি করুন। আপানারা চাইলে পারবেন। কিন্তু উনারা মুখে বলেন কিন্তু কাজে সেটা করেন না। তাদের আন্তরিকতায় কিছুটা ঘাটতি আছে।' গত ১৮ ডিসেম্বর সকালে সিলেট নগরীর ধোপাদিঘিরপাড়ে হাফিজ কমপ্লেক্সে 'আল খায়ের ফাউন্ডেশনের' উদ্যোগে সুবিধাবঞ্চিতদের মধ্যে হুইল চেয়ার ও সেলাই মেশিন বিতরণ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'রোহিঙ্গারা বিভিন্ন সময় আমাদের দেশে এসেছে। সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশকে এসেছে। পরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মিয়ানমার সরকার তাদের ফেরতও নিয়ে গেছে। এবারের সংখ্যাটা অনেক বেশি, একেবারে ১১ লাখ। তবে তারা (মিয়ানমার) কখনোই বলেনি যে, এদের নেবে না। আমরা তাদের বলেছি, তোমরা নিয়ে যাও। তারা বলছে, নেব। আমরা বলেছি, এদের নিয়ে তোমরা নিরাপত্তা দাও। তারা বলেছে, দেবে। আমরা বলেছি, তোমাদের দেশে এরা যাতে স্বেচ্ছায় যেতে চায়, যেতে পারে, সে ব্যবস্থা করো। তারা বলেছে, করব। মিয়নামার সবকিছুতেই রাজি। কিন্তু পাঁচ বছর পার হয়ে গেলেও একজনকেও তারা ফিরিয়ে নেয়নি। আসলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের আন্তরিকতার অভাব। তবে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, বিভিন্নভাবে চেষ্টা চলছে, দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয়, বহুপক্ষীয়ভাবে চেষ্টা চলছে। আমরা কোর্টেও গেছি।' এ সময় মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন সিলেট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন খান, মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, যুগ্ম-সম্পাদক আজাদুর রহমান আজাদ প্রমুখ।

তাজা হচ্ছে বিএনপির পুরনো দুর্নীতি মামলা

ঢাকা : দুর্নীতির অভিযোগে বিএনপির শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অনেক পুরনো মামলা সচল হচ্ছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এক দশক ধরে স্থগিত থাকা কিছু মামলার বিচারকাজ চালিয়ে যাওয়ার আদেশও দিয়েছেন আদালত। বিএনপির অভিযোগ, সংসদ নির্বাচনের আগে তাদের আন্দোলন দমন করতে দুদককে হাতিয়ার বানিয়ে সরকার এসব মামলা সচল করার উদ্যোগ নিয়েছে। তবে দুদকের ভাষ্য, মামলাগুলো প্রশ্নবিদ্ধ করতে বিএনপি এসব অভিযোগ তুলছে। পুরনো মামলাগুলোয় আসামির তালিকায় থাকা বিএনপির শীর্ষ নেতাদের মধ্যে রয়েছেন- স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বরচন্দ্র রায়, মির্জা আব্বাস, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, সাবেক উপমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু, ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি আমান উল্লাহ আমান এবং বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক। অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে গয়েশ্বরচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে দুদকের করা একটি মামলার কার্যক্রম ১২ বছর ধরে স্থগিত ছিল। গত ৩ নভেম্বর এ স্থগিতাদেশের বিষয়ে জারি করা রুল খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ আদেশের ফলে বিচারিক আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলার বিচার কাজ চলতে বাধা নেই।

২০০৯ সালের ৫ জানুয়ারি রাজধানীর রমনা থানায় এ মামলা হয়। এতে তার বিরুদ্ধে ২ কোটি ৮৬ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়। অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি মামলা বাতিলের আদেন খারিজ করে গত ২৫ অক্টোবর আদেশ দেন আপিল বিভাগ। ২০০৭ সালের ১৬ আগস্ট রমনা থানায় দুদক এ মামলা করে। মামলায় তার বিরুদ্ধে ৫ কোটি ৯৭ লাখ ১৩ হাজার ২৩৪ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও ৩৩ লাখ ৪৮ হাজার ৫৮১ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়। ওই সময় মামলাটি বাতিল চেয়ে উচ্চ আদালতে আবেদন করেছিলেন মির্জা আব্বাস। ওই আবেদন শুনানি শেষে মামলার কার্যক্রম স্থগিত করে দেন হাইকোর্ট। এরপর তা সর্বোচ্চ আদালত আপিল বিভাগেও যায় আবেদনটি। সম্প্রতি দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মামলার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে আদেশ দিল আপিল বিভাগ। অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে আসাদুল হাবিব দুলুর বিরুদ্ধে মামলা বাতিল প্রশ্নে জারি করা রুল গত ৭ নভেম্বর খারিজ করেছেন হাইকোর্ট। বিচারিক আদালতকে এক বছরের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তির নির্দেশও দিয়েছেন। ২০০৯ সালের ২১ জানুয়ারি লালমনিরহাট থানায় বিএনপির দুলুর বিরুদ্ধে মামলাটি করে দুদক। মামলায় তার বিরুদ্ধে ১ কোটি ৬১ লাখ ৮ হাজার ৩৭৩ টাকা অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়। এরপর একই বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর এ মামলায় অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। পরে মামলা বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেন দুলু। ওই আবেদনের শুনানি নিয়ে ২০১০ সালের ২৫ আগস্ট মামলার ওপর স্থগিতাদেশ দিয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর সাজার বিরুদ্ধে আপিল শুনানি শুরু হয়েছে। গত ২৩ নভেম্বর বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ আপিল শুনানির আদেশ দিয়েছেন। ২০০৭ সালের মার্চ মাসে সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী টুকুর বিরুদ্ধে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানায় ৪ কোটি ৯৬ লাখ ১১ হাজার ৯১৬ টাকার অবৈধ সম্পদ ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে মামলাটি করেছিল দুদক। পরে একই বছরের ২৮ জুন আদালতে এ মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। এরপর ওই বছরের ১৫ নভেম্বর রায়ে টুকুকে ৯ বছরের কারাদ- দেন বিচারিক আদালত। ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলে ২০১১ সালের ১৫ জুন তাকে খালাস দেন হাইকোর্ট। দুদকের মামলায় বিএনপির ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি আমান উল্লাহ আমানের খালাসের রায় বাতিল করে হাইকোর্টে আপিলের পুনঃশুনানি শুরু হয়েছে। গত ১৩ নভেম্বর বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট পুনঃশুনানির এ আদেশ দেন।

সম্পদের হিসাব না দেওয়ার অভিযোগে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদীন ফারুকের বিরুদ্ধে দুদকের করা মামলা উচ্চ আদালতের আদেশে ২২ বছর ধরে স্থগিত ছিল। এ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার চেয়ে সম্প্রতি দুদক আবেদন করে। গত ২১ নভেম্বর বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ দুদকের আবেদনের ওপর শুনানির আদেশ দেন। বিএনপির আইনবিষয়ক উপদেষ্টা ও সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী কায়সার কামালের অভিযোগ, বিএনপির শতাধিক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা সচল করতে হঠাৎ করে দুদক উচ্চ আদালতে আবেদন করেছে। তিনি বলেন, 'দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকার রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। তারই অংশ হিসেবে বর্তমানে হঠাৎ করে মামলাগুলো শুনানির জন্য আয়োজন করছে।' দুদকের আইনজীবী মো. খুরশীদ আলম খান বলেন, 'তাদের এই জিনিসটা টোটালি পলিটিক্যাল মোটিভেটেড স্টেটমেন্ট। দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলাগুলো প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য তারা এ কাজটি করেন।' কায়সার কামাল বলেন, 'দেশের সর্বসাধারণ বিশ্বাস করে, দুর্নীতি দমন কমিশন বিএনপি দমন কমিশনে পরিণত হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, যদি আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে, তা হলে কোনো মামলাতেই বিএনপির কোনো নেতা অভিযুক্ত হবেন না।' দুদকের আইনজীবী খুরশীদ আলম খান বলেন, 'যেসব মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে, সেগুলো চার বছরের বেশি সময় ধরে হাইকোর্টের লিস্টে ছিল। আমান উল্লাহ আমান, ইকবাল হাসান টুকুর মামলার বিষয়ে বছর খানেক ধরে শুনানি হচ্ছে। দুর্নীতি দমন কমিশন অনেক কষ্টে এই মামলাগুলো শুনানি করতে সমর্থ হয়েছে। দীর্ঘ চার থেকে পাঁচ বছরের সাধনার পর।'

ঢাকায় গণমিছিল পিছিয়ে ৩০ ডিসেম্বর দিল বিএনপি

ঢাকা : আওয়ামী লীগের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আগামী ২৪ ডিসেম্বরের যুগপৎ আন্দোলনের প্রথম কর্মসূচি গণমিছিল পিছিয়েছে বিএনপি। আগামী ৩০ ডিসেম্বর ঢাকা মহানগরে গণমিছিল করবে দলটি। ঢাকা ছাড়া দেশের অন্যান্য জেলা ও মহানগরে ২৪ ডিসেম্বরই কর্মসূচি পালন করা হবে। গত ১৭ ডিসেম্বর বিকেলে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান পরিবর্তিত কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ২৪ ডিসেম্বর রাজধানীতে আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে। ১০ ডিসেম্বর গোলাপবাগের সমাবেশ থেকে বিএনপি ২৪ ডিসেম্বর গণমিছিলের কর্মসূচি দেওয়ার পর আওয়ামী লীগ থেকে ওই দিনের কর্মসূচি প্রত্যাহারের আহবান জানানো হয়। পরে বিএনপির স্থায়ী কমিটি কর্মসূচির তারিখ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, বিএনপি সংঘাত চায় না। তাই শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংকট নিরসন এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের আহ্বানে ২৪ ডিসেম্বরের কর্মসূচি পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। তিনি বলেন, ৩০ ডিসেম্বরও সর্বোত্তম একটা দিন। সবচেয়ে ভালো বিকল্প। কারণ ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর দিনের ভোট রাতে করে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এই দিনের কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে জনগণকে ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান, যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুস সালাম আজাদ, ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপির পাঁচ শূন্য আসনে ভোট ১ ফেব্রুয়ারি

ঢাকা : বিএনপির সংসদ সদস্যদের পদত্যাগের কারণে শূন্য হওয়া ছয়টি আসনের মধ্যে পাঁচ সংসদীয় আসনে ১ ফেব্রুয়ারি ভোটের তারিখ রেখে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। গত ১৮ ডিসেম্বর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে কমিশন সভায় এ তফসিল চূড়ান্ত করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল সভায় সভাপতিত্ব করেন। নির্বাচন কমিশন সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, ঠাকুরগাঁও-৩, বগুড়া-৪, বগুড়া-৬, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের উপনির্বাচনে ১ ফেব্রুয়ারি বুধবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে। উপনির্বাচনে প্রার্থী হতে আগ্রহীরা ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন। ৮ জানুয়ারি বাছাইয়ের পর ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে। ১ ফেব্রুয়ারি ভোট নেওয়া হবে ইভিএমে। ভোট পর্যবেক্ষণে সিসি ক্যামেরা থাকবে কি না, সে বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত হবে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব। গত ১০ ডিসেম্বর ঢাকার গোলাপবাগের সমাবেশে বিএনপির সংসদ সদস্যরা পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার পরদিন তারা সংসদ ভবনে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর দফতরে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন। পরে ছয়জনের আসন শূন্য ঘোষণা করে গত ১১ ডিসেম্বর রাতেই গেজেট প্রকাশ করে সংসদ সচিবালয়। এ ছয়জন হলেন : জাহিদুর রহমান, মো. মোশারফ হোসেন, জি এম সিরাজ, মো. আমিনুল ইসলাম, আবদুস সাত্তার ভূঞা ও রুমিন ফারহানা।

তাদের মধ্যে প্রথম পাঁচজনের ছেড়ে যাওয়া আসনে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হলো। রুমিন ফারহানা-র পদত্যাগে শূন্য হওয়া সংরক্ষিত নারী আসনে (মহিলা আসন-৫০) ভোট তারিখ এই পাঁচ আসনের ফয়সালা হওয়ার পর ঘোষণা করা হবে বলে জানান নির্বাচন কমিশন সচিব। আসন শূন্য ঘোষণার ৯০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আসনে উপনির্বাচন করার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। এদিকে বিএনপির ওই ছয় সংসদ সদস্যের সঙ্গে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের মো. হারুনুর রশীদের পদত্যাগপত্রও স্পিকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্ক্যান করা সই ও ই-মেইলে পাঠানো ওই পদত্যাগপত্র 'স্বাক্ষরযুক্ত' বিবেচিত না হওয়ায় তাকে আবার জমা দিতে হবে। তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরে নিজের স্বাক্ষরে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন বলে বিএনপির পদত্যাগীরা জানিয়েছেন। রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার : ঠাকুরগাঁও-৩ আসনের উপনির্বাচনের রংপুর আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, বগুড়া-৪ ও বগুড়া-৬ আসনে বগুড়া জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনে রাজশাহী আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া ঠাকুরগাঁও-৩ আসনের উপনির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা নির্বাচন অফিসার ঠাকুরগাঁও, উপজেলা নির্বাচন অফিসার পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও। বগুড়া-৪ আসনের উপনির্বাচনে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নন্দীগ্রাম ও কাহালুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে। বগুড়া-৬ আসনের উপনির্বাচনে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বগুড়ার সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসারকে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে উপনির্বাচনে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা নির্বাচন অফিসার ও আশুগঞ্জ উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনে উপনির্বাচনে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা নির্বাচন অফিসার এবং ভোলাহাট ও নাচোল উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

www.weeklybangladeshusa.com

বিদায় কাতার, স্বাগত আমেরিকা

স্পোর্টস ডেস্ক : এক দশক আগে যখন বিশ্বকাপের স্বাগতিক স্বত্ব পেয়েছিল কাতার। মধ্যপাচ্য ও আরব দেশটিকে টুর্নামেন্ট আয়োজনের সুযোগ দেওয়া নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। এমনকি মহাযজ্ঞ শুরুর লগ্নেও সমালোচনার ঝড় থামেনি। নিন্দুকদের জবাবটা কি দারুণভাবেই না দিয়েছে কাতার। তাদের আতিথেয়তায় ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এতটাই মুগ্ধ হয়েছেন যে, কাতারে আয়োজিত টুর্নামেন্টকে ইতিহাসের সবচেয়ে সফল বিশ্বকাপ বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইনফান্তিনোর এমন প্রশংসা অবশ্য অমূলক নয়। ছোট্ট একটি দেশের কাঁধে বিশ্বকাপ আয়োজনের বিশাল যে বোঝা ছিল তা দারুণভাবেই বহন করেছে। সফল, সুন্দর ও মনে রাখার মতো একটি বিশ্বকাপ উপহার দিয়েছে কাতার। গত ১৮ ডিসেম্বর রোমাঞ্চকর এ টুর্নামেন্টের পর্দা নেমেছে। শেষ হয়ে গেল আরও একটি বিশ্বকাপ। অপেক্ষা এখন ২৩তম বিশ্বকাপের। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের স্বাগতিক অবশ্য একক কোনো দল নয়। আমেরিকা মহাদেশের তিনটি দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে আয়োজন করবে বিশ্বকাপের ২৩তম আসর। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা সব সমর্থক যেন ভালোভাবে বিশ্বকাপ উপভোগ করতে পারেন তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে কাতার সরকার। পর্যটকদের জন্য মেট্রো রেল, গণপরিবহন উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে গ্যালারিতে উপস্থিত থাকা দর্শকদের বিশেষ উপহার দিয়েছে কাতার।

কেবল বাইরের আতিথেয়তাই নয়, মাঠের লড়াইও উপহার দিয়েছে থ্রিলার। গ্রুপপর্ব থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্ট উপহার দিয়েছে রেণু ছড়ানো উত্তেজনা। এ বিশ্বকাপ দিয়েই কমে এসেছে ছোট-বড় দলের দূরত্ব। আফ্রিকান দলগুলো দাপট দেখিয়েছে। চমক দেখিয়েছে এশিয়া মহাদেশের দলগুলোও। এ দুটি দেশ মিলে ল্যাটিন আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান মহাদেশের দলগুলোর সঙ্গে টেক্কা দিয়ে লড়াই করে গেছে। যা বিশ্বকাপের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ। সব মিলিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে সফল এবং রোমাঞ্চকর আসরই বলতে হচ্ছে কাতারের আয়োজনের। সোয়া দুশ বিলিয়ন ডলার যে কাতার এমনি এমনি করেনি সেটাও তারা বুঝিয়ে দিয়েছে ভালোভাবে। এই বিশ্বকাপ হচ্ছে ৩২ দলের। ২০২৬ আসর থেকে টুর্নামেন্টে বাড়ানো হচ্ছে দলের সংখ্যা। ওই আসরে অংশ নেওয়া দলের সংখ্যা দলে উন্নীত করার পরিকল্পনা ছিল ফিফা। কিন্তু কাতারের সফল আয়োজনের পর পরবর্তী বিশ্বকাপ নিয়ে আরেকবার ভাবনার কথা জানিয়েছেন ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো। গত ১৬ ডিসেম্বর রাতে তিনি বলেছেন, 'কাতারে গ্রুপে প্রতিটি দল অবিশ্বাস্য খেলেছে। এমনকি প্রতিটি গ্রুপের শেষ ম্যাচের শেষ মিনিট পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি শেষ ষোলোতে কে যাচ্ছে।' কাতার বিশ্বকাপে গ্রুপের শেষ ম্যাচগুলো প্রায় প্রতিটিই ছিল এক একটি ফাইনালের মতো। যেখানে দলগুলো নকআউট পর্বে উঠতে মরিয়া ছিল। এখানেই বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় সফলতা। কারণ ওই ম্যাচগুলো ছিল দারুণ উত্তেজনায় ঠাসা এবং উপভোগ্য। ফিফা সভাপতি এমনটিই মনে করছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের পরের বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবতে হবে। নয়তো দলগুলোর ফরম্যাট নিয়ে অন্তত আলোচনা করতে হবে; যা পরবর্তী সভার আলোচ্যসূচিতে থাকবে।' ৩২ দলের বিশ্বকাপ চালু হয় ১৯৯৮ সাল থেকে। প্রতিটি গ্রুপে চারটি দল। আট গ্রুপের থেকে নকআউট পর্বে যেতে পারে ১৬টি দল। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুই দল নিশ্চিত করে পরবর্তী রাউন্ড। সামনের আসর থেকে পাল্টাতে পারে টুর্নামেন্টের ফরম্যাটে। ৪৮ দলের বিশ্বকাপ হলে গ্রুপে তিনটি করে দল নিয়ে ১৬ গ্রুপে ভাগ করা হবে। যার তিনটির মধ্যে একটি বিদায় নেবে গ্রুপ পর্ব থেকে। অন্য দুটি দল যাবে পরের রাউন্ডে। বহুল আলোচিত বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে। টুর্নামেন্টের শিরোপা কার হাতে উঠেছে পাঠক এতক্ষণে জেনে গেছেন নিশ্চয়ই। বহু রঙ ছড়ানো বিশ্বকাপের রোমাঞ্চ শেষ হয়েছে। থেমেছে ফুটবল-জ্বর। ঠিক সাড়ে তিন বছর পর আবারও বিশ্ব কেঁপে উঠবে। বিশ্বকাপ-জ্বরে কাঁপবে গোটা দুনিয়া। বিশ্বকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতিও ইতোমধ্যে শুরু করে দিয়েছে স্বাগতিক তিন দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো।

বিশ্বকাপে যত অঘটন

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বকাপে অন্যতম ফেভারিট হিসাবে শুরু করা আর্জেন্টিনা প্রথম ম্যাচেই হেরে যায় সৌদি আরবের কাছে। হতবাক করা অঘটন। শুধু কাতার নয়, এটা বিশ্বকাপের ইতিহাসে অন্যতম বড় অঘটনও। কাতারে ইতিহাস রচনা করেছে তিউনিশিয়া। বিশ্বসেরা ফ্রান্সকে হারিয়ে অবিশ্বাস্য জয় পায় তারা। বিশ্বকাপে অঘটনগুলোই উন্মাদনা বাড়িয়ে দেয়। স্নায়ুচাপ, উত্তেজনা, কথার লড়াই কিংবা হতাশা চেপে বসে অঘটনের ফলেই। কাতারে বিশ্বকাপ আয়োজনই এবার অনেকের কাছে ছিল বিস্ময়ের। মরুর বুকে বিশ্বকাপ আয়োজন। উদ্বোধনের পরও হয়েছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। বিশ্বকাপ শুরুর নিয়মিত সময় বদলে শীতকালে আয়োজনসহ অনেকের কাছে বিস্ময়ের বটে। শুরুতেই যেখানে আয়োজন নিয়ে সমালোচনা, সেখানে ঘটনাবহুল বিশ্বকাপ হওয়াই যেন প্রত্যাশা। আগের সব আসরকে ছাপিয়ে এবার যেন অঘটনের ঝাঁপি নিয়ে বসেছিল। কাতার বিশ্বকাপকে ইতোমধ্যেই অঘটনের বিশ্বকাপ হিসাবে দাগিয়ে দিয়েছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। শুরু থেকেই একের পর এক অঘটনের সাক্ষী ফুটবল বিশ্ব।

সৌদি আরবের কাছে হার আর্জেন্টিনার : বিশ্বকাপের প্রথম অঘটন সৌদি আরবের কাছে আর্জেন্টিনার হার। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকার পরও সেই ম্যাচ ২-১ গোলে জিতে নেয় সৌদি আরব। টানা ৩৬ ম্যাচ অপরাজিত থেকে বিশ্বকাপে এসেছিল আর্জেন্টিনা। সৌদি আরবের বিপক্ষে হারের আগে তারা সর্বশেষ ২০১৯ সালে কোপা আমেরিকায় ব্রাজিলের কাছে হেরেছিল। আড়াই বছরে কোনো ম্যাচ না হারা দলটি পুঁচকে সৌদি আরবের কাছে হেরে অঘটনের জন্ম দেয়। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই আর্জেন্টিনার রেকর্ডের ইতি টেনে অঘটন ঘটায় সৌদি আরব। অবিশ্বাস্য হারের পর আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ পথচলা নিয়ে শুরু হয় জল্পনা-কল্পনা। তবে ওই ম্যাচটা যেন তাতিয়ে তোলে আর্জেন্টিনাকে। দুর্দান্ত খেলে দলটি জায়গা করে নেয় ফাইনালে।

জার্মানিকে গুঁড়িয়ে জাপানের অবিশ্বাস্য জয় : বিশ্বকাপে দ্বিতীয় বড় অঘটন জার্মানদের গুঁড়িয়ে দিয়ে জাপানের অবিশ্বাস্য জয়। ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপেও প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছিল জার্মানি। কাতার বিশ্বকাপে তাদের শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি। জাপানের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সামনে কার্যত মাথা নোয়াতে বাধ্য হন জার্মান ফুটবলাররা। প্রথমার্ধে তারা ১-০ গোলে এগিয়ে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আট মিনিটের ঝড়ে হেরে যায় জার্মানি। জাপানের কাছে এ হারের পর আর সেভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। প্রথম

রাউন্ড থেকেই তারা বিদায় নেয়।

অস্ট্রেলিয়ার চমক : ডেনমার্ককে হারিয়ে ১৬ বছর পর নকআউট পর্বে উঠে যায় অস্ট্রেলিয়া। ২০০৬ সালের পর আর নকআউট পর্ব নিশ্চিত করতে পারেনি তারা। কাতার বিশ্বকাপে কেটে যায় তাদের ১৬ বছরের খরা। গ্রুপে অন্যতম ফেভারিট ডেনমার্ককে ১-০ গোলে হারায় অসিরা। দ্বিতীয় রাউন্ডে অবশ্য প্রতিপক্ষ আর্জেন্টিনার সঙ্গে লড়াই করতে পারেনি তারা।

স্পেনকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন জাপান : জার্মানিকে হারানোর পর দুর্বল কোস্টারিকার কাছে হেরে যায় জাপান। তবে বাঁচা-মরার ম্যাচে স্পেনকে ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় এশিয়ার দলটি। স্পেনকে হারিয়ে জাপানের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ঘটনাও কম অঘটন নয়। তবে দ্বিতীয় রাউন্ডেও তারা নিজেদের দারুণভাবে চিনিয়েছেন। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে নির্ধারিত সময়ে ড্র করে জাপান। পরে অবশ্য তারা টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নেয়।

পর্তুগালের বিপক্ষে দক্ষিণ কোরিয়ার নাটকীয় জয় : অন্যদিকে পর্তুগালের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার নাটকীয় জয়ের সাক্ষী থাকল ফুটবল বিশ্ব। ইনজুরি টাইমে গোল দিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া ২-১ এ ম্যাচ জিতে নেয়। এরপর মাঠের মধ্যেই তারা অন্য ম্যাচের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকে। উরুগুয়ে জিতলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে বিদায় নিতে হয়। এশিয়ার দ্বিতীয় দল হিসাবে দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করে দক্ষিণ কোরিয়া।

হট ফেভারিট ব্রাজিলের হার ক্যামেরুনের কাছে : নেইমারের নেতৃত্ব ব্রাজিলকে এবার দারুণ ছন্দময় দেখাচ্ছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ক্রোয়েশিয়ার কাছে হেরে যায়। কিন্তু বড় অঘটন ঘটে ক্যামেরুনের বিপক্ষে হেরে। যদিও ওই ম্যাচে ব্রাজিল প্রথম সারির দল নামায়নি। হেরে যায় ১-০ গোলে। বিশ্বকাপের ইতিহাসে আফ্রিকান দল হিসাবে এই প্রথম ব্রাজিলকে হারায় ক্যামেরুন।

আফ্রিকান শক্তি মরক্কো : ক্রোয়েশিয়া ও বেলজিয়ামের গ্রুপে পড়েছিল মরক্কো। গ্রুপ পর্বে কোনো ম্যাচই হারেনি তারা। শুরুতে মরক্কোকে মনে হচ্ছিল অঘটনের জন্ম দিয়েছেন। বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট বেলজিয়ামকে তারা গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় করে দেয়। নকআউট পর্বেও চলে আফ্রিকান দেশটির দাপট। দুর্দান্ত খেলে তারা জায়গা করে নেয় সেমিফাইনালে। কিন্তু সেখানে ফ্রান্সের কাছে দারুণ খেলে বিদায় নেয়।

বিতর্কিত রেফারি : আর্জেন্টিনা ও নেদারল্যান্ডসের কোয়ার্টার ফাইনালে হয়েছে চরম বিতর্কিত রেফারিং। ম্যাচ শেষে দুদলের খেলোয়াড়রাই রেফারির সমালোচনা করেন। খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফ মিলে একটি লাল কার্ডসহ ১৮টি কার্ড দেখান রেফারি।

খেলাধুলা

এটাই কি শতাব্দীর সেরা বিশ্বকাপ?

স্পোর্টস ডেস্ক : টুর্নামেন্ট শুরুর আগে কতো সমালোচনা! রক্ষণশীল দেশে কীসের বিশ্বকাপ। পশ্চিমা মিডিয়ার পাতায় পাতায় নেতিবাচক খবর। মরুর রুক্ষতা। স্টেডিয়ামে মদ নেই। নারীর খোলামেলা পোশাক নেই। এসব ছাড়া কী বিশ্বকাপ জমে? অবশ্যই জমে। সব ছাপিয়ে কাতারে জয় হয়েছে ফুটবলেরই। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেছিলেন, 'এটা শতাব্দীর সেরা বিশ্বকাপ।' গত ১৮ ডিসেম্বর আর্জেন্টিনা-ফ্রান্সের ধ্রুপদী লড়াইয়ের নাটকীয় সমাপ্তির পর নিন্দুকরাও স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন, ৯২ বছরে এমন আসর আর একটিও হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমস লিখেছে, 'ঠিক যেমন চেয়েছিল কাতার, তেমন বিশ্বকাপই পেলো তারা।' সমকামিতা, শ্রমিক ও নারী অধিকার ইস্যুতে যাবতীয় সমালোচনা একপাশে সরিয়ে রেখে কাতারের ভূয়সী প্রশংসা করলো তারা। দ্য গার্ডিয়ান, ডেইলি মেইল, মার্কা সবখানে কাতারের জয়গান। কাতার দেখিয়েছে, নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণ করেও বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্ট সফলভাবে আয়োজন করা যায়। হাতের তালুর আকৃতির উপত্যকার মতো ছোট্ট একটা মরুময় দেশ। ফুটবলে তাদের কোনো ঐতিহ্য নেই। সেই দেশে হবে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলাটির মহামঞ্চ! ২০০ বিলিয়ন ডলার খরচ করে কাতার স্টেডিয়াম বানালো, পুরো দেশেরই অবকাঠামো পাল্টে দিলো। কাতারের শেখ আহ্বান জানালেন বিশ্ববাসীকে, 'এসো, দেখো আমাদের প্রস্তুতি।' মিডিয়ার নেতিবাচক প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে কাতারে যাননি অনেকেই। তারা নিশ্চয়ই আফসোস করছেন এখন! যারা গিয়েছেন, প্রতিদিন নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন কাতারকে। হৃদয়ে গেঁথে থাকার মতো এক আসর দেখলেন তারা। গ্রুপপর্ব থেকে ফাইনালের শেষ বাঁজি অবধি আনন্দ-বেদনার এক রোমাঞ্চকর গল্প লিখে গেছে এবারের বিশ্বকাপ। উপহার দিয়েছে ফুটবল ইতিহাসের সেরা ফাইনাল। আর্জেন্টিনা জিততে জিততে হেরে যায়। ফ্রান্স হারতে হারতে জিতে যায়। ৬ গোলের থ্রিলারে টাইব্রেকারে শেষ হাসিটা আর্জেন্টিনার।

বিধাতা বোধহয় নাটকের প্লট এভাবেই লিখে রেখেছিলেন। খোদ লিওনেল মেসিও বিশ্বাস করেন এটি। তিনি বলেছেন, আমি জানতাম সমাপ্তিটা এমনই হবে। কেন জানি মনে হচ্ছিল, ঈশ্বর আমাকে ট্রফিটা দেবেন। মেসির পূর্ণতার দিনে কিলিয়ান এমবাপ্পে ট্র্যাজিক হিরো। ১৯৬৬ সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপের ফাইনালে হ্যাটট্রিক করলেন এমবাপ্পে। তবুও কাপ পায়নি দল। ফ্রান্সকে টানা দ্বিতীয় ট্রফি জেতাতে না পারার আক্ষেপ অনেকদিন পোড়াবে তাকে। যে আক্ষেপে গত ৮ বছর ধরে পুড়ছিলেন মেসি। ১৮ ক্যারেট সোনায় মোড়ানো ট্রফিটা হাতে নেয়ার পর সব দুঃখ যেন এক নিমিষেই ভুলে যান তিনি। কাতারের চমকের শুরুটা কিন্তু মেসিদের দিয়েই। টুর্নামেন্টের তৃতীয় দিনে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে ইতিহাসের সেরা অঘটনের জন্ম দেয় সৌদি আরব। এরপর জাপানের শিকার জার্মানি। মরক্কো হারিয়ে দেয় বেলজিয়ামকে। ফ্রান্স পরাজিত হয় তিউনিশিয়ার কাছে। ব্রাজিল কুপোকাত ক্যামেরুনে। আর স্পেনের বিপক্ষে জাপানের জয়ের মধ্যদিয়ে গ্রুপপর্ব থেকে বিদায় নেয় জার্মানি। গ্রুপপর্বে জার্মানির ছিটকে যাওয়ার পরই মনে হচ্ছিল আরও চমক দেখা যাবে সামনে। নকআউট পর্বে উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে মরক্কো। শেষ ষোলোয় স্পেন, কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তুগালকে হারিয়ে আফ্রিকার প্রথম দেশ হিসেবে তারা ওঠে সেমিফাইনালে। হট ফেভারিট ব্রাজিলের কোয়ার্টার ফাইনালে ছিটকে যাওয়া কাতারের আরেকটি টার্নিং পয়েন্ট। ব্রাজিল জিতলে সেমিতে দেখা হতো আর্জেন্টিনার সঙ্গে। স্বপ্নের সেই ম্যাচ উপহার দিতে পারেনি কাতার, এটাই বোধহয় তাদের একমাত্র 'অপূর্ণতা'! ফুটবলের বাইরে অনেকগুলো বার্তা দেয়ার চেষ্টা করেছে কাতার। তারা দেখিয়েছে, সদিচ্ছা থাকলে পুরো আরবে সম্প্রীতি আর ঐক্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব। প্রকাশ্যভাবে ফিলিস্তিনের পক্ষে সমর্থনের মধ্যদিয়ে অনন্য নজির তৈরি করেছেন দর্শক ও খেলোয়াড়রা। 'নারী অধিকার' নিয়ে বারবার প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া দেশটিতে গিয়ে প্রশংসাই করেছেন নারী সমর্থকরা। বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকার নারীরা বলেছেন, এত নিরাপত্তা নিজ দেশেও পাননি তারা। টুর্নামেন্ট শেষে বিশ্বকাপ আয়োজক কমিটির প্রধান নির্বাহী নাসের আল খাতার বলেন, 'আমরা কথা দিয়েছিলাম একটা দারুণ টুর্নামেন্ট উপহার দেবো। নিজেদের প্রত্যাশার চাইতেও বেশি কিছু ছিল এটি। আমার মনে হয়, এটাই এ যাবৎকালের সেরা বিশ্বকাপ এবং দীর্ঘদিন সেরা বিশ্বকাপ হয়ে থাকবে।' নাসের আল খাতারের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবেন এমন কেউ কি আছেন?

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

www.weeklybangladeshusa.com

খেলাধুলা

ফিফা র‍্যাঙ্কিং, চ্যাম্পিয়ন হয়েও দুইয়ে আর্জেন্টিনা, শীর্ষে ব্রাজিল

স্পোর্টস ডেস্ক : ৩৬ বছরের আক্ষেপ ঘুচিয়েছে আর্জেন্টিনা। ফ্রান্সকে হারিয়ে হয়েছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। বিশ্বকাপ জিতলেও ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্রাজিলকে টপকাতে পারেনি আলবিসেলেস্তেরা। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বাদ পড়া সেলেসাওরা শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। গত ১৯ ডিসেম্বর রাতে ফিফার নতুন র‍্যাঙ্কিং প্রকাশিত হয়েছে। এক নম্বর দল ব্রাজিলের পরই রয়েছে আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপে তিন ম্যাচ জিতেছে ব্রাজিল। গ্রুপপর্বে ক্যামেরুনের কাছে হারের পর কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার কাছে টাইব্রেকারে হেরেছে। আর্জেন্টিনা চারটি খেলা নির্ধারিত সময়ে জিতেছে এবং দুটি ম্যাচে টাইব্রেকারে জিতেছে। গ্রুপপর্বে একটি ম্যাচ হেরেছে। তাই সেলেসাওরা শেষ আট থেকে বাদ পড়লেও চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা তাদের পেছনে ফেলতে পারেনি। গত ফেব্রুয়ারিতে বেলজিয়ামকে পেছনে ফেলে শীর্ষস্থান দখল করেছিল ব্রাজিল।

বিশ্বকাপের রানার্সআপ দল ফ্রান্স এক ধাপ এগিয়ে তৃতীয় স্থানে। বিশ্বকাপের গ্রুপপর্ব থেকে বিদায় নেয়া বেলজিয়াম দুই ধাপ পিছিয়ে চারে নেমে গেছে। বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা ইংল্যান্ড ৫ নম্বর স্থানে বহাল রয়েছে। দুই ধাপ উন্নতি হয়েছে নেদারল্যান্ডসের। বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা দলটি র‍্যাঙ্কিংয়ের ৬ষ্ঠ দল। ৫ ধাপ এগিয়েছে ক্রোয়েশিয়া। বিশ্বকাপের তৃতীয় হওয়া দলটি ১২তম থেকে সপ্তম স্থানে উঠে এসেছে। বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করতে না পারা ইতালি দুই ধাপ পিছিয়ে ৮ম। পর্তুগাল নয় নম্বরেই বহাল রয়েছে। তিন ধাপ পিছিয়ে স্পেন নেমে গেছে ১০ম স্থানে। বড় লাফ দিয়েছে বিশ্বকাপের চমক মরক্কো। সেমিফাইনালিস্ট দলটি ১১ ধাপ এগিয়ে ১১তম স্থানে রয়েছে। ১১ ধাপ উন্নতি হয়েছে অস্ট্রেলিয়ারও। বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে খেলা দলটি ৩৮তম হিসেবে আসর শুরু করেছিল। নতুন র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৭তম স্থানে রয়েছে। ক্যামেরুনের উন্নতি হয়েছে ১০ ধাপ। গ্রুপপর্বে ব্রাজিলকে হারানো দলটি ৪৩তম থেকে ৩৩তম স্থানে উঠে এসেছে।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ২০ দল

১. ব্রাজিল
২. আর্জেন্টিনা
৩. ফ্রান্স
৪. বেলজিয়াম
৫. ইংল্যান্ড
৬. নেদারল্যান্ডস
৭. ক্রোয়েশিয়া
৮. ইতালি
৯. পর্তুগাল
১০. স্পেন
১১. মরক্কো
১২. সুইজারল্যান্ড
১৩. যুক্তরাষ্ট্র
১৪. জার্মানি
১৫. মেক্সিকো
১৬. উরুগুয়ে
১৭. কলম্বিয়া
১৮. ডেনমার্ক
১৯. সেনেগাল
২০. জাপান

পেলে বললেন 'ম্যারাডোনা এখন নিশ্চয়ই হাসছে'

স্পোর্টস ডেস্ক : দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী কিংবদন্তি ফুটবলার পেলে। সেখানে বসেই কাতার বিশ্বকাপ থেকে ব্রাজিলের ছিটকে যাওয়ার পরই নেইমারদের সমবেদনা জানিয়েছেন। দেখেছেন আর্জেন্টিনা-ফ্রান্সের বিশ্বকাপ ফাইনালও। ম্যাচ শেষে মেসিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে ফুটবল সম্রাট পেলে লিখেছেন, 'ফুটবল বরাবরই একটা গল্প শোনায়। এবারও ব্যতিক্রম হল না। মেসি অবশেষে বিশ্বকাপ পেলো। এই কাপটা ওর পাওয়া উচিত ছিল। অভিনন্দন আর্জেন্টিনা। ডিয়েগো ম্যারাডোনা যেখানেই থাকুক না কেন, ও এখন নিশ্চয় হাসছে।' এমবাপ্পেকেও শুভকামনা জানাতে ভোলেননি তিনি, 'ওর মতো প্রতিভার খেলা দেখার অভিজ্ঞতাই আলাদা। ও যে ফুটবলের পরবর্তী আকর্ষণ হতে চলেছে, সন্দেহ নেই। একই সঙ্গে মরক্কোর মতো টিমকেও অভিনন্দন না জানালে চলবে না। দুরন্ত পারফর্ম করেছে ওরা। আফ্রিকার কোনও দেশের উঠে আসা দেখতে ভালো লেগেছে।'

কাতার বিশ্বকাপে ২৫ বছরের রেকর্ড ভেঙেছে গুগলের

স্পোর্টস ডেস্ক : তুমুল নাটকীয়তার মাধ্যমে কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে গত ১৮ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে বিশ্বকাপ-২০২২। মহাকাব্যিক বিশ্বকাপ ফাইনালে টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে গেছে ফ্রান্স। পেনাল্টিতে জয় ছিনিয়ে নেন লিওনেল মেসিরা। এবারের বিশ্বকাপে একের পর এক রেকর্ড ভেঙেছেন ফুটবলাররা। বিশ্বকাপে মেসি-এমবাপ্পেদের মতো রেকর্ড ভেঙেছে বিশ্বের শীর্ষ সার্চ ইঞ্জিন গুগলও। কাতার ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা চলাকালীন সময়ে যে পরিমাণ গুগল সার্চ হয়েছে, তা গত ২৫ বছরের ইতিহাসে কখনও হয়নি। এমনটাই জানিয়েছেন গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই।

টুইটারে গুগল সিইও বলেন, বিশ্বকাপের ফাইনাল চলাকালীন খেলা নিয়ে যে পরিমাণ সার্চ হয়েছে, তা গত ২৫ বছরে কখনও হয়নি। তিনি আরও বলেন, গুগল সার্চের সংখ্যা আর তথ্য খোঁজার বিষয় দেখে মনে হচ্ছিল, গোটা বিশ্বের মানুষের ভাবনা একটি বিষয় নিয়েই। পৃথিবী আর কিছুই জানতে চায় না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সমস্ত প্ল্যাটফর্মে সেই সময় ট্রেন্ডে ছিল মেসি, এমবাপ্পে এবং ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ। যার ফলে গুগলের সার্চ ইঞ্জিন ছাড়িয়ে গেছে গত ২৫ বছরের সব রেকর্ড।

সাকিব যেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক : মিরপুর স্টেডিয়ামে গা গরমের ফুটবল ম্যাচ খেলছেন মেসি! গায়ে তার ১০ নম্বর জার্সি। একটি গোলও করলেন। হেঁয়ালি মনে হচ্ছে? মেসি তো এখন আর্জেন্টিনায় দেশবাসীর ভালোবাসায় আপ্লুত। বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরে গেছেন। মিরপুরে তিনি আসবেন কোন দুঃখে। একটু মজা করা আর কী! মেসি নন, ইনি সাকিব আল হাসান। মেসির হাতে শিরোপা দেখে আনন্দে আত্মহারা আর্জেন্টাইন ভক্ত সাকিব নীল-সাদা জার্সি গায়ে অনুশীলনে নামেন। ক্রিকেটার না হলে ফুটবলার হতেন সাকিব। ক্রিকেটে অনুশীলনের আগে গা গরমের জন্য ফুটবল খেলা হয়। জার্সি উলটো করে পরেছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে তৃতীয়বার ফুটবল বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে আর্জেন্টিনা। প্রিয় দলের সাফল্যে সাকিব আগেরদিন রাতে আর্জেন্টিনার জার্সি পরে গাড়ি

চালান রাস্তায়। উদ্যাপন করেন প্রিয় দলের বিশ্বকাপ জয়। তিনদিন পেরোলেও তার মন খুশিতে বাকবাকুম।

চট্টগ্রাম টেস্টে ১৮৮ রানে হেরে যাওয়ার দিন ছিল ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনাল। বাংলাদেশ ও ভারত দুদলের ক্রিকেটাররা হোটেলে আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্সের ম্যাচ দেখেছেন। সাকিব অবশ্য চলে এসেছিলেন ঢাকায়। তিনি চোট পেয়েছেন প্রথম টেস্টে। বল করতে পারবেন না ঢাকায়। শুধু ব্যাটার হিসাবে তাকে পাওয়া যাবে।

এমবাপ্পেদের যেভাবে বরণ করল ফ্রান্স

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে গেলেও নিজ দেশে বীরের সম্মান পাচ্ছেন ফ্রান্সের খেলোয়াড়রা। তাদের এই হারকে 'বীরত্বপূর্ণ পরাজয়' আখ্যা দিচ্ছেন দেশটির ফরাসিরা। তাই তো তাদেরকে বীরের বেশেই বরণ করা হয়। ফ্রান্স ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে লেখে, "জাতীয় বীরদের বরণ করছি"। এভাবেই বরণ করে নেওয়া হয় এমবাপ্পে, গ্রিজম্যান, জিরুদদের। ২০১৮ সালে এই মঞ্চে তাদের সঙ্গে ছিল বিশ্বকাপের ট্রফি। এবার নেই। তাতে কষ্ট থাকলেও নেই আক্ষেপ। কারণ মাঠে নিজেদের সর্বোচ্চটা উজার করে দিয়েছেন ফরাসি ফুটবলাররা। আর তাদের প্রচেষ্টা মন ছুঁয়েছে ফ্রান্সবাসীর। এ জন্য বীরদের ঠিক বীরের বেশেই বরণ করে নিয়েছে ফ্রান্স। সঙ্গে প্যারিসের রাস্তায় ছিল ৫০ হাজার সমর্থক। গত ১৯ ডিসেম্বর রাতে ফ্রান্সে পা রাখেন দিদিয়ের দেশম, হুগো লরিসরা। তখন তাপমাত্রা ছিল ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রচণ্ড শীতেও সমর্থকদের ছিল বাধভাঙা উল্লাস।

প্যারিসের ডি লা কনকর্ডে খেলোয়াড়দের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। যেখানে উষ্ণ ভালোবাসায় সিক্ত হন এমবাপ্পেরা। গ্রিজম্যান, কো ম্যান, কামাভিঙ্গে-সহ প্রায় সব খেলোয়াড়দের মুখেই হাসি ছিল। সমর্থকদের ভালোবাসায় হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন বিশ্বকাপের মুকুটের কথা। হাত নেড়ে ভালোবাসা ফিরিয়ে দেন তারাও। কিন্তু এখানেও বিমর্ষ ছিলেন এমবাপ্পে। মুখে এক চিলতে হাসি ছিল না। গোল্ডেন বুট পেলেও এমবাপ্পের নজরে ছিল টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ। ২৪ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড সেভাবেই পারফর্ম করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য সহায় না থাকায় শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পাওয়া হয়নি তরুণ সুপারস্টারের। হাত নেড়ে, চুমু উড়িয়ে সমর্থকদের ভালোবাসার জবাব দিলেও তাকে এক মুহূর্তের জন্যও হাসিমুখে দেখা যায়নি। শিরোপা হাতছাড়া হওয়ার কষ্টটা এখনও রয়ে গেছে এমবাপ্পের মনে। উল্লেখ্য, গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনার সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় ফ্রান্সের। নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ গোলে ড্র থাকায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। পরবর্তী ৩০ মিনিটেও খেলা ৩-৩ গোলে সমতায় শেষ হয়। এরপর টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হেরে যায় ফ্রান্স। সূত্র: বিবিসি

বিশ্বকাপ ট্রফি জড়িয়ে মেসির ঘুম

স্পোর্টস ডেস্ক : কাতার বিশ্বকাপে ট্রফি জয় করে সব অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দিয়েছেন লিওনেল মেসি। সেই সাথে মাঠে গড়েছেন অনেক রেকর্ডও। লিওনেল মেসি হয়ে উঠেছেন বর্তমান ফুটবল বিশ্বের অন্যতম মহাতারকা। তার হাত ধরেই শিরোপার খরা কেটেছে আর্জেন্টিনার। প্রথমে কোপা আমেরিকার শিরোপা জয়। এরপর বিশ্বকাপ। যে ট্রফি জেতার জন্য এত সাধনা ও পরিশ্রম সেটি জিতে দেখা গেল মেসির মুখেও চওড়া হাসি।

ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ৩৬ বছরের শিরোপা খরা ঘুচিয়েছে আর্জেন্টিনা। এই ঐতিহাসিক জয় উদযাপনের আবহ এখন পুরো আর্জেন্টিনা জুড়ে। এর বাইরে নয় ফুটবলের মহাতারকা মেসিও। এবার তাকে দেখা গেল বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে ঘুমাতে এবং ট্রফি হাতে নিয়েই সকাল শুরু করতে।ে মেসির নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা তিনটি ছবিতে এমনটাই দেখা গেছে। একটি ছবিতে দেখা যায়, বিশ্বকাপ ট্রফি জড়িয়ে ধরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মেসি। আরেক ছবিতে ট্রফি হাতে সকালে ঘুম থেকে ওঠা হাস্যজ্জ্বল মেসি। অন্যটিতে ট্রফি পাশে রেখেই 'বেড টি' সারছেন এই তারকা। এই ছবি তিনটি পোস্ট করে মেসি ক্যাপশনে লিখেছেন, শুভ সকাল! সোশ্যাল সাইটে এই ছবিগুলো পোস্ট করতেই তা ভাইরাল হয়ে পড়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দেখা যায়- এই পোস্টে এক কোটি ১৮ লাখের বেশি ভালোবাসা দিয়েছেন মেসির অনুরাগীরা। এর সাথে আড়াই লাখের বেশি কমেন্টে মেসি ভক্তদের উচ্ছ্বাস।

হাকিমি-জিয়াশদের সংবর্ধনা দিলেন মরক্কোর রাজা

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বকাপে চমক দেখিয়ে মরক্কোতে ফিরেছেন হাকিম জিয়াশ-আশরাফ হাকিমিরা। দেশে ফিরে মরক্কোর রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদ কর্তৃক সংবর্ধনা পেয়েছেন বিশ্বকাপে ইতিহাস গড়া ওয়ালিদ রেগরাগির শিষ্যরা। কাতার বিশ্বকাপে চমক দেখিয়েছে মরক্কো। অভাবনীয় সাফল্য নিয়ে দেশে ফিরে রাজসিক অভ্যর্থনা পেয়েছেন জিয়াশ-হাকিমিরা। মরক্কোয় তাদের ছাদখোলা বাসে সংবর্ধনা দেয়া হয়। এরপর রাবাতের রাজপ্রাসাদে মরক্কো জাতীয় দলকে বরণ করে নেন মরক্কোর রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদ। ক্রাউন প্রিন্স মৌলা আল হাসান এবং প্রিন্স মৌলা রশিদকে নিয়ে ফুটবলার, কোচিং স্টাফদের রয়্যাল উইসাম বা পদক প্রদান করেন সম্রাট ষষ্ঠ মোহাম্মদ। 'সেকেন্ড ক্লাস অর্ডার অব দ্য থ্রোন উইসাম' বা কমান্ডারের পদমর্যাদা দেয়া হয় মরোক্কান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ফাওজি লেকজা এবং কোচ ওয়ালিদ রেগরাগিকে। এছাড়া খেলোয়াড়দের 'থার্ড ক্লাব অর্ডার অব দ্য থ্রোন উইসাম' বা অফিসারের সম্মাননা প্রদান করেন মরক্কোর সম্রাট। রাজপ্রাসাদে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মরোক্কান ফুটবলারদের মায়েরাও উপস্থিত ছিলেন।

পদক প্রদানের পর সম্রাট ষষ্ঠ মোহাম্মদ, ক্রাউন প্রিন্স মৌলা আল হাসান এবং প্রিন্স মৌসা রশিদের সঙ্গে ফুটবলার এবং তাদের মায়েরা স্যুভেনির (স্মারক) ফটোশুট করেন। অনুষ্ঠানে মরক্কোর ফুটবলাররা রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদকে স্মারক উপহার প্রদান করেন। গত ২০ ডিসেম্বর কাতার থেকে দেশে ফেরেন মরোক্কান ফুটবলাররা। বিমানবন্দরে হাকিমি-জিয়াশদের বরণ করে নিতে হাজারো সমর্থকের ঢল নামে। খেলোয়াড়দের ছবি, ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে ফুটবল প্রেমীরা দাঁড়িয়ে ছিলেন রাস্তার দুই পাশে। ছাদখোলা বাসে মরক্কোর দুই শহর সেইল এবং রাবাত প্রদক্ষিণ করেন দেশের জন্য গর্ব বয়ে আনা ফুটবলাররা। বিশ্বকাপে ছাপ রেখেছে মরক্কো। কাতার আসর শুরুর আগে সম্ভাব্য ফাইনালিস্ট নিয়ে একটি জরিপ করা হয়। মরক্কোর ফাইনাল খেলার পক্ষে ভোট পড়ে মাত্র ০.০১ শতাংশ। আফ্রিকার একটি দেশ, যারা এর আগে মাত্র একবারই বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে খেলতে পেরেছে, তাদের পক্ষে বাজির রেট কম থাকাই স্বাভাবিক। ক্ষীণ আশাকে জোর সম্ভাবনায় রূপ দিয়ে ফাইনাল খেলতে না পারলেও সমর্থকদের হতাশ করেনি মরক্কো। আফ্রিকা মহাদেশের প্রথম দল হিসেবে বিশ্বমঞ্চে সেমিফাইনালে লড়েছে মরোক্কানরা। হারিয়েছে বেলজিয়াম, স্পেন এবং পর্তুগালের মতো হেভিওয়েট দলকে।

'সফল বিশ্বকাপ আয়োজন': কাতারকে সৌদির বাদশা ও যুবরাজের অভিনন্দন

স্পোর্টস ডেস্ক : সফলভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করায় কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানিকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান ও যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। বিবৃতিতে সৌদি বাদশাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'আপনাদেরকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ পাঠাতে পেরে আমরা আনন্দিত। আপনাদের ভবিষ্যত অর্জনের জন্যও শুভ কামনা।' একই বার্তা দিয়েছেন সৌদি যুবরাজও। তিনিও কাতারকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এছাড়াও ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বেশ কয়েকটি আরব দেশ সফলভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করায় কাতারকে অভিনন্দন জানিয়েছে। ২০ নভেম্বর শুরু হওয়া কাতার বিশ্বকাপের পর্দা নেমেছে ১৮ ডিসেম্বর। আয়োজকদের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্টি জানিয়েছে অংশগ্রহণকারী দেশ ও বিভিন্ন দেশ থেকে যাওয়া ফুটবল ফ্যানরা।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ক্রিস্টমাস ছুটিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়!

(প্রথম পাতার পর)

প্রবাহিত হয়ে অবকাশ যাপনকারীদের পরিকল্পনাকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস। এই ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টিপাত ও ভারি তুষারপাত থাকবে বলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। এই অঞ্চলে আর্কটিক এলাকা থেকে আসা বাতাসের প্রভাবে কনকনে শীত ক্রিসমাস উদযাপনেও বিঘ্ন ঘটাবে। কারণ সপ্তাহ জুড়ে বাত্যাতাড়িত থাকবে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ও ইস্টার্ন এলাকার বিশাল অংশ। ডিসেম্বরের শেষদিকে সাধারণত তাপমাত্রা যা থাকে, তার চেয়েও কম থাকবে। ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস সূত্রে বলা হয়েছে, আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে তীব্র ঠান্ডার মধ্যে ঝড়ো হাওয়া অনুভূত তাপমাত্রাকে সহনশীলতার চেয়ে নিচু পর্যায়ে নেমে যাবে এবং অবকাশ যাপনকারীরা দেশের মধ্যাঞ্চলে ভ্রমণের যে পরিকল্পনা করেছেন তাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করবে। সেজন্য তারা যাতে কোথাও যাত্রা শুরুর আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে নেন। ক্রিসমাসের সময়ের আগেই নর্দান প্লেইন ও আপার মিডওয়েস্টে তাপমাত্রা সাব-জিরোতে নেমে যাবে এবং নর্থইস্ট ও ওহাইয়ো ভ্যালি জুড়ে এবং গ্রেট লেকস এলাকা পর্যন্ত তাপমাত্রা কমে ১০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে নামবে। সাউদার্ন টেক্সাসের কিছু অংশ, গালফ অফ মেক্সিকো ও ফ্লোরিডার অনেক এলাকায় উইকএন্ড ও সপ্তাহের পরবর্তীতে দিনগুলোতে তাপমাত্রা ফ্রিজিং মাত্রার নিচে চলে যাবে এবং গালফ উপকূলীয় এলাকায় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের চেয়ে নিচে থাকবে। আর্কটিক বাতাস আরো দক্ষিণের দিকে প্রবাহিত হয়ে ক্রিসমাসে ৩০ ও ৪০ ডিগ্রির নিচে নেমে যেতে পারে বলে ওয়েদার প্রেডিকশন সেন্টারের সি-নিয়র মেটেয়োরোজিস্ট জাকারি টেইলর বলেছেন। তার মতে শীতল বাতাসের প্রভাবে উপরোক্ত এলাকাগুলোতে তাপমাত্রা রেকর্ড পরিমাণ নিচুতে চলে যাবে। তাছাড়া দেশের পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকায় বছরের এ সময়ে সাধারণত তাপমাত্রা যেমন থাকে তার চেয়ে নিচে ৩০ ডিগ্রিতে নেমে যাবে। দেশের ৪০টি স্থানে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রেকর্ড মাত্রায় নিচু থাকবে।

গ্রেফতারের কারণ খোঁজতে

(প্রথম পাতার পর)

সিদ্ধান্ত হয়েছে যে নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট কাউকে আটক করার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক করার কারণ অনুসন্ধান করতে পারবে না। নিউইয়র্ক পুলিশ প্রায়ই লোকজনকে সন্দেহজনকভাবে গ্রেফতার করে যে তাদের কাছে অবৈধ অস্ত্র থাকতে পারে অথবা তারা কোনো অপরাধ ঘটাতে পারে। কিন্তু আদালত আদেশ দিয়েছে যে পুলিশ যদি এভাবে কাউকে এমনকি থামায়, তাহলে সেক্ষেত্রে তারা তাদেরকে শুধু তাকে থামানোর কারণ সম্পর্কিত প্রশ্ন করতে পারবে। তাকে থামানোর কারণ যদি প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে নিস্পত্তি হয়ে যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিকে পুলিশ আর আটক করতে পারবে না।

ফেডারেল কোর্টের গত শুক্রবারের সিদ্ধান্তে আগে পুলিশ অফিসারা কারো বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটানোর কোনো প্রমাণ না থাকলেও তাকে আটক করতে পারতো এবং এরপর তাদের ডিজিটাল ডাটাবেজ ঘেঁটে তার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের রেকর্ড আছে কিনা তা যাচাই করতো। কোনো প্রমাণ না পেলে তাকে পুলিশ মুক্তি দিত। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক পুলিশ যে পদ্ধতিতে সন্দেহভাজন হিসেবে নিরীহ মানুষকে আটক করতো, সেই পদ্ধতিকে হয়রানিমূলক বিবেচনা করে সাত জন ভুক্তভোগীর পক্ষে লিগ্যাল এইড সোসাইটি, হ্যান্ডলে ফারাহ এন্ড এন্ডারসন এবং ষ্ট্রক এন্ড লাবান ম্যানহাটান ফেডারেল কোর্টে একটি মামলা দায়ের করে। মামলায় দুই দশক আগে নিউইয়র্ক পুলিশ অভিযুক্ত আটক করার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সিটির বর্তমান পুলিশ প্রশাসন পুনরায় তা বলবৎ করায় উল্লিখিত আইনি সংগঠনগুলো এটিকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করে। কারণ 'স্টপ এন্ড ফ্রিস্ক' নামে বহুল পরিচিত এ কৌশলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশ্বেতাঙ্গ লোকজনকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র বা মাদক ব্যবসায়ে জড়িত সন্দেহে আটক করা হতো। কিন্তু এটিকে চ্যালেঞ্জ করা হলে আদালত নিউইয়র্ক পুলিশের 'স্টপ এন্ড ফ্রিস্ক' কৌশলককে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করে। সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস একজন সাবেক পুলিশ অফিসার, যিনি তার অপরাধ বিরোধী ক্রুসেডে 'স্টপ এন্ড ফ্রিস্ক' কৌশল প্রয়োগের পক্ষে, যদি তিনি স্বীকার করেন যে অতীতে এ কৌশলের অপপ্রয়োগ হয়েছে, তা সত্বেও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশের কাছে এটা এখনো প্রয়োজনীয় পদ্ধতি বলে তার বিশ্বাস।

গত শুক্রবারের নিস্পত্তির ব্যাপারে সিটি প্রশাসন তাদের কোনো দায় স্বীকার না করলেও আইনি ব্যয় ও ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৪৫৪,০০০ ডলার পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া সকল পুলিশ অফিসারকে আগামী জানুয়ারি মাসে যে নতুন নীতি গ্রহণ করা হবে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। সিটির আইন বিভাগ বলেছে যে এনওয়াইপিডি ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার সমুন্নত রাখতে বদ্ধপরিকর। তারা বিদ্যমান নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে কাউকে গ্রেফতার করতে হলে আগে থেকেই তার সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত যাচাই করবে। শুক্রবারের নিস্পত্তি সম্পর্কে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ কোনো মন্তব্য করেনি। লিগ্যাল এইড সোসাইটির কপ একাউন্টিবিলিটি প্রজেক্টের স্টাফ এটর্নি মলি গ্রিফার্ড বলেছেন যে কাউকে আটক করে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্ধান করা সম্পূর্ণ বেআইনি। আদালত যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে তাতে সুস্পষ্ট যে তারা আটক করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকারকে আমলে নেয়নি এবং আইন ভঙ্গ করেছে।

যাদের অভিযোগের প্রেক্ষাপটে আইনি সংস্থাগুলো পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছিল, তাদের একজন টেরন বেল (২৯), যাকে চারজন সাদা পোশাকের পুলিশ ২০১৭ সালে ম্যানহাটানের সাবওয়ে থেকে আটক করে ও তল্লাশি চালায়। পুলিশ বলে যে তার কাছে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র আছে বলে তাদের ধারণা। টেরন বেল বলেন, যদিও পুলিশ তাকে তল্লাশি করে কিছুই পায়নি, তবুও তারা তার পরিচয় পত্র দাবী করে। এরপর তারা তাকে আটক করে তাদের ডাটাবেজ পরীক্ষা করে তাকে গ্রেফতার করার কার অনুসন্ধানের জন্য।আমার সাথে একজন অপরাধীর মত আচরণ করা হয়, যাতে আমার বিরুদ্ধে একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা তৈরি করতে পারে, সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। অথচ আমি কোনো ভুল করিনি।

বীরের বেশে দেশে মেসিরা

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছিল। দিয়েগো ম্যারাডোনার নেতৃত্বে বিশ্বসেরা হয়েছিল আলবিসেলেস্তেরা। গোটা আর্জেন্টিনা সেবার উৎসবের দেশে পরিণত হয়েছিল। তখনো লিওনেল মেসির জন্ম হয়নি। পরের বছর, ১৯৮৭ সালে জন্ম নেন মেসি। জন্মের পর থেকেই শুনে এসেছেন আর্জেন্টিনা দুবার বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কিন্তু তিনি যখন ফুটবলার হয়েছেন, তখন থেকে স্বপ্ন দেখেছেন বিশ্বকাপ জয়ের। কিন্তু রাশিয়া বিশ্বকাপ পর্যন্ত অপেক্ষায় কেটেছে তার সময়। স্বপ্ন দেখেছেন বিশ্বকাপ ট্রফি উঁচিয়ে ধরার। স্বপ্ন পূরণ হয়নি। অবশেষে কাতার বিশ্বকাপে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। দীর্ঘ ৩৬ বছর পর আর্জেন্টিনা তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ ট্রফি জিতেছে। এই জয়ে মেসি তার ক্যারিয়ারের পূর্ণতা পেয়েছেন।

দোহার লুসাইল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারিয়েছে ফ্রান্সকে। স্বপ্নের ফাইনালটি নির্ধারিত ১২০ মিনিট পর্যন্ত ড্র ছিল ৩-৩ গোলে। বিশ্ব জয় করে মেসি, আলভারেজ, অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া, এমিলিয়ানো মার্টিনেজরা গত ২০ ডিসেম্বর বুয়েন্স আয়ার্সে ফিরেছেন। লাখ লাখ আর্জেন্টাইন বিশ্বজয়ী বীর ফুটবলারদের বরণ করে নেন রাজসিক সংবর্ধনায়। ১৯৮৬ সালের পর আরও দুবার বিশ্বকাপ ট্রফি জয়ের কাছাকাছি পৌঁছেছিল আর্জেন্টিনা। ১৯৯০ সালে বিতর্কিত পেনাল্টিতে হেরে যায় জার্মানির কাছে। ২০১০ সালে মেসির নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা সর্বশেষ বিশ্বকাপের ফাইনাল উঠেছিল। কিন্তু সেবারও হতাশায় পুড়েছিলেন আর্জেন্টাইনরা। জার্মানির কাছে হেরে রানার্সআপেই সন্তুষ্ট ছিলেন মেসিরা। এবার আর হতাশায় পুড়তে হয়নি আর্জেন্টিনাকে। সৌদি আরবের কাছে প্রথম ম্যাচ হারের পর টানা জয়ে বিশ্বকাপ জিতেই বাড়ি ফিরেছেন মেসিরা। এর আগে ১৯৭৮ সালে ঘরের মাঠে এবং ১৯৮৬ সালে মেক্সিকোতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবার চ্যাম্পিয়ন হলো কাতারে। মেসিদের নিয়ে স্থানীয় সময় রাত আড়াইটায় রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সের বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিমানটি। এরপর অপেক্ষমাণ জনতার আনন্দ, উল্লাস, উচ্ছ্বাস, উৎসব ছিল দেখার মতো। বিমানবন্দর থেকে ছাদ খোলা বাসে চড়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফুটবলাররা এগিয়ে যান লাখ লাখ মানুষের মধ্যদিয়ে। সবার গলায় ছিল বিশ্বকাপের মেডেল।

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ইমিগ্রান্টদের অসহনীয় চাপে নিউইয়র্ক

(প্রথম পাতার পর)

ইমিগ্রান্টদের সহায়তার জন্য বার্ষিক আনুমানিক এক বিলিয়ন ডলার আবশ্যক। গত মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে টেক্সাসের রিপাবলিকান গভর্নর কর্তৃক একতরফাভাবে নিউইয়র্ক সিটিতে পাঠিয়ে দেওয়া ইমিগ্রান্ট সংখ্যা গত সোমবার পর্যন্ত প্রায় ৩২ হাজারে পৌঁছেছে। গত সোমবারেও চারটি বাস ভর্তি ইমিগ্রান্ট নিউইয়র্ক সিটিতে পৌঁছেছে। এরিক অ্যাডামস সিটি হলে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন যে, আরো অধিক সংখ্যক ইমিগ্রান্ট ধারণ এবং তাদের ব্যয়ভার বহন করা সিটির জন্য দু:সাধ্য হয়ে পড়েছে। ইমিগ্রান্টদের জন্য ইতোমধ্যে সিটিকে বহু ধরনের কর্মসূচি হাতে নিতে হয়েছে, যার মধ্যে বিভিন্ন হোটেলে স্থাপিত ৬০টি জরুরী আশ্রয় কেন্দ্র, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এছাড়াও আরো কিছু আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যাতে ইমিগ্রান্টরা সরাসরি বিভিন্ন সেবা লাভ করতে পারে। সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে নিউইয়র্ক সিটিতে এতো অধিক সংখ্যক ইমিগ্রান্টের আগমণ নিকট অতীতে আর দেখা যায়নি। বর্তমানে যারা এসেছে তাদের অধিকাংশই ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো থেকে এসেছে, যাদের বেশির ভাগ ভেনিজুয়েলার নাগরিক। সিটি মেয়রও আরো অধিক সংখ্যক ইমিগ্রান্টের উপস্থিতি আশংকা করছেন, কারণ মহামারীকালে কার্যকর টাইটেল ৪২, যা যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশিদের সীমান্ত অতিক্রমে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছিল, সেটির মেয়াদ অবসানে সীমান্তের ওপারে মেক্সিকোতে অপেক্ষমান বিদেশিদের সীমান্ত অতিক্রম করার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা থাকবে না এবং টেক্সাস সরকার গত আট মাস ধরে সরকারি খরচে বাস ভাড়া করে সীমান্ত অতিক্রমকারী বিদেশিদের ডেমোক্রেট সিটিগুলোতে পাঠানো যে অব্যাহত রাখবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং স্যাঙ্কচ্যুয়ারি খ্যাত নিউইয়র্ক সিটি তার ইমিগ্রান্টবাহী বাসগুলোর প্রধান গন্তব্য। সিটি বলছে যে এখন প্রতি সপ্তাহে এক হাজার ইমিগ্রান্ট নিউইয়র্কে এসে পৌঁছতে পারে।

মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, ইমিগ্রান্টদের আশ্রয় ও অন্যান্য সেবা দিতে হলে সিটির তহবিল থেকে তা সম্ভব নয়, এজন্য প্রয়োজন স্টেট ও ফেডারেল তহবিল এবং আমাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ইমিগ্রান্টদের আশ্রয় ও সেবার কাজে আমাদের বার্ষিক এক বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন পড়বে। মেয়র এতদিন যাবত তার সিটির ইমিগ্রান্ট বান্ধব বৈশিষ্টের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করলেও গত সোমবার হতাশা ব্যক্ত করেছেন যে ফেডারেল ইমিগ্রেশন ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণে সিটির ওপর যে প্রবল আর্থিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তা সামাল দেওয়ার মতো অবস্থা সিটির নেই। তিনি বলেন, এটি জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যা মোকাবিলার দায়িত্ব শুধু নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, শিকাগো, হিউস্টন বা এল পাসো'র নয়। কোনো শহরের পক্ষে এককভাবে জাতীয় সমস্যার ভার বহন করা সম্ভব নয়। গত সোমবার পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনালে পৌঁছা ইমিগ্রান্ট বহনকারী বাসগুলো এসেছে টেক্সাসের সীমান্ত শহর ডেল রিও থেকে, যে শহরটি স্যান অ্যান্টোনিও'র পশ্চিম এলাকা থেকে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। টেক্সাস সরকার বাসগুলো ভাড়া করে ইমিগ্রান্টদের নিউইয়র্ক সিটির উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সিটি হলের একজন মুখপাত্র নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন, নবাগত ইমিগ্রান্টদের মধ্যে ২১,৭০০ এসাইলাম আবেদন করেছেন এবং তারা সিটির আশ্রয়ে রয়েছেন। এর বাইরেও অনেকে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়ে রয়েছেন। অনেক ইমিগ্রান্টের নিউইয়র্কে আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব নেই, তারা যেকোনো কাজের জন্য সিটির ওপর নির্ভরশীল। নবাগত ইমিগ্রান্টদের জন্য সিটি এযাবত কত ব্যয় করেছে মর্মে প্রশ্নের উত্তরে এরিক অ্যাডামস কোনো নির্দিষ্ট অংক উল্লেখ না করে বলেছেন যে, এ পরিমাণ শত শত মিলিয়ন। নিউইয়র্ক সিটি কম্পট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডারের অফিস থেকে গত সপ্তাহে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী তারা ধারণা করছেন যে বছর শেষে নবাগত ইমিগ্রান্টদের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ এক বিলিয়নে উন্নীত হবে। এর মধ্যে আশ্রয় ও সমাজসেবা খাতে ৬০০ মিলিয়ন ডলার এবং মানবিক ও ত্রাণ কেন্দ্রের জন্য আরো ৪০০ মিলিয়ন ডলার। সিটি আশা করছে যে ফেডারেল সরকার এই অর্থ যোগান দেবে, কিন্তু এতে কোনো গ্যারান্টি নেই। মেয়র গত উইকএন্ডে কংগ্রেসের প্রতি আহবান জানিয়েছেন ইমিগ্রান্টদের পেছনে যে ব্যয় হচ্ছে তা বরাদ্দ দেওয়া।

অবৈধ ইমিগ্রান্ট ঠেকাতে টেক্সাসের এল পাসো সীমান্তে জরুরি অবস্থা ঘোষণা : অবৈধ অভিবাসীদের প্রবেশ ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস সীমান্তে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন এল পাসো সিটি মেয়র। কারণ প্রতিদিন হাজার হাজার অবৈধ অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অপেক্ষায় দিন গুনছে। মেক্সিকো সীমান্তে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো থেকে তারা প্রতিনিয়ত এই সীমান্ত সিটিতে প্রবেশের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সিটির ডেমোক্রেট মেয়র অস্কার লিসার বলেন, এ ঘোষণায় ইমিগ্রান্ট সঙ্কট মোকাবেলায় সিটিকে অর্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদ দেয়া হবে। তিনি বলেন, আমরা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম যে মানুষের সাথে সম্মানজনক আচরণ করা হবে। আমরা সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলছেন, প্রতিদিন ২ হাজার ৪০০-এর বেশি অভিবাসী এল পাসোতে প্রবেশ করে, যা তার আশ্রয় ক্ষমতার চেয়ে বেশি। যেমনভাবে তাপমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে, এতেও হাজার হাজার অভিবাসী এল পাসোর রাস্তায় ঘুমোচ্ছে। ফেডারেল স্বাস্থ্য আদেশ টাইটেল ৪২ এর মেয়াদ শেষ হয়েছে গতকাল বুধবার। তার আগে এই জরুরি ঘোষণা দেন মেয়র। কোভিড-১৯ মহামারীর সময় কার্যকর করা টাইটেল ৪২ সীমান্তের ওপারে অভিবাসীদের দ্রুত ফিরে যাবার অনুমতি দেয়।

লিসার বলেন, আগামী সপ্তাহে যদি টাইটেল ৪২ আর কার্যকর না হয়, তবে কর্মকর্তারা তাকে বলেছেন যে এল পাসো দিয়ে প্রতিদিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারী অভিবাসীদের দৈনিক সংখ্যা ২ হাজার ৪০০ থেকে ৬ হাজারে বাড়তে পারে। এল পাসোর প্রতিনিধিতুকারী ডেমোক্রেটিক সিনেটর সেসার জে ব্লাঙ্কো এক বিবৃতিতে বলেছেন, সীমান্ত সম্প্রদায় 'একটি অস্বাভাবিকরকম মানবিক সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে।'

উল্লেখ্য, সীমান্ত পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য বিপুল সংখ্যক বিদেশি অভিবাসন প্রত্যাশী জড়ো হয়েছে টেক্সাসের এল পাসো সীমান্তে। এক হাজারের অধিক বিদেশি একযোগে উপস্থিত হয়েছে টেক্সাসের পশ্চিমাঞ্চলীয় এই সীমান্ত কেন্দ্রে, যা সাম্প্রতিককালে এক সঙ্গে সীমান্ত অতিক্রম করতে প্রত্যাশী সবচেয়ে বড় গ্রুপ বলে নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, গত রোববার তারা সীমান্ত অতিক্রম করেছে। এসব বিদেশির অধিকাংশই এসেছে নিকারাগুয়া থেকে। তারা ইউএস বর্ডার পেট্রল এজেন্টদের অনুরোধ জানাচ্ছে তাদেরকে এসাইলামের আবেদন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। সীমান্ত অতিক্রম করে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে আগ্রহী এত অধিক সংখ্যক বিদেশি এর আগে কখনো এক সাথে ওই সীমান্ত ফটকে উপস্থিত হয়নি।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, এসব বিদেশি গত কয়েক দিনে ভিড় করেছে, যা হুট করে সামলানোর মতো অবস্থা ও সীমান্তে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের নেই। ফলে সঙ্গত কারণেই তাদেরকে এক সঙ্গীন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে। ফেডারেল কর্তৃপক্ষ সেখানে বছর জুড়ে প্রাত্যহিক ভিত্তিতে সীমিত সংখ্যক বিদেশির এসাইলাম আবেদন করার সুযোগ দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন। এসাইলাম আবেদন করতে আগ্রহীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকে একটি নন-প্রফিট সংস্থা এনানসিয়েশন হাউজ। এর ডাইরেক্টর রুবেন গর্সিয়া বলেন, 'আগত মাইগ্রেন্ট সংখ্যা অধিক, তাদের তালিকাভূক্তি ও এসাইলাম আবেদন করতে ফেডারেল ইমিগ্রেশন অফিসাররা রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন। যারা রোববার সীমান্ত অতিক্রম করেছেন, তাদের আবেদন প্রক্রিয়ার সোমবারেও শেষ করা সম্ভব হয়নি।

বাসস্টেশনে পাশে এক অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন আলমারাজ সোসিডে ইসিদরো। তিনি বলেন, ঠিক এ মুহূর্তে পাঁচজন লোক আমার সঙ্গে আমার বাস্থানেই অবস্থান করছে এবং আরো তিনজনের শয়নের ব্যবস্থা করতে আমার ট্রাক খুলে দিয়েছি। এখন ঠান্ডার মওসুম। মাইগ্রেন্টদের খাবার বা গরম কাপড়চোপড় নেই। এ অবস্থার মধ্যেই তারা পড়ে আছে।'

ফেডারেল এজেন্সির হিসাব অনুযায়ী এল পাসো এলাকায় সাম্প্রতিককালে বিদেশিদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই এলাকার সবগুলো ফটক দিয়ে অক্টোবর মাসে ৫৩ হাজার বিদেশি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তের অন্য যেকোনো পয়েন্টের চেয়ে মাইগ্রেন্টের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে সবচেয়ে বেশি। পুরো সীমান্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছে প্রায় ২৪ লাখ বিদেশি। নিকারাগুয়া থেকে এসেছেন ড্যানিয়ে সালাজার ও তার পুত্র লুইস আলেকজান্ডার কালেরো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে গত রোববার মেক্সিকো হয়ে হুয়ারেজ পৌঁছেন। তারা বলেন যে তাদেরকে অপহরণ করে বেশ ক'দিন আটকে রাখা হয়েছিল এবং মুক্ত হওয়ার পর তারা বাসের বহরে একটি বাসে ওঠে যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে পৌঁছেছেন। হোমল্যান্ড সেক্রেটারি আলেজান্দ্রো এন মায়োরকাস গত সোমবার পরিস্থিতি দেখতে এল পাসো পরিদশন করেছেন।

সীমান্তে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সময়ে নিষেধাজ্ঞার অনেকগুলোই বহাল রয়েছে। কিন্তু কূটনৈতিক কারণে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবা কর্তৃপক্ষ নিকারাগুয়ার কাউকে বহিস্কারের জন্য সুপারিশ করতে পারে না। কারণ মেক্সিকো তাদেরকে গ্রহণ করবে না এবং বাইডেন প্রশাসন তাদের নিকারাগুয়ায় ফেরত পাঠাতেও পারে না।

সেজন্য অধিকাংশ নিকারাগুয়ানকে আটকে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের সন্ধান পাওয়ার ট্রেকিং ডিভাইস দিয়ে অথবা ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আটকে রেখে তাদের এসাইলাম আবেদনের সুযোগ দিয়ে ছেড়ে দিতে। এ প্রক্রিয়ায় তাদের মাত্র কয়েকদিন আটকে রাখা হয়। হয়তো শেষ পর্যায়ে তারা ইমিগ্রেশন কোর্ট কর্তৃক ডিপোর্টেশনের আদেশ লাভ করবেন। কিন্তু এর মধ্যে কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক মাস বা বছরের পর বছর পর্যন্ত লেগে যেতে পারে।

ইসলামের সৌন্দর্য দেখলেন দর্শকগণ

(প্রথম পাতার পর)

আসেনি। এছাড়া ইভটিজিং বা হয়রানির অভিযোগও জানাননি কোনো নারী। এত বড় একটি আয়োজন নীতির মধ্যে থেকে এমনভাবে সফল করার জন্য ধন্যবাদ পাচ্ছে কাতার। ফুটবল বিশ্বকাপের গ্যালারিতে বসে অ্যালকোহল ছাড়া খেলা দেখা সম্ভব এটি কয়েকদিন আগেও অকল্পনীয় ছিল ভক্তদের কাছে। এছাড়া বিকিনি, অশ্লীলতা ছাড়াও যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইভেন্ট আয়োজন করা যায় তাও ছিল ধারণার বাইরে। সেই অসম্ভব কাজটি শেষ পর্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করেছে কাতার বরং কাতারে ফুটবল দেখতে আসা লাখ লাখ দর্শক দেখে গেলেন ইসলামের সৌন্দর্য। বিশ্বকাপ কাতারে বসা নিয়ে অনেকের আপত্তি ছিল। সেই আপত্তি কয়েকগুণ বেড়ে যায়, যখন আসার শুরুর মাত্র কিছুদিন আগেই কাতার স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, সেখানে অবৈধ সঙ্গী নিয়ে থাকা যাবে না। পরা যাবে না খোলামেলা পোশাকও।

এ নিয়ে বেজায় চটে পশ্চিমা বিশ্ব। তবে তাদের নীতিতে অনড় থেকেছে কাতার। শেষ পর্যন্ত এসব নিয়ম মেনেই বিশ্বকাপ দেখতে এসেছেন লাখো দর্শক। ২০১০ সালে নিশ্চিত হয় যে ২০২২ সালের বিশ্বকাপের আসর বসবে কাতারে। তারপরই দেশটি এই আয়োজন ঘিরে অকল্পনীয় পরিকল্পনা হাতে নেয়। দ্রুত শুরু করে বাস্তবায়ন। একের পর এক চোখ ধাঁধানো স্টেডিয়াম বানিয়েই খ্যান্ত হয়নি আল থানিদের কাতার। রাস্তা-ঘাট, হোটেলসহ অত্যাধুনিক যাদুঘর নির্মাণ করে তারা। তবে এসবের পাশাপাশি তারা যে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা করে তা হলো আরব ও ইসলামের সৌন্দর্য প্রদর্শন। রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে লিখে দেয় ইসলামের বানী, মহানবীর বিভিন্ন কথা। আসর জুড়ে হাজারো স্বেচ্ছাসেবকরা পশ্চিমা ও কথিত আধুনিক দর্শকদের হিজাবের মর্ম বুঝায়। তাদেরকে হিজাব পরিয়ে উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করে। মসজিদে মসজিদে হাজার হাজার তরুণ ফুটবল দর্শকদের ইসলাম সম্পর্কে ধারণা দেয়। বিশ্বকাপের ভক্তদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে মসজিদগুলো। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা প্রচুর লোক মসজিদগুলোতে সময় কাটান ও ইসলাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন। মসজিদে বেশিরভাগ দর্শনার্থীকে পর্যবেক্ষণ করতে দেখা যায়। এছাড়া মুয়াজ্জিনের আজান, কাতারি স্থাপত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে অনেকে আগ্রহী ছিলেন। মসজিদের দরজায় ৩০টিরও বেশি ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে বৈদ্যুতিন বোর্ডগুলো দর্শকদের তাদের ফোনে দেখার অনুমতি দেওয়ার জন্য স্থাপন করা হয়। যারা চান তাদের দেওয়া হয় বিভিন্ন ভাষায় ইসলাম পরিচিতিমূলক পুস্তিকা। কাতারের আওকাফ এবং ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০২২ বিশ্বকাপের সময় ইসলাম এবং এর শিক্ষাগুলো প্রচার করার জন্য একটি প্যাভিলিয়ন চালু করে।

www.weeklybangladeshusa.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-5600
Fax: 718-565-5686

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করে থাকি

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine
Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

jashn

PARTIES | EVENTS | MEETINGS

A Beautiful and Intimate Venue For Your Next Event

THE PERFECT PLACE TO CELEBRATE

- Weddings
- Engagements
- Mehandi
- Birthdays
- Sweet Sixteens
- Baby/Bridal Showers
- Family Reunions
- Association Meetings/ Conferences

CAPACITY UP TO 100 PEOPLE

Call Now to Book your Event

917-940-2433

165-23 Hillside Avenue, Queens, NY 11432

jashnnye@gmail.com www.jashnnye.com

MUNIBUR MEDICAL LLC

মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ
PSYCHIATRIST

DISABILITY ANALYST AND FELLOW
American Board of Disability Analysts

এখানে **Schizophrenia, Bipolar, Depression** বা বিষণ্ণতা, **Anxiety** বা দু:শ্চিন্তা, বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি **(Phobia)** যেমন পরীক্ষাভীতি, মৃত্যু ভয়, **Panic disorder, OCD**, শুচিবাই, সন্দেহ প্রবণতা, ঘুমের সমস্যা, প্রসবের আগে ও পরের মানসিক সমস্যা বা ডিপ্রেশন অবস্থাজনিত মানসিক সমস্যা, অহেতুক মাথা ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা এবং অন্যান্য মানসিক রোগ ও মানসিক সমস্যার চিকিৎসা করা হয়।

মুনিবুর রহমান খান, M.D.

- জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা এবং ব্রুকলীনে বাংলাদেশী বোর্ড সার্টিফাইড সাইকিয়াট্রিষ্ট
- Diplomat American Board of Psychiatry and Neurology
- Attending Physician - Creedmoor Psychiatric Center, Queens, NY

Jackson Heights Office
37-28, 3rd Fl. 77th Street
Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-205-1779

Brooklyn Office
303 Beverly Road, Suite # 3
Brooklyn, NY 11218
Tel & Fax: 718-633-3134

Jamaica Office
170 -12 Highland Ave, Suite#102
Jamaica, NY 11432
Fax: 718-206-1733

Hospital Affiliations

- Queens General Hospital, Queens, NY
- Kings County Hospital Center, Brooklyn, NY
- Woodhull Hospital, Brooklyn, NY

প্রায় সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স ও মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

Tel: 347-251-2371, 917-660-6127, 347-251-2371

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:

- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- **DMV**-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- **WIC** ফর্ম
- **PAP Smear** পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD. FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
64-17, Broadway
(bet. 64th & 65th st.)
Woodside, NY 11377
(subway E,F,R,N,V,G,7,)
Ph. 718-424-0309
718-424-0137

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800

আমরা ৭ দিনই খোলা

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করলেন বাংলাদেশের মেয়ে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সুরাইয়া

বাংলাদেশ ডেস্ক : বাংলাদেশের মেয়ে সুরাইয়া আক্তার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় থেকে সম্প্রতি পিএইচডি শেষ করেছেন তিনি। তাঁর পিএইচডির বিষয় ছিল 'প্রতিবন্ধিতা ও বাংলাদেশের নারী'। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এরই মধ্যে চাকরির প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি। সুরাইয়া আক্তার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রথম দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীও ছিলেন তিনি। ২০১৭ সালে স্বামী মিজানুর রহমান ও এক সন্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন সুরাইয়া আক্তার। তাঁর স্বামীও যুক্তরাষ্ট্রের একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে পিএইচডি শেষ করেছেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন সুরাইয়া আক্তার। সেখান থেকে প্রথম আলোর সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলেন তিনি। সুরাইয়া বলেন, 'বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বহু বছর ধরে কাজ করছেন-এমন ব্যক্তিরা তাঁদের ফেসবুক পেজে লিখেছেন, বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী নারীদের মধ্যে আমিই প্রথম পিএইচডি করলাম। আর এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকেরা বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে আমিই প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী হিসেবে পিএইচডি শেষ করলাম। আমি প্রথম কি না জানি না, তবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আমি পিএইচডি শেষ করতে পেরেছি, সেটাই বড় কথা।'

সুরাইয়া আক্তার রেটিনার সমস্যায় ভুগছেন। চার বোনের মধ্যে তাঁর আরেক বোনও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। সুরাইয়া জানান, ঘরের মধ্যে আলো জ্বালানো থাকলে তিনি হয়তো বুঝতে পারেন তাঁর সামনে একটি বিছানার চাদর আছে, তবে তার প্রিন্ট বা নকশা বুঝতে পারেন না। আস্তে আস্তে সামনের সবকিছু ধূসর থেকে গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই তিনি এ সত্যকে মেনে নিয়েছেন। প্রতিবারই 'আমি পারব'-এটি প্রতিষ্ঠিত করেই তাঁকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। ছোট ছোট দুই ছেলেকে নিয়ে পিএইচডি শেষ করতে পারার পেছনে স্বামী মিজানুর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন সুরাইয়া। তিনি জানান, পিএইচডি শেষ করার পর যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর স্বামীর চাকরি হয়েছে। একই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকেও একটি চাকরির প্রস্তাব দিয়েছে। তবে আপাতত ছয় মাস তিনি তাঁর দুই ছেলেকে সময় দেবেন। বড় ছেলের বয়স সাড়ে আট বছর আর ছোট ছেলের বয়স আড়াই বছর। সুরাইয়া আরও জানান, ২০১৭ সালে তাঁর স্বামী শিকাগোর ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়ে পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য নির্বাচিত হলেও তিনি সে বছর ভর্তি না হয়ে পরের বছর ভর্তি হন। এই সময়ে তিনি তাঁকে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডির জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করেন। তারপর দুজন একসঙ্গেই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগে পিএইচডি করতে আসেন। সুরাইয়া বলেন, 'পিএইচডি করতে গিয়ে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। সুপারভাইজারের বকা খেয়ে কিছুদিন পরপরই মনে হতো, আর পড়াশোনা করব না। পরে স্বামী বুঝিয়ে আবার শান্ত করতেন। ছোট ছেলের জন্মের পর প্রসবপরবর্তী জটিলতায় মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। বেশ কিছু দিন থেরাপি নিতে হয়ে। এর মধ্যে বিশ্বব্যাপী করোনা শুরু হয়। তবে করোনার কারণে আমরা দুজন বাসা থেকেই পিএইচডির সব কাজ শেষ করতে পারি। এটা আমাদের জন্য ছিল বাড়তি পাওয়া।'

সুরাইয়া জানান, পিএইচডির আওতায় বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী নারীদের অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত লেখাগুলো তিনি বিশ্লেষণ করেন। ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধী নারীদের প্রজননস্বাস্থ্য এবং এ স্বাস্থ্য নিয়ে নারীদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টিতে কাজ করতে চান। স্ত্রী সুরাইয়া আক্তারের পিএইচডি শেষ করার পর স্বীকৃতি প্রদান অনুষ্ঠানের ছবি পোস্ট করে মিজানুর রহমান ফেসবুকে লিখেছেন, বিয়ের প্রথম দিনই স্ত্রীর কাছে স্ত্রীর স্বপ্নের কথা জানতে চেয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর বাবা খুব খুশি হবেন যদি তিনি বিশ্বের নামকরা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি শেষ করতে পারেন। মিজানুর লিখেছেন, সেই দিনই তিনি তাঁর স্ত্রীর এই স্বপ্ন পূরণে পাশে থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। এখন স্ত্রীর সেই স্বপ্ন বাস্তব হয়েছে। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা উন্নয়নবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. নাফিসুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'আমার জানা মতে, সুরাইয়া শুধু প্রতিবন্ধী নারীদের মধ্যে নয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যেও প্রথম, যিনি দেশের বাইরে বিশ্বের নামকরা একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি শেষ করলেন। এটি বাংলাদেশের জন্যও অনেক বড় পাওয়া।' সুরাইয়া-মিজানুর দম্পতির পরিচয় হয় প্রতিবন্ধিতা সূত্রেই। প্রতিবন্ধীবান্ধব সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন তাঁর স্বামী মিজানুর রহমান। ২০০৮ সালে বাংলাদেশে গড়ে তোলেন ফিজিক্যালি-চ্যালেঞ্জড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (পিডিএফ) নামের একটি সংগঠন। এ সংগঠনের কাজের মধ্যে রয়েছে সমাজের স্বাভাবিক মানুষদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পিডিএফের কমিটি কাজ করছে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য। মিজানুর রহমান ছিলেন এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। যুক্তরাষ্ট্রেও সংগঠনের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। সুরাইয়া-মিজানুর দম্পতির পরিচয় হয় প্রতিবন্ধিতা সূত্রেই। প্রতিবন্ধীবান্ধব সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন তাঁর স্বামী মিজানুর রহমান। ২০০৮ সালে বাংলাদেশে গড়ে তোলেন ফিজিক্যালি-চ্যালেঞ্জড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (পিডিএফ) নামের একটি সংগঠন। এ সংগঠনের কাজের মধ্যে রয়েছে সমাজের স্বাভাবিক মানুষদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পিডিএফের কমিটি কাজ করছে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য। মিজানুর রহমান ছিলেন এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। যুক্তরাষ্ট্রেও সংগঠনের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। সুরাইয়া ফিরে গেলেন তাঁর ছোটবেলায়। বলেন, নীলফামারীতে তখন স্বাভাবিক মেয়ে বাচ্চাদের পড়াবেন কি না, তা-ই নিয়ে অভিভাবকেরা চিন্তা করতেন, সেই জায়গায় প্রতিবন্ধী মেয়েকে পড়াবেন, সে চিন্তা করাটা কঠিন ছিল। তিনি আরও বলেন, 'পড়াশোনার প্রতি ধাপে আমি পারব, তা প্রমাণ করতে হয়েছে। আমাকে একটিবার সুযোগ দেওয়া হোক, সে আবেদন করতে হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির সদস্যরা আমার মা-বাবাকে বুঝিয়ে পড়াশোনার জন্য ঢাকায় পাঠান। এ সংগঠন থেকেই এসএসসি পরীক্ষার পর প্রথম ব্রেইল শিখি। আস্তে আস্তে মা-বাবা আমার পড়াশোনার গুরুত্বটা বুঝতে শুরু করেন।' দেশে থাকার সময় সুরাইয়া উইমেন উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক শারীরিক প্রতিবন্ধী আশরাফুন নাহার মিষ্টির প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান সুরাইয়া। আর পিডিএফ তো তাঁর জীবনটাই পাল্টে দিয়েছে। বাংলাদেশে ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পড়াশোনার বিষয়ে বলতে গিয়ে সুরাইয়া বললেন, 'বাংলাদেশে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে পদে পদে মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তুমি প্রতিবন্ধী, তুমি এটা পারবে না। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে আমি যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করলাম, সেখানে প্রতিবন্ধিতা-বিষয়ক রিসোর্স সেন্টার আছে। আমার প্রতিবন্ধকতার জন্য কার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে, তা সবই ছিল রিসোর্স সেন্টারের দায়িত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়, ফুটপাতসহ সব জায়গায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। আমি প্রতিবন্ধী, তার দায় আমার না।' সুরাইয়া বলেন, 'দেশে আমি সাদাছড়ি ব্যবহারে লজ্জা পেতাম। বিভিন্ন আড্ডা এড়িয়ে যেতাম মানুষের বাজে মন্তব্য শুনতে হবে বলে। আর এখানে আমি সাদাছড়ি হাতে নিয়ে চলাফেরা করতে গর্ববোধ করি। ছেলেকে স্কুলবাস থেকে নামিয়ে বাসায় ফেরা, চিকিৎসকের কাছে যাওয়া-এ কাজগুলো একাই করতে পারছি। অথচ বাংলাদেশে এই কাজগুলোর জন্যও অন্যের ভরসায় চলতে হতো। এখানে চলতে গিয়ে আমি রাস্তার মাঝখানে চলে গেলে গাড়িগুলো আমার জন্য থেমে যাচ্ছে, কেউ না কেউ আমার পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। আমি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তা নিয়ে এখন আর কোনো গ্লানি নেই।' স্বামী মিজানুর রহমান সব সময় সুরাইয়ার পাশে থাকছেন। দুই ছেলে মাকে কতটুকু বুঝতে পারে-এ প্রশ্নে সুরাইয়া বলেন, 'শুধু আমার দুই ছেলে নয়, আমার বোনের বাচ্চারাও কীভাবে যেন বুঝে গিয়েছিল আমার সীমাবদ্ধতার কথা। আমার আড়াই বছর বয়সী ছোট ছেলেও তার কিছু লাগলে বা শরীরের কোনো জায়গায় সমস্যা হলে আমার হাতটি নিয়ে সেখানে ধরে তা বোঝানোর চেষ্টা করে।' দেশে ফিরবেন কি না-এ প্রশ্নে কিছুটা থামলেন সুরাইয়া। বলেন, 'পিএইচডি করে দেশে ফিরলেও হয়তো কোনো প্রতিষ্ঠানের রিসেপশনিস্ট হিসেবে চাকরি পাব, এর বেশি কিছু তো হওয়া সম্ভব নয়। তাই আপাতত দেশে ফেরার ইচ্ছা নেই। তবে প্রতিবন্ধিতা, প্রতিবন্ধী নারীর অধিকার রক্ষা-এসব বিষয় নিয়ে সব সময় কাজ করে যাব।'

চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনকের বিজয় দিবস

নিউইয়র্ক : গত ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনকের উদ্যোগে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংগঠনের ব্রুকলীনস্থ কার্যালয় চট্টগ্রাম ভবনে অনুষ্ঠিত হয় । নবগঠিত অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সদস্য মাকসুদুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সদস্য আহসান হাবীবের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ট্রাস্ট্রি বোর্ড চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ, সাবেক সভাপতি কাজী আজম, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ট্রাস্ট্রি বোর্ডের সাবেক কো-চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান সিরাজী, সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান মনির আহমেদ, সাবেক সভাপতি সরোয়ার জামান সিপিএ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার জাহাঙ্গীর আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আজীবন সদস্য আবুল কাসেম ভূঁইয়া প্রমুখ।

অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সদস্য মো. নুরুল আনোয়ারের কোরান তেলাওয়াতের মধ্যে শুরু হওয়া এ অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির অন্যতম সদস্য মেহবুবর রহমান বাদল, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সদস্য মো. আবু তাহের, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ খোরশেদ খন্দকার প্রমুখ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান মনির আহমেদ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইসহাক, অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সদস্য– মীর তাহের রাসেল, মোহাম্মদ সুমন উদ্দীন, মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন আতিক, ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া ও মোহাম্মদ হারুন, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, ইকবাল হোসেন, মেজবাহ উদ্দীন, মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আক্তার।

আরো উপস্থিত ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মহাসচিব মোহাম্মদ সেলিম, নাজিম উদ্দীন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জসিম উদ্দীন, মো. শওকত হোসেন, মোহাম্মদ আজম, বদিউল আলম, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ ইউসুফ, নিখিল বড়ুয়াসহ অসংখ্য চট্টগ্রামবাসী। সভায় বক্তারা বলেন, বিজয়ের ৫১ বছর পরও বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। ২২ পরিবারের বিরুদ্ধে সেদিন যুদ্ধ করলেও আজ বাংলাদেশে ২২ হাজার লুটেরা পরিবারের জন্ম নিয়েছে। জাতির সামনে আজও পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রকাশিত হয়নি।

মুক্তিযোদ্ধারা আরো বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গরিব মেহনতি মানুষের সন্তানরাই মুক্তিযুদ্ধ করে এ দেশ স্বাধীন করেছিল। ধনিক শ্রেণির কোন সন্তান যুদ্ধে অংশ না নিলেও আজ তারাই স্বাধীনতার ধারক-বাহক হিসেবে নিজেরদেরকে বুঝাতে চায় এবং বাংলাদেশকে আজ তারাই লুট করছে। সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী তার বক্তব্যে নবগঠিত অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণণা দেন এবং উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে বাংলাদেশ বেতারের শিল্পী আলী মাহমুদের সংগীত পরিবেশনা ও নৈশ ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ করতে আসছেন রন ডিস্যান্টিস

(প্রথম পাতার পর)

রিপাবলিকানরা এখন ট্রাম্পকে ছাড়াই রন ডিস্যান্টিসের মধ্যে ট্রাম্পবাদ খুঁজতে শুরু করেছেন। কী এমন জাদু করেছেন ডিস্যান্টিস? উত্তরটা ট্রাম্পের হাবভাবেই বুঝে যাওয়ার কথা। রন ডিস্যান্টিসকে নিয়ে ট্রাম্প বেশ বিব্রতকর পরিস্থিতিতেই পড়েছেন। তাঁর দল থেকে উঠে এসে ডিস্যান্টিস যে এখন তাঁরই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নতুন কিছু নয়। তবে ট্রাম্পকে রিপাবলিকান নেতা হিসেবে সহজে কেউ টলাবে, তা এই কিছুদিন আগেও বোধ হয় সহজে ধারণা করা সম্ভব ছিল না। তবে ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস যে জনপ্রিয়তা নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে টক্কর দিতে যাচ্ছেন, তাতে ট্রাম্পকে বিপদের মুখে পড়তে হতে পারে। ইউএসএ টুডে ও সাফোক ইউনিভার্সিটির এক নতুন জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকানদের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে বড় ব্যবধানে এগিয়ে গেছেন ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস। নতুন এক জরিপে সাবেক প্রেসিডেন্টের চেয়ে ২৩ পয়েন্ট এগিয়ে আছেন তিনি। আর এই জরিপের ফল নিয়ে ট্রাম্পের অস্বস্তিতে পড়াই স্বাভাবিক।

ডিস্যান্টিস যে ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে এগিয়ে আসতে যাচ্ছেন, তা তিনি আগেই টের পেয়েছিলেন। পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে ২০২৪ সালে। সেই নির্বাচনে আবারও রিপাবলিকান পার্টির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে চান সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর সেই নির্বাচনে যেন দলীয় মনোনয়নের দৌড়ে শামিল না হন, সে জন্য দলের আরেক সম্ভাব্য প্রার্থী রন ডিস্যান্টিসকে রীতিমতো হুমকিও দিয়ে রেখেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের এই ভীতির কারণ ডিস্যান্টিসের জনপ্রিয়তা। ফ্লোরিডার গভর্নর পদে রিপাবলিকান পার্টির হয়ে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে তিনি জনপ্রিয়তা বাড়ার প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁকে হুমকি দিয়ে ট্রাম্প বলেই ফেলেছেন, 'ডিস্যান্টিস যদি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করেন, তবে নিজের বড় ক্ষতি করবেন। আমি মনে করি না যে এটা দলের জন্য ভালো কিছু হবে।' ফ্লোরিডার এই গভর্নর সম্পর্কে তাঁর কাছে এমন কিছু তথ্য আছে, যেগুলো 'যথেষ্ট তৃপ্তিদায়ক' হবে না বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প। তবে ট্রাম্পের হুমকিকে পাত্তা দিচ্ছেন না ডিস্যান্টিস। অন্তত তাঁর জনপ্রিয়তা এসব হুমকি ঠেলে এগিয়ে যেতে উৎসাহ জোগাচ্ছে। জরিপের ফলাফলে তারই প্রতিফলন ঘটছে। জরিপে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ৪৭-৪০ শতাংশ ব্যবধানে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে আছেন। আর রন ডিস্যান্টিস ৪৭-৪৩ শতাংশ ব্যবধানে বাইডেনের চেয়ে এগিয়ে আছেন। বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি শেষ হওয়া মধ্যবর্তী নির্বাচনে ৪৪ বছর বয়সী ডিস্যান্টিস রীতিমতো ঝড় তুলেছেন। এতে তিনি রিপাবলিকানদের সবচেয়ে বড় উদীয়মান তারকায় পরিণত হয়েছেন এবং ট্রাম্পের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। ২০২৪ সালের মার্কিন নির্বাচনে দলের প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে জোরালো দাবিদার এখন তিনি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, প্রেসিডেন্ট পদে লড়াই করার জন্য ডিস্যান্টিস প্রস্তুত কি না, তা নিয়ে। তিনি এখনো প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে চান কি না, তার কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি। তিনি বলেছেন, আপাতত গভর্নরের দায়িত্বেই তিনি মনোযোগ দিতে চান। তিনি প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার প্রশ্ন এড়িয়ে চলছেন। কিন্তু যতই প্রশ্ন এড়িয়ে চলুন না কেন, ডিস্যান্টিসের প্রস্তুতি কিন্তু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে অংশ নেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাঁর আত্মজীবনী 'দ্য কারেজ টু বি ফ্রি' আগামী বছর মুক্তি পাচ্ছে। প্রকাশকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'এটা সেই মানুষের গল্প, যিনি লড়াই করে যুদ্ধের পর যুদ্ধ জিতেছেন। তিনি শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বিরোধীদের হারাননি, তিনি গণমাধ্যমের অপপ্রচারের বিরুদ্ধেও লড়েছেন।' ডিস্যান্টিস তাঁর গভর্নর পদে নির্বাচনী লড়াই চালানোর জন্য ২০ কোটি ডলারের বেশি তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে এক কোটি ডলার তিনি পেয়েছিলেন লাস ভেগাসের এক আবাসন ব্যবসায়ীর কাছ থেকেই। তিনি যে তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন, তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। এখনো তাঁর ব্যাংকে ৯ কোটি ডলারের বেশি রয়ে গেছে। এখনো তিনি তহবিল সংগ্রহ করছেন। তাঁর ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারের কারণেই ঢাকা পড়েছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী শার্লি ক্রিস্ট। ডিস্যান্টিস এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, 'আমরা দেখিয়ে দিয়েছি। ফ্লোরিডায় কীভাবে ভোট করতে হয়, তা দেখিয়ে দিয়েছি। আমরা এখানে ফ্লোরিডার ইতিহাসের সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছি। একসময় ফ্লোরিডাকে সুইং স্টেট ধরা হলেও এখন তা রিপাবলিকানদের ঘাঁটি বলাই যায়।' রিপাবলিকান পার্টির গণমাধ্যম পরামর্শক জিয়ানকার্লো সোপো বলেন, গভর্নর নির্বাচনে ডিস্যান্টিসের ব্যাপক জয় তাঁর গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়িয়েছে। তিনি জানেন কীভাবে রিপাবলিকান ভোটারদের জাগিয়ে তুলতে হয়। তিনি রিপাবলিকানদের পাশাপাশি স্বতন্ত্র ও ডেমোক্র্যাটদের ভোটও টেনেছেন। জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও এখনো কেন ডিস্যান্টিস ট্রাম্পের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছেন না, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম এনপিআর এর তিনটি কারণ তুলে ধরেছে। প্রথমটি হচ্ছে গভর্নর থেকে ডিস্যান্টিস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে পারবেন না। ফ্লোরিডার আইন অনুযায়ী, নির্বাচনে অংশ নিতে হলে তাঁকে পদ ছাড়তে হবে। এ ছাড়া রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে ডিস্যান্টিসের বেশ কিছু রক্ষণশীলতার দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি করোনা মহামারির সময় টিকা ও মাস্কের বিরুদ্ধে ছিলেন। এ ছাড়া তিনি রক্ষণশীল নীতির সমর্থন দিয়েছেন। ১৫ সপ্তাহের পর গর্ভপাত নিষিদ্ধ করার একটি আইনও অনুমোদন করেছিলেন তিনি। এসব নীতির কারণে তিনি ফক্স নিউজের নিয়মিত মুখ। ট্রাম্পের হুমকি নিয়ে সরাসরি কোনো কথা বলেন না ডিস্যান্টিস। তিনি বলেন, এগুলো কেবল কথার কথা। তিনি কোনো বক্তৃতায় ট্রাম্পের নামও নেন না। উত্তর ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক মাইকেল বাইন্ডারের মতে, ডিস্যান্টিস মূলত ট্রাম্প হয়ে উঠতে চান। তবে তিনি ট্রাম্পের মতো অসংলগ্ন কথাবার্তা, টুইটারের লড়াই বা ব্যক্তি আক্রমণ থেকে দূরে থাকার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেন। ডিস্যান্টিসের এখনো প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হওয়ার লড়াইয়ে নামার ঘোষণা না দেওয়ার আরেকটি কারণ বলেছেন মাইকেল বাইন্ডার। তিনি বলেন, এখনই দলীয় কোন্দল চান না ডিস্যান্টিস। যদি এখনই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেন, তবে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর লড়াই শুরু হবে। বর্তমানে গভর্নর হিসেবে তিনি ট্রাম্পকে উপেক্ষা করেই বিভিন্ন দাতার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। এমনকি বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে গিয়ে ভোটের প্রচার করতে পারেন। ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাইকেল ম্যাকডোনাল্ড মনে করেন, ডিস্যান্টিস ব্যক্তিগত আক্রমণের পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর দিকে মনোনিবেশ করতে পছন্দ করেন। এটাই তাঁকে ট্রাম্পের থেকে আলাদা করে তুলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তর অঙ্গরাজ্যের গভর্নর পদটি ডিস্যান্টিসের জন্য অনেক কিছু। কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদে লড়াই করলে তিনি আরও আলোচনায় আসবেন। কিন্তু প্রকৃত সমস্যা হলো, এখনো ট্রাম্পের মতো ততটা পরিচিত নন ডিস্যান্টিস। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বাইন্ডার বলেন, ডিস্যান্টিস বিতর্কে পারদর্শী নন। ২০ হাজারের বেশি মানুষের জনসভাকে তিনি জাগিয়ে তুলতে পারেন না। ডিস্যান্টিসের সমর্থকদের জন্য আরেকটি সতর্কবার্তা জেনে রাখা ভালো। তা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাসে শুরুর দিকে প্রেসিডেন্ট পদের দৌড়ে এগিয়ে থাকা ব্যক্তির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় না। উদাহরণ হিসেবে উইসকনসিনের সাবেক জনপ্রিয় গভর্নর স্কট ওয়াকারের কথা বলা যেতে পারে। ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে তিনিই এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁকে ছাপিয়ে যান ট্রাম্প। এখন ডিস্যান্টিস ও ট্রাম্পের মধ্যে কে রিপাবলিকান পার্টি থেকে সামনে আসবেন, সেটা দেখার অপেক্ষায় বিশ্ব। এএফপি, রয়টার্স ও এনপিআর অবলম্বনে

চীনের সংক্রমণ বিশ্বের জন্য উদ্বেগের : যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশ ডেস্ক : চীনে করোনা সংক্রমিত হওয়া ব্যক্তিদের সংখ্যা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র নেড প্রাইস গত ১৯ ডিসেম্বর বলেছেন, এমন সংখ্যা বিশ্বের জন্য উদ্বেগের। গত ২০ ডিসেম্বর এ তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স। নেড প্রাইস বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশা বেইজিং কভিডের বর্তমান প্রাদুর্ভাব মোকাবিলা করতে সমর্থ হবে। কেননা, চীনা অর্থনীতির আকৃতির ফলে দেশটিতে সংক্রমণের সংখ্যা দুনিয়াজুড়ে একটি উদ্বেগের বিষয়। তার ভাষায়, 'চীনের জিডিপির আকার, অর্থনীতির আকারের বাস্তবতায় ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বিশ্বের বাকি অংশের জন্য উদ্বেগের।' চীনের কভিড পরিস্থিতি ভালো হওয়া শুধু দেশটির জন্যই নয়, বরং দুনিয়ার বাকি অংশের জন্যও ভালো বলে মন্তব্য করেন নেড প্রাইস। এদিকে কভিড বিধিনিষেধ শিথিলের পর চীনে করোনায় প্রথম মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। গত ১৯ ডিসেম্বর বেইজিংয়ের কর্তৃপক্ষ দুই জনের মৃত্যুর খবর দেওয়ার পর লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যায়।

www.weeklybangladeshusa.com

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
Sleep and Lung Center
আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকালীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

শতাব্দী শেষে বিলীন হবে প্রতি ১০ প্রজাতির একটি

বাংলাদেশ ডেস্ক : বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে শতাব্দীর শেষ নাগাদ প্রতি ১০টি গাছ ও প্রাণীর মধ্যে একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রায় তিন হাজার বিজ্ঞানী কপ১৫-এর শেষ দিনের আলোচনায় বিভিন্ন দেশের সরকারগুলোকে পরিবেশের এ ধ্বংসযজ্ঞ আটকানোর আহ্বান জানানোর পর নতুন একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, জলবায়ু সংকটের কারণে আগামী দশকে বিলুপ্তির মুখে পড়ার ঝুঁকি আরো বাড়বে। শিকারিরা তাদের শিকার হারাবে, পরজীবীরা হোস্ট হারাবে এবং তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় পৃথিবীতে জীবনের বুনন নষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। গত ১৬ ডিসেম্বর সায়েন্স অ্যাডভান্সেসে এ গবেষণাপত্র প্রকাশ হয়। লিফ ফ্রগ থেকে শুরু করে বাস্কিং শার্ক পর্যন্ত বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা গাছ ও প্রাণীগুলোকে পর্যবেক্ষণ করছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনভারসেশন অব নেচার (আইইউসিএন) রেড লিস্ট। সেখানে বিজ্ঞানীরা ১ লাখ ৫০ হাজার ৩৮৮টিরও বেশি প্রজাতির ঝুঁকির বিষয়ে নিজেদের বিশ্লেষণ জানিয়েছেন। তারা আরো জানিয়েছেন, ৪২ হাজারের বেশি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে মানুষের কর্মকাণ্ডের কারণে।

গবেষণায় জীবনের বিন্যাস কাঠামোর ওপর বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও ভূমির ব্যবহার বদলে যাওয়ার প্রভাব বোঝার জন্য সুপারকম্পিউটার ব্যবহার করে একটি মডেল কৃত্রিম পৃথিবী তৈরি করা হয়। গবেষকরা বলছেন, ২০৫০ সালের মধ্যে ৬ শতাংশ গাছ ও প্রাণী হারিয়ে যাবে। আর সে সময় কার্বন নিঃসরণ হারের পথটির অবস্থান হবে মাঝামাঝি। শতাব্দীর শেষ নাগাদ বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়নের মাত্রা ১৩ শতাংশ হবে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে ২১০০ সাল নাগাদ ২৭ শতাংশ গাছ ও প্রাণী মারা যাবে। এ গবেষণার সহযোগী অস্ট্রেলিয়ার ফ্লিন্ডার ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কোরে ব্র্যাডশ বলেন, গবেষণাটি খুবই আলাদা। কারণ এর মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের ওপর পরোক্ষ প্রভাবের জন্য দায়ী চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া সরাসরি প্রভাবের বাইরে স্থানীয় খাদ্য বিন্যাসের কারণে প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে পড়ার প্রভাব পরিমাপ করা হয়। এ ফলাফল থেকে বোঝা যায়, খাদ্য বিন্যাসের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের কারণে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি বৃদ্ধি পায়। এ গবেষক বলেন, এখানে আমরা একটি শিকারি প্রজাতির কথা ভাবতে পারি, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যার শিকার হারিয়ে যাচ্ছে। শিকার প্রজাতি হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে 'প্রাথমিক বিলুপ্তি' হিসেবে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু যদি কিছুই খাওয়ার মতো না থাকে তাহলে শিকারিও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অথবা ভেবে দেখুন, বন উজাড়ের কারণে একটি পরজীবী যদি তার আশ্রয়দাতাকে হারিয়ে ফেলে বা খুব বেশি গরমের কারণে কোনো ফুলের গাছ যদি পরাগায়নকারীকে হারায়- তাহলে? এভাবেই প্রতিটি প্রজাতি অন্য কারো না কারো ওপর নির্ভরশীল। ৩৩ হাজারের বেশি প্রজাতির বাস এমন শত শত ভার্চুয়াল বিশ্ব তৈরি করে গবেষকরা দেখেছেন কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির প্রভাবকের কারণে ভার্চুয়াল গাছ ও প্রাণীর মধ্যে সম্পর্কটা বদলে যায়। ভার্চুয়াল এসব প্রজাতি পৃথিবীতে নতুন অঞ্চলে পুনরায় উপনিবেশ স্থাপন করতে পারবে এবং সেগুলো এ ধরনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানিয়ে চলতে পারবে। গবেষকরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনই বিলুপ্তির ক্ষেত্রে বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস

GETWELL MED-CARE P.C

170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432

718-305-1262

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি

বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

SHAMIM AHMED MD, FACP

INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE

Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815

Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।

We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appoinment

Jamaica Office : 168-36 Highland Ave. Jamaica, NY-11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Hollis: 19622 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004

Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile

- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Bonding
- Root Canal Therapy
- Implant Surgery & Restorations

IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY

MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED

WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS

IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S

TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE

FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354

CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ

- জেনারেল চেকআপ
- শারীরিক পরীক্ষা
- ডায়াবেটিস
- হাইপারটেনশন
- হাই কোলেস্টরল এজমা
- ইকেজি
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- ব্লাড টেস্ট
- TLC/Motor Vehicle Exam
- মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

www.weeklybangladeshusa.com

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী
বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

SUTPHIN BLVD OFFICE:
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

JAMAICA OFFICE:
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

হোম কেয়ার সেবায় বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রথম অগ্রদূত
বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের সত্তাধিকারী

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদের জন্য

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামসের সর্বোচ্চ সম্মাননা

আমরা গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত

বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার পরিবার...

BANGLA CDPAP SERVICES
888-212-3237

ALEGRA® HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
888-212-3237

EAR, NOSE, THROAT, ALLERGY, EYE, BREAST, LAPAROSCOPIC & GENERAL SURGERY DOCTORS

- আমরা নাক, কান, গলা ও চোখের চিকিৎসা করে থাকি।
- বিনা ব্যাথায়, বিনা সার্জারিতে সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে সাইনাস ও নাক ডাকা বন্ধের জন্য নতুন চিকিৎসা ।
- যে কোন সময়, যে কোন বিষয়ে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা উন্নত মানের সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Dr. Surinder S. Malhotra M.D.

Board Certified in disease of throat, ear, nose, head and neck surgery, Allergy testing and snoring management (Otolaryngology)

Dr. Gulshan Malhotra M.D.

Ophtalmology

Dr. Rajinder S. Malhotra M.D.

Breast, Laparoscopic and General Surgery

আমরা হেলথ প্লাস ছাড়াও অন্যান্য যে সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

GHI, HIP, 1199, United Health Care, Medicare, Medicaid, HMO-Care plus, Health First, Affinity Wellcare, Fidellis, Metro Plus, Amerigroup.

By Appoinment: 718-830-9000

Queens Tower, 92-29, Queens Blvd, Suite#1H, Regopark, NY 11374 Fax : 718-897-0449

আমরা বাংলায় কথা বলে থাকি

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

www.weeklybangladeshusa.com

‘মধ্যযুগে ফেরার বীভৎস উদাহরণ’

হাতকড়া-ডান্ডাবেড়ি নিয়েই মায়ের জানাজা

(প্রথম পাতার পর)

এলাকায় নিজ বাড়িতে মায়ের লাশ দেখতে নিয়ে যায় পুলিশ। স্থানীয়দের অনুরোধেও খোলা হয়নি তার হাতকড়া-ডাণ্ডাবেড়ি। শোকাচ্ছন্ন আলী আজম হাতকড়া-ডাণ্ডাবেড়ি নিয়েই মায়ের জানাজা পড়ান। এসময় স্থানীয় লোকজন ও বিএনপি নেতাকর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জানাজার একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সমালোচনার ঝড় উঠে। উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পারভেজ আহমেদ বলেন, আলী আজমকে প্যারোলে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু জানাজার সময়ও তার হাতকড়া ও ডান্ডাবেড়ি খুলে দেয়া হয়নি। এটা খুবই দুঃখজনক। স্থানীয়রা জানান, গত ১৮ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে কালিয়াকৈর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. আলী আজমের মা সাহেরা বেগম (৬৭) বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান। মায়ের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শেষবার মাকে দেখতে ও মায়ের জানাজা নিজে পড়াতে আইনজীবীর মাধ্যমে সোমবার প্যারোলে মুক্তির আবেদন করলে আদালত তা মঞ্জুর করেন।

তবে সোমবার না দিয়ে আদালত তাকে মঙ্গলবার তিন ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেন। পরে তিনি প্যারোলে মুক্তি পেয়ে হাতকড়া ও পায়ে ডান্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় নিজ বাড়ির পাশে মায়ের জানাজা পড়ান। জানাজা চলাকালেও আলী আজমের হাতে থাকা হাতকড়া ও পায়ে ডান্ডাবেড়ি খুলে দেওয়া হয়নি। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন জানাজায় উপস্থিত লোকজন। জানাজায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি কাজী সাইয়েদুল আলম বাবুল, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পারভেজ আহমেদসহ উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। মৃতের ছোট ছেলে আতাউর রহমান বলেন, জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করলে তাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি জানাজার নামাজ পড়ানোর সময় তার হাতকড়া ও ডান্ডাবেড়ি খুলে দিতে বললেও পুলিশ খুলে দেয়নি। সম্প্রতি তাকে একটি মিথ্যা রাজনৈতিক মামলায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠায়। এ বিষয়ে গাজীপুর জেলা কারাগারের সুপার মোহাম্মদ বজলুর রশিদ বলেন, ‘আলী আজমকে ৯ জন পুলিশ সদস্যসহ তাঁর বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং জেল আইন অনুযায়ী তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। জানা গেছে, কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা ত্রিমোড় এলাকায় গত ২৯ নভেম্বর আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে হামালার অভিযোগে বিস্ফোরক আইনে করা মামলায় ২রা ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করা হয় মো. আলী আজমকে। এ মামলায় আলী আজমসহ ১১ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয় আরও ১৫০ জনকে। আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের অফিস সহকারী আবদুল মান্নান শেখকে মামলাটির বাদী করা হলেও ওই সময় তিনি বলেছিলেন, ঘটনা ও মামলার বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি বলেছিলেন, ‘কসম, আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না। এখানে আলাউদ্দিন এসআই ছিল। ওই স্যার আমারে বারবার ফোন দিয়া অস্থির কইরা ফেলছে। আমি বলছি, স্যার, আমি দাওয়াতে আছি। আমি দাওয়াতে থাইক্যা মামলা করলাম কীভাবে? আমি ছিলামও না, দেখিও নাই। স্যারেগো আমি কইছিলাম, স্যার, আমারে আপনারা ঝামেলায় ফালাইয়েন না।’ বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার কালিয়াকৈর উপজেলা শাখার সভাপতি শাহজাহান মিয়া বলেন, মানবিক দৃষ্টিতে বিষয়টি খুবই দৃষ্টিকটু। তিনি কোনো দাগী আসামি নন বলে শুনেছি। তাই তাঁকে শুধু হাতকড়া পরিয়ে জানাজায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া যেত।’

‘এটা মধ্যযুগে ফেরার বীভৎস উদাহরণ’

গাজীপুরের বিএনপি নেতা আলী আজমকে হাতকড়া ও ডান্ডাবেড়ি পরানো অবস্থায় মায়ের জানাজায় নেওয়ার ঘটনায় নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়েছে দুটি মানবাধিকার সংগঠন। তারা বলেছে, এটা মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী। এ ছাড়া একজন বিশিষ্ট আইনজীবী বলেন, এটা মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার একটি বীভৎস উদাহরণ। তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদও মনে করেন, আলী আজমের ডান্ডাবেড়ি ও হাতকড়া খুলে দিলে ভালো হতো। মায়ের মৃত্যুর খবরে গত মঙ্গলবার তিন ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পান গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলী আজম। নিজ বাড়িতে নেওয়ার পর তিনি নিজেই মায়ের জানাজা পড়ান। এ সময় তাঁর হাতকড়া ও ডান্ডাবেড়ি পরানো ছিল।হাতকড়া ও ডান্ডাবেড়ি পরানো অবস্থায় মায়ের জানাজায় অংশ নেওয়ার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর এ নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। গতকাল বুধবার ঘটনাটি নিয়ে একটি বিবৃতি দেয় মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে সংস্থাটির পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশের সংবিধানেই বলা আছে, ‘বিচার বা দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাবে না।’ সাংবিধানিক অধিকার থাকা সত্ত্বেও একজন সাধারণ নাগরিককে মায়ের জানাজায় ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে নিয়ে যাওয়া কেবল অমানবিকই নয়; বরং মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী। এখানে উচ্চ আদালতের নির্দেশনাও অনুসরণ করা হয়নি।

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা ত্রিমোড় এলাকায় গত ২৯ নভেম্বর আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে হামলার অভিযোগে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে করা মামলায় ২ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হন আলী আজম। এ মামলার বাদী আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের অফিস সহকারী আবদুল মান্নান শেখ তখন প্রথম আলোকে বলেন, তিনি ঘটনা ও মামলার বিষয়ে কিছুই জানেন না। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক শাহদীন মালিক প্রথম আলোকে বলেন, ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে মায়ের জানাজায় নিয়ে যাওয়া মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার একটি বীভৎস উদাহরণ। দুনিয়ায় বহু কর্তৃত্ববাদী সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপ একসময় স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং জনগণও সেটাকে ক্রমে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ গতকাল বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, কয়েক দিন আগে কয়েকজন জঙ্গি পালিয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে যেভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার ছিল, সেটি করা হয়নি বলে তদন্তে উঠে এসেছে। এ জন্য তাঁরা অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘তাঁরা (পুলিশ কর্মকর্তা) বিষয়টি জানতেন না। যাঁরা সেই বিএনপি নেতাকে বহন করে এনেছিলেন, শুধু তাঁরাই জানতেন; অন্যরা কেউ জানতেন না। তবে আমি মনে করি, জানাজার সময় তাঁর ডান্ডাবেড়ি ও হাতকড়া খুলে দিলে ভালো হতো।’ তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ গত বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, কয়েক দিন আগে কয়েকজন জঙ্গি পালিয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে যেভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার ছিল, সেটি করা হয়নি বলে তদন্তে উঠে এসেছে। এ জন্য তাঁরা অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘তাঁরা (পুলিশ কর্মকর্তা) বিষয়টি জানতেন না। যাঁরা সেই বিএনপি নেতাকে বহন করে এনেছিলেন, শুধু তাঁরাই জানতেন; অন্যরা কেউ জানতেন না। তবে আমি মনে করি, জানাজার সময় তাঁর ডান্ডাবেড়ি ও হাতকড়া খুলে দিলে ভালো হতো।’

মিয়ানমার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিরক্ষা বিল অনুমোদন

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সামরিক ব্যয় অনুমোদন আইন পাস করেছে। আইনটির মধ্যে বার্মা আইন বা দ্য বার্মা ইউনিফাইড থ্রু রিগরাস মিলিটারি অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যাক্ট অফ ২০২১-এর একটি নতুন সংশোধিত সংস্করণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বার্মা আইনটি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে লড়াইরত গণতন্ত্রপন্থী বাহিনীগুলোকে সহায়তার উদ্দেশে তৈরি করা হয়েছে। গত বছরের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে সামরিক জান্তা মিয়ানমার শাসন করে আসছে। ২০২৩ সালের জাতীয় প্রতিরক্ষা অনুমোদন আইনটিতে মিয়ানমার সংশ্লিষ্ট বর্ণনাটি, সামরিক অভ্যুত্থান পরের শাসকগোষ্ঠীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে এবং মিয়ানমারের বিরোধী ও প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোকে সহায়তার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের ক্ষমতা বিস্তৃত করেছে। অনুমোদিত সহায়তার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস ৮ ডিসেম্বর প্রতিরক্ষা আইনটি পাস করে। বার্মা আইনটি প্রস্তাবকারী, পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির প্রধান গ্রেগরি মিকস, ওই দিন দেয়া এক বিবৃতিতে আইনটির পাস হওয়াকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, আমার আইনটি, দ্য বার্মা অ্যাক্ট, অন্তর্ভুক্ত হওয়া বার্মার মানুষজনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয়, যারা কিনা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছেন এবং এটি বার্মার খুনি সামরিক বাহিনীকে জবাবদিহিতা করানোর পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ক্যাম্পেইন ফর আ নিউ মিয়ানমার এর ব্যবস্থাপক, মাইকেল হাক ভিওএ-কে বলেন, ২০০০ এর দশকের শুরুর দিক থেকে বার্মার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নেয়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এটি। সংস্থাটি বার্মার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য কাজ করে আসছে এবং কংগ্রেসে বার্মা সংক্রান্ত বিষয়গুলো য়ে সুপারিশ করে আসছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রতিরক্ষা অনুমোদন আইনটিতে স্বাক্ষর করলে প্রস্তাবিত বার্মা আইনটি চূড়ান্ত আইনে পরিণত হবে। ধারণা করা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট বাইডেন আসন্ন দিনগুলোতেই এই আইনে স্বাক্ষর করবেন। সিএনএন।

ইউক্রেনকে ফের ১৮ হাজার ৫১২ কোটি টাকা সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনকে শুরু থেকেই সহায়তা করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। এবার নতুন করে ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তার খবর পাওয়া গেছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ১৮ হাজার ৫১২ কোটি টাকারো বেশি। খবর আলজাজিরার। মার্কিন বার্তাসংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেসের বরাত দিয়ে আলজাজিরা জানিয়েছে, খুব দ্রুত এ সহায়তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এদিকে ওয়াশিংটনে সফরে যাচ্ছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম মার্কিন মুলুকে সফরে যাচ্ছেন বাইডেনের এই ঘনিষ্ঠ মিত্র। কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আলজাজিরা বলছে, এ সফরে মার্কিন কংগ্রেস পরিদর্শন করতে পারেন জেলেনস্কি। এদিকে ২১ ডিসেম্বর (বুধবার) রাতে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধিবেশনের কথা জানিয়েছেন স্পিকার ন্যান্সি প্যালোসি। গণতন্ত্রের ওপর সুগভীর আলোচনা হতে বলে এই অধিবেশনে। তবে এতে জেলেনস্কি উপস্থিত থাকবেন কিনা এ ব্যাপারে এখনও কোথায়ও কোনো স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

তারিখ: ১৮/১২/২০২২
স্থান: সংস্কৃত চক্র মঞ্চ
গরফা, যাদবপুর, কলকাতা
দিনব্যাপী উৎসব
তারিখ: ১৭/০২/২০২৩
এবং ১৮/০২/২০২৩
স্থান: তপন থিয়েটার হল
রাসবাহারী, কলকাতা।
আসছে ডিসেম্বরে কলকাতায় এবং ফেব্রুয়ারীতে ময়মনসিংহের ত্রিশালে, ঝিনাইদহে,
খুলনার ডুমুরিয়ায়, যশোরের মোয়াপাড়ায় এবং কলকাতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
জীবনভিত্তিক নাটক নিয়ে দুই বাংলায় অনুষ্ঠিত হবে-
ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব
নিউইয়র্ক প্রবাসী নাট্যকার খান শওকত রচিত
নাটকসমূহ মঞ্চস্থ করবে দুই বাংলার
বিভিন্ন নাট্য সংগঠন
আগ্রহী নাট্য সংগঠন সমূহ যোগাযোগ করুন:
Email: kshowkatusa@yahoo.com, Phone & WhatsApp: +1-917-834-8566

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বাংলাদেশকে নিয়ে প্রকাশ্য বিরোধে ঢাকায় রুশ এবং যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস

(প্রথম পাতার পর)

বিরুদ্ধে 'ব্ল্যাকমেইল এবং আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার' অভিযোগ তোলা হয়েছে। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি প্রভাবশালী দেশের কূটনীতিককে ইঙ্গিত করে রাশিয়ার মতো আরেকটি দেশের দূতাবাস থেকে এধরণের বিবৃতি এক নজিরবিহীন ঘটনা। রুশ দূতাবাসের বিবৃতিতে বলা হয়, "কিছু দেশ, যারা নিজেদের 'উন্নত গণতন্ত্র' বলে দাবি করে, তারা অন্য সাবভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে শুধু হস্তক্ষেপই করেনা, এমনকি ব্ল্যাকমেইলও করে।" রুশ দূতাবাস থেকে এই বিবৃতিটি মঙ্গলবার বিভিন্ন গণমাধ্যমে পাঠানো হয়। এতে বলা হয়, তারা কোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। বাংলাদেশকে নিয়ে দুটি দূতাবাসের মধ্যে এরকম কূটনৈতিক বচসার ঘটনার অতীতে দেখা যায়নি।

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের তৎপরতা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের কিছু মন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতারা যখন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, সে সময় ঢাকাস্থ রুশ দূতাবাস এই বিবৃতি দিল। রুশ দূতাবাসের বিবৃতিতে আমেরিকার নাম উল্লেখ না করলেও সেখানে যে আমেরিকা এবং পশ্চিমা দেশগুলোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা বেশ স্পষ্ট। এতে পশ্চিমা দেশগুলোর ভূমিকার কড়া সমালোচনা করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ""যেসব দেশ নিজেদের উন্নত গণতন্ত্র হিসেবে পরিচয় দেয় এসব ঘটনা তাদের আধিপত্য বাদের আকাঙ্ক্ষার চিত্র ফুটে উঠে। জাতিসংঘের সদস্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তারা শুধু হস্তক্ষেপ-ই করেনা, তারা নির্লজ্জভাবে ব্ল্যাক-মেইল করছে।"

এর ফলে অনেক দেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়ে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

"যেসব দেশে নিজেদের বিশ্বের শাসক মনে করে তারা যদি কোন দেশকে পছন্দ না করে তখন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার ছলে সেসব দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে।"

রুশ দূতাবাস বলেছে, "অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার জন্য রাশিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে তার নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রাশিয়ার চাওয়া কী?

যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে তাদের পাল্টা রাশিয়া বিবৃতিতে যেভাবে বাংলাদেশের অবস্থানকে সমর্থন দিচ্ছে, সেটি নজিরবিহীন। ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে আমেরিকা এবং পশ্চিমা দেশগুলো বাংলাদেশের সমালোচনা করলেও চীন, ভারত এবং রাশিয়া সেটি করেনি। এমন অবস্থায় ইউক্রেন যুদ্ধ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়াকে কেন্দ্র করে দুটি পক্ষ দাঁড়িয়ে গেছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের দেশগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নিতে দেখা যাচ্ছে। কিছু দেশ সরাসরি আমেরিকা এবং ইউরোপের সাথে আছে। ভারত, চীনসহ আরো কিছু দেশ আমেরিকার বিপক্ষে না গেলেও রাশিয়ার সাথে তারা ভালো সম্পর্ক বজায় চলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক তানজীম উদ্দিন খান বলেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রাশিয়া যেভাবে প্রকাশ্যে আমেরিকা বিরোধী অবস্থান নিয়েছে তার দুটো কারণ থাকতে পারে। একটি হচ্ছে অর্থনৈতিক। বাংলাদেশে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে রাশিয়া। ফলে এখানে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত আছে।

দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে রাজনৈতিক।

"আমরা যদি রাশিয়ার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করি, রাশিয়াও তো এক ধরণের অথরিটারিয়ান (কর্তৃত্ববাদী) রাষ্ট্রই। যার ফলে অথরিটারিয়ান রেজিমদের ব্যাপারে এবং আমরা যদি গোবালিও দেখি তাদের সমর্থন দেবার ব্যাপারে রাশিয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে," বলেন মি. খান। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, রাশিয়া এবংইউরোপের দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য বজায় রেখেছে। কিন্তু এই ভারসাম্য কতদিন বজায় থাকবে সেটি একটি বড় প্রশ্ন।

বাংলাদেশের গবেষণা সংস্থা বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এবং স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের গবেষক রাজিয়া সুলতানা বলছেন, বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতিতে যেসব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে রাশিয়ান দূতাবাস তাদের বিবৃতির মাধ্যমে সেটির প্রশংসা করেছে। "নিউট্রাল ফরেন পলিসির (নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি) ব্যাপারে বাংলাদেশ সময়ে সময়ে অবস্থান প্রকাশ করেছে," বলেন রাজিয়া সুলতানা। বিশ্ব রাজনীতিতে দেখা যায়, আমেরিকা যেখানে প্রভাব খাটাতে চায় তার বিপরীতে রাশিয়া পাল্টা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করে। বিশ্ব পরিস্থিতিতে এখন সেরকম অবস্থান তৈরি হয়েছে। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি ঝুঁকিও তৈরি করছে বলে মনে করেন অধ্যাপক তানজীম উদ্দিন খান। তিনি বলছেন, শুধু বিশ্ব রাজনীতি নয়, এমন পরিস্থিতির জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও দায়ী।

কোটিপতিরা কর ফাঁকিতে চ্যাম্পিয়ন

(প্রথম পাতার পর)

আয়-ব্যয়ের বা সম্পদের প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায় না। এ দেশে রিটার্নে দেওয়া তথ্য অনুসারে কোটিপতির সংখ্যা ২০ হাজারেরও কম। অথচ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসাবে দেশে কোটিপতির সংখ্যা এর চেয়ে অনেকগুণ বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হিসাবে কোটিপতি হিসাবধারীর সংখ্যা এক লাখের কাছাকাছি। এনবিআরের কার্যক্রম সম্পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় না আসায় এবং লোকবলের স্বল্পতার কারণে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে অনেক সময় রাজস্ব-ফাঁকিবাজদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না।

রিটার্নের তথ্য : ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে ৮২ লাখের বেশি কর শনাক্তকরণ নম্বরধারী (টিআইএন) রয়েছে। নির্ধারিত সময়ে রিটার্ন জমা দিয়েছে ২২ লাখ, এর আগের করবর্ষে দিয়েছিল ১৫.৫ লাখ। প্রতি করবর্ষে নিয়মিত সময়ের মধ্যে গড়ে ২০ লাখ করদাতা রিটার্ন দাখিল করে। প্রতি বছরই বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রিটার্ন জমার সময় দুই-এক মাস বাড়ানো হলে রিটার্ন জমার সংখ্যাও কিছু বাড়ে। এনবিআরের সদস্য (আয়কর নীতি) সামস উদ্দিন আহমেদ বলেন, চলতি করবর্ষে এক মাস সময় বাড়ানোয় রিটার্ন জমার সংখ্যা বাড়বে বলে আমরা আশা করছি। গত ১১ করবর্ষে (২০১১-২২) নিয়মিত সময়ে এনবিআরে জমা দেওয়া রিটার্নের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, প্রতি করবর্ষে ২ কোটি টাকা ও তার বেশি সম্পদের মালিক সংখ্যা এলাকা ও পেশাভেদে প্রায় একই থাকে। ২ কোটি টাকা ও তার বেশি সম্পদের মালিকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ঢাকায় এবং সবচেয়ে কম রংপুরে। ঢাকার পরে চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ। এ পরিমাণ সম্পদের মালিকদের মধ্যে আবাসন খাতের ব্যবসায়ীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এরপর রয়েছে তৈরি পোশাক খাতের ব্যবসায়ী। রাজধানীতে দুই কোটি টাকা ও তার বেশি সম্পদের মালিকরা সবচেয়ে বেশিসংখ্যায় থাকে ধানমন্ডি, গুলশান, উত্তরা, জিগাতলা, কলাবাগান ও পান্থপথ এলাকায়। ২০১১ সালের সম্পদবিবরণী অনুযায়ী ২ কোটি টাকা ও তার বেশি সম্পদ আছে এমন করদাতার সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৩০৩, ২০১২ সালে ৪ হাজার ৮৬৫, ২০১৩ সালে ৫ হাজার ১৪৫, ২০১৪ সালের ২ নভেম্বর পর্যন্ত ৫ হাজার ৩২৯ ও ২০১৫ সালের ২ নভেম্বর পর্যন্ত ৬ হাজার ৭৬১ জন ছিল। ২০২০ করবর্ষে এ সংখ্যা বেড়ে ১৪ হাজারের কিছু বেশি হয়। গত এবং চলতি করবর্ষে রিটার্নের তথ্যানুসারে এ সংখ্যা আরও বেড়েছে। তবে ২৫ হাজারের কম।

কোটিপতির ব্যাংক হিসাব : রিটার্ন থেকে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে মিলছে না বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পাওয়া তথ্য। ২০২২ সালের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বলা যায়, ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত ব্যাংকিং খাতে মোট আমানতকারীর সংখ্যা ১২ কোটি ৯৫ লাখ ১৪ হাজার ৫১৩। ব্যাংকগুলোতে এক কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে এমন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ১ লাখ ৮ হাজার ৪৫৭। তিন মাস আগে ছিল ১ লাখ ৩ হাজার ৫৯৭। অর্থাৎ মাত্র তিন মাসেই দেশে কোটিপতি বেড়েছে ৪ হাজার ৮৬০ জন। ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী, ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকার আমানতকারীর সংখ্যা ৮৫ হাজার ৮৪১। যাদের অ্যাকাউন্টে জমা টাকার পরিমাণ ১ লাখ ৭৬ হাজার ৯০৮ কোটি টাকা। ৫ কোটি থেকে ১০ কোটির মধ্যে রয়েছে ১১ হাজার ৮৬৫টি হিসাব। তাদের অ্যাকাউন্টে টাকার পরিমাণ ৮৪ হাজার ৬৬ কোটি টাকা। এ ছাড়া ১০ কোটি ১ টাকা থেকে ১৫ কোটির টাকার হিসাব রয়েছে ৩ হাজার ৭৬৩টি, ১৫ কোটি ১ টাকা থেকে ২০ কোটির মধ্যে ১ হাজার ৭১৯টি, ২০ কোটি ১ টাকা থেকে ২৫ কোটির মধ্যে ১ হাজার ১৫১টি, ২৫ কোটি ১ টাকা থেকে ৩০ কোটির মধ্যে হিসাব রয়েছে ৮৮৩ জনের, ৩০ কোটি ১ টাকা থেকে ৩৫ কোটি টাকার মধ্যে ৫০২টি এবং ৩৫ কোটি ১ টাকা থেকে ৪০ কোটির মধ্যে রয়েছে ৩০৭ আমানতকারীর হিসাব। ৪০ কোটি ১ টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকার অ্যাকাউন্ট সংখ্যা ৬২১। আলোচিত সময়ে ৫০ কোটি টাকার বেশি আমানত রাখা হিসাবের সংখ্যা ১ হাজার ৮০৫। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭২ সালে দেশে কোটিপতি ব্যাংক হিসাব ছিল মাত্র পাঁচটি। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৭-এ। জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৮-এ। এরশাদ সরকারের পতনের সময় ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে কোটিপতির সংখ্যা ছিল ৯৪৩। ১৯৯৬ সালের জুনে কোটিপতি ব্যাংক হিসাব বেড়ে হয় ২ হাজার ৫৯৪টি। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ হাজার ১৬২-তে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে কোটিপতি ব্যাংক হিসাব সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮ হাজার ৮৮৭-তে। ২০০৮ সালে হয় ১৯ হাজার ১৬৩টি। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে বেড়ে দাঁড়ায় ২৩ হাজার ১৩০-এ। ২০১০ সালের ৩১ ডিসেম্বরে কোটিপতি হিসাব সংখ্যা হয় ২৯ হাজার ৫৩৭। ২০২০ সালের ডিসেম্বর শেষে হয়েছে ৯৩ হাজার ৮৯০টি। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে কোটিপতি হিসাবের সংখ্যা বেড়ে ১ লাখ ১ হাজার ৯৭৬-এ পৌঁছায়।

সার চার্জ : বেশি সম্পদ থাকার কারণে নিয়মিত করের সঙ্গে 'সার চার্জ' নামে অতিরিক্ত কর আদায় করা হয়। এখানেও সম্পদশালীরা সম্পদের পরিমাণ কম দেখিয়ে বা গোপন করে সার চার্জ পরিশোধে ফাঁকি দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এনবিআর সূত্র জানায়, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২ কোটি টাকা বা বেশি সম্পদের মালিক এমন ১০ হাজার ১৫২ জনের কাছ থেকে সরকার ২০৮ কোটি টাকা সারচার্জ পেয়েছে। আগের অর্থবছরে এ খাতে আদায় ছিল আরও কম ১০১ কোটি টাকা। পরের অর্থবছরে কিছু বাড়ে; প্রায় ১২ হাজার জনের কাছ থেকে আদায় হয় ২৫৪ কোটি টাকা।

রিহ্যাবের হিসাবে : রাজধানীর অভিজাত এলাকায় গুলশান, বনানী, বারিধারা, ধানমন্ডি, উত্তরা, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, সেগুনবাগিচায় প্রতি বর্গফুট বিক্রি হয় ১০ হাজার থেকে ২০-২২ হাজার টাকায় এবং এসব এলাকার বাইরে ৪ থেকে ৮ হাজার টাকায়। এ হিসাবে ১৫০০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাটের দাম অভিজাত এলাকাতে ১ কোটি টাকার বেশি হয়। আবাসন খাতের সংগঠন রিহ্যাবের তথ্যানুসারে, এরই মধ্যে বেসরকারি খাতের তৈরি ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ ফ্ল্যাট বিক্রি হয়েছে। ২০১৩ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের বাড়ির মালিকদের ওপর এনবিআর এক জরিপ চালায়। দেখা যায়, এ দুই শহরে ১ লাখ ৪ হাজার বাড়ির মালিক কর দেন না এবং ৭০ হাজারের বেশি বাড়ির মালিক ইটিএন গ্রহণই করেননি। এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল মজিদ বলেন, রাজস্ব-ফাঁকিবাজরা রিটার্নে বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মূল্য অধিকাংশ সময় কম দেখিয়ে থাকে। এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম হোসেন, নজিবুর রহমান, মোশার্রফ হোসেনসহ বর্তমান চেয়ারম্যানও বাড়ির মালিকদের কাছ থেকে নিয়মিত এবং হিসাবমতো কর আদায়ে উদ্যোগ নিয়েছেন। তবে লোকবলের অভাবে তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ) তথ্য অনুযায়ী, দেশে মার্সিডিজ বেঞ্জ, বিএমডব্লিউ, লেক্সাসের মতো বিলাসবহুল গাড়ি আছে ৬০ হাজারের বেশি। মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়িই আছে প্রায় ২৯ হাজার। বারভিডার (বাংলাদেশ রিকন্ডিশনড ভেহিক্যালস ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন) তথ্যানুসারে, আমদানি শুল্কসহ এসব গাড়ির মূল্য ১ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকা বা তার বেশি। ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সহসভাপতি হাবিবুল্লাহ বলেন, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী মিথ্যা ঘোষণায় বিলাসবহুল গাড়ি এনে বিক্রি করছেন। এসব গাড়ি জাল কাগজপত্রে চলছে। এসব গাড়ির তথ্য রিটার্নে উল্লেখ থাকে না। শুল্ককর হিসাবে এক টাকাও সরকারি কোষাগারে জমা হচ্ছে না। অনেক পরিবারে কোটি টাকা দামের একাধিক গাড়ি থাকলেও রিটার্নে উল্লেখ করা হয় না। এনবিআর আগের চেয়ে এখন ভালোভাবে কাজ করছে। দুই বছর ধরে এনবিআর জাল কাগজপত্র ব্যবহার করে চলা শতাধিক বিলাসবহুল গাড়ি আটক করেছে। আইনে ফাঁক : অনেকে জমি নিবন্ধনের সময়ে প্রকৃত দাম উল্লেখ না করে মৌজাভিত্তিক দাম উল্লেখ করেন, যা প্রকৃত দামের চেয়ে অনেক কম। এ দামই রিটার্নে উল্লেখ করে রাজস্ব কম পরিশোধ করে। জমির দাম প্রতি বছর বাড়লেও নিবন্ধনের সময়ে যে দাম উল্লেখ করা হয় তাই রিটার্নে উল্লেখ করেন জমির মালিক।

ব্যাংক হিসাবে ১ লাখ রিটার্নে ২০ হাজার

- তথ্য গোপন করায় কোটিপতির প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায় না
- কোটিপতি সর্বোচ্চ ঢাকায়, কম রংপুরে
- চড়ে কোটি টাকার গাড়িতে, হিসাবে মনে হয় ঠেলাগাড়িতে

এনবিআরের উদ্যোগ : প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে এনবিআর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, অনলাইনে ইটিআইএন গ্রহণ, অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল, ই-ফাইলিং, অটোমেশনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানিসংক্রান্ত কার্যক্রম, অনলাইনে ভ্যাট বা মূসক আদায়সহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উপজেলা পর্যায়ের সম্পদশালীদের খুঁজে বের করতেও এনবিআর কাজ করছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম বলেছেন, পর্যাপ্ত জনবল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকায় বর্তমান অডিট প্রক্রিয়ার আওতায় দেশের সব করদাতাকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না।

দেশে রিজার্ভ নিয়ে অস্বস্তি

(প্রথম পাতার পর)

ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করলেও রিজার্ভ যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলে দাবি করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিবিসি। গত বৃহস্পতিবার দেশটির বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে তিনি বলেন, 'বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে অনেকেই নানা মনগড়া মন্তব্য করছেন। আমাদের বিনিয়োগ, রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং আমদানি-রফতানি পরিস্থিতি সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে।' গত বছরের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি পৌঁছালেও এখন সেটি ২৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। বাংলাদেশে ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মোট রিজার্ভের পরমাণ ৩৪.৩ বিলিয়ন ডলার। সেখান থেকে বিভিন্ন তহবিলে বিনিয়োগ করা এবং ঋণ হিসেবে দেয়া আট বিলিয়ন ডলার বাদ দিলে নেট রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬.৩ বিলিয়ন ডলার।অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী, একটি দেশের তিন মাসের আমদানির খরচের সমমানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অবশ্যই থাকতে হয়। সে হিসাবে বাংলাদেশে পাঁচ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ আছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ২৬ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ দিয়ে পাঁচ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর হিসাবটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অর্থনীতিবিদ ফাহমিদা খাতুন বলেছেন, 'আমাদের থাম্বরুল আছে যে প্রতি মাসে গড়ে ৮ বিলিয়ন ডলার আমদানির জন্য লাগে। সে হিসেবে সরকারের কাছে বড় জোর তিন মাসের কিছুটা বেশি রিজার্ভ আছে বলা যায়। পাঁচ মাসের নেই।' তবে তিন মাসের এই রিজার্ভ থাকাকেও তিনি স্বস্তির বলে মনে করছেন না। কারণ এই রিজার্ভের পরিমাণ প্রতিনিয়ত ওঠানামা করছে। রিজার্ভ থেকে প্রতিনিয়ত অর্থ বেরিয়ে গেলেও সেই পরিমাণে যোগ হচ্ছে না। তিনি বলেন 'তিন মাসের রিজার্ভ থাকাটাও নিরাপদ হতো, যদি সেটা স্থির থাকত। কিন্তু বাংলাদেশে রিজার্ভে যে ক্ষয়টা হচ্ছে সেটা তো পূরণ করা যাচ্ছে না, কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতি আমদানি নির্ভর। এ কারণে রফতানির চেয়ে আমদানি ব্যয় বেশি থাকে। এ জন্য রিজার্ভ কমছে আবার রেমিট্যান্স কমে যাওয়ায় নতুন করে সেভাবে যুক্ত হচ্ছে না।' একটি দেশের রিজার্ভ হলো সেই দেশটির রফতানি আয়, রেমিট্যান্স, বিদেশী বিনিয়োগ, বিভিন্ন দেশে বা সংস্থা থেকে পাওয়া ঋণ বা অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ। সেই মজুদ থেকে আবার অনেক অর্থ খরচ হয়ে যায়। সাধারণত আমদানি, ঋণের সুদ বা কিস্তি পরিশোধ, বিদেশী কর্মীদের বেতনভাতা, পর্যটক বা বিদেশে শিক্ষা ইত্যাদি খাতে এই মুদ্রা খরচ হয়। মোট মজুদ থেকে এই খরচ বাদ দেয়ার পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে যা সঞ্চিত থাকে, সেটাই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। করোনাভাইরাস ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল ও খাদ্য পণ্যের মূল্য বেড়ে যাওয়া, সেইসাথে রেমিট্যান্স ও রফতানি আয় কমে যাওয়ার কারণে রিজার্ভের মজুদ কমে এসেছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। এর ফলে বাণিজ্য ঘাটতিও ক্রমেই বাড়ছে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হিসাব বলছে, অক্টোবরে রফতানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল পাঁচ বিলিয়ন ডলার। আয় হয়েছে ৪.৩৫ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় আয় কমেছে ১২.৮৭%। চলতি অর্থবছরের জুন-জুলাই থেকে প্রবাসী আয় রকেট গতিতে কমেছে। সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসে এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। এক ধাক্কায় ৫০ কোটি ডলার রেমিট্যান্স কমে যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, গত অক্টোবরে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন ১.৫২ বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি, যা গত বছরের অক্টোবরের তুলনায় প্রায় ৭.৫৫% কম। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক রিজার্ভকে একটি দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি ধরা হয়। কারণ বৈদেশিক লেনদেন হয় ডলারে। তাই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকা মানে আমদানির সক্ষমতা থাকা। বাংলাদেশ আমদানি নির্ভর দেশ হওয়ায় এখানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ভারসাম্য থাকাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বৈদেশিক মুদ্রার যথেষ্ট সঞ্চয় থাকলে বৈদেশিক ঋণ নেয়াও সহজ হয়। ফলে রিজার্ভের অর্থ কমে যাওয়া বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য বিপজ্জনক হতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন ফাহমিদা খাতুন। তিনি বলেন, 'গত কয়েক মাস ধরে রিজার্ভের নিম্নমুখিতা দেখছি। কমছে আর কমছে। এমনটা চলতে থাকলে এটা তো চিন্তার বিষয়। কিন্তু আমাদের আমদানি বন্ধ করারও উপায় নেই, আমাদের জ্বালানি তেল, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সব আমদানি করতে হবে।' তবে রিজার্ভের অর্থ কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মানুষের কল্যাণে এবং তাদের ভালোমন্দের জন্য রিজার্ভের টাকা খরচ হয়েছে। তিনি জানান, করোনাভাইরাস মহামারীর সময় সব ধরনের ভারী যন্ত্রপাতি আমদানি, বিদেশ ভ্রমণ এবং অন্যান্য পণ্য আমদানি অনেকটা বন্ধ ছিল। সে সময় রিজার্ভ বেড়ে ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়।

www.weeklybangladeshusa.com

NEW YORK DHAKA NEW YORK

SPECIAL
Discount
IN
NOV-2022

BOOK NOW

World Tours and Travel

Travel Anywhere in the World....

718-406-9745

CALL US 24/7

USA Office
37-12 75th St
(2nd FL) Suite # 206
Jackson Heights NY-11372

Dhaka Office
78/E (3rd Floor)
Purana Paltan Line
Bijoynagar, Dhaka- 1000

www.globaltravelbd.com

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বাংলাদেশী আমেরিকানরা বিব্রত, ক্ষুব্ধ

(প্রথম পাতার পর)

রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। ঘটনার আকস্মিকতায় উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রদূত সরাসরি ছুটে যান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। সেখানে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেনের নিকট। প্রশ্ন উঠেছে রাষ্ট্রদূতের ব্যক্তিগত কর্মসূচীর বিষয়টি বাইরে চাউর হওয়া নিয়ে। এছাড়া সাবেক রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের গাড়ি বহরে ২০১৮ সালের আগষ্টে ঢাকার মহম্মদপুরে হামলা চালায় একদল সশস্ত্র যুবক। সেদিন তিনি সুজন সম্পাদক বদিউল আলমের মহম্মদপুরের বাসায় গিয়ে ছিলেন নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়ে। ফেরার পথে হামলার শিকার হন বার্নিকাট। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাস নাজেহাল হওয়ার ঘটনায় তার নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অপরদিকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশীরা। তারা মনে করেন বাংলাদেশ সরকার নিতান্ত দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি করছে। প্রকারান্তরে যা বাংলাদেশকে নিপতিত করবে গভীর সংকটে। এতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পরীক্ষিত অকৃত্রিম বন্ধু। উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী দেশ। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭২ সালের ৪এপ্রিল স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে এবং প্রথম দিনেই ঘোষণা দেয় ৩৩০ মিলিয়ন ডলার আর্থিক সহায়তার। শুধু ইউএস এইডের মাধ্যমেই এ পর্যন্ত ৮ বিলিয়ন ডলার আর্থিক অনুদান দিয়েছে দেশটি। বর্তমানে পাওয়ার প্ল্যান্ট, কয়লাখনি, সার কারখানা সহ বড় বড় বিনিয়োগ খাতের শীর্ষে অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের। এছাড়া বাংলাদেশের মৌলিক অবকাঠামোগত প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র। পাকিস্তানের সাথে ১৯৫৯ সালে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির কারণে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে। তবে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে সরাসরি কোন সহযোগিতা না করে বঙ্গোপসাগর থেকে ফিরিয়ে নেয় সপ্তম নৌবহর। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ সমর্থন দেয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশ এবং দেশটির জনগণের সাথে বাংলাদেশীদের সম্পর্ক নিবিড়।

শুধু উন্নয়ন সহযোগীই নয় অভিবাসীর দেশ যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে বসবাস করছেন ১০ লক্ষাধিক বাংলাদেশী। যাদের সিংহভাগই লাভ করেছেন দেশটির নাগরিকত্ব। বসবাস করছেন পরিবার পরিজন নিয়ে। তাদের সন্তানরা যুক্তরাষ্ট্রে উন্নীত করছেন বাংলাদেশের জাতীয় মর্যাদা। মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত অনেক বাংলাদেশী আমেরিকান প্রতিনিধিত্ব করছেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশী আমেরিকানদের অবস্থান এখন অনেক সুদৃঢ়। বাংলাদেশী আমেরিকানরা সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী। তাদের প্রেরিত অর্থে কম করে হলেও বাংলাদেশে ৩০ লক্ষ পরিবার সুবিধাভূগী। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের অনেকেই বিনিয়োগ করেছেন নিজ দেশে। প্রবাসে বসেই তারা পরিচালনা করছেন দেশের অনেক দাতব্য, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এভাবেই যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা সচল রেখেছেন দেশের অর্থনীতির চাকা। অপরদিকে যে সকল রাজনীতিক যুক্তরাষ্ট্রকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে নেতিবাচক মন্তব্য ছুঁড়ছেন তাদের অনেকেরই সন্তান ও পরিবারের সদস্যরা বাস করছেন যুক্তরাষ্ট্রে। দেশ থেকে পাচার করা অর্থে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি-গাড়ি ও ব্যবসায় বাণিজ্য করছেন তারা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন দেশটিতে তাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য। বর্তমান সকরারের মন্ত্রী এবং উপদেষ্টা পরিষদে বেশ ক'জন আমেরিকান পাসপোর্টধারী রয়েছেন বলেও খবর আছে বাজারে।

বাংলাদেশে শিক্ষা এবং প্রযুক্তি খাতেও সমান তালে অবদান রেখে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রায় ২০ সহস্রাধিক বাংলাদেশী ছেলেমেয়ে স্টুডেন্ট ভিসায় পড়াশুনা করছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ অনেক পেশাজীবী কর্মরত আছেন উচ্চপদে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পর বাংলাদেশে তৈরি পোষাক আমদানীতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান শীর্ষে। এছাড়া অন্যান্য পণ্য সামগ্রী রপ্তানীরও বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিটি দুর্যোগ দুর্বিপাকেই যুক্তরাষ্ট্র পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের। করোনা মহামারিকালে আগাম অর্থ নিয়ে ভ্যাকসিন সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় ভারত। ভয়াবহ এ দুর্দিনে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে বিনামূল্যে ১কোটি ১৬ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন দিয়েছে, এশিয়া অঞ্চলের হিসেবে যা সর্বোচ্চ।

যুক্তরাষ্ট্র এখনো বিশ্বের শীর্ষ শক্তিশালী দেশ। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত নীতি নিয়ে সমালোচনা রয়েছে বর্হিবিশ্বে। তারপরও গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইনের শাসনের ক্ষেত্রে তার অভ্যন্তরীন নীতিমালা অত্যন্ত কার্যকর। "ওয়ান ন্যাশন আন্ডার দ্য গড" নীতিতে দেশটি তার নাগরিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা বিধানে আপোষহীন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও গনতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকারের বিষয়টি বরাবর আমলে নেয় যুক্তরাষ্ট্র। বিশেষ করে উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্রসমূহের উপর এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখে তারা। বাংলাদেশের গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকারের বিষয়টির উপরও দৃষ্টি রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের। বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকটে যখন অস্থিরতা বিরাজ করছে তখন স্বাভাবিকভাবেই ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে গুম হওয়া একটি পরিবারের আকুতি শুনতে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। আর তাদের এ ধরণের তৎপরতা নতুন কিছু নয়। কিন্তু তাই বলে সরকার দলীয় সমর্থকরা রাষ্ট্রদূতকে নাজেহাল করবে? সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিরা তাকে নিয়ে বাহাস করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশ নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে এমন হুমকি দেবে ? ওবায়দুল কাদের রাষ্ট্রদূতকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের গুম-খুনের পরিসংখ্যানের বিষয়টি। প্রধানমন্ত্রীও যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি সামনে এনেছেন একই সমাবেশে। যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার লংঘনকারীদের ভরন-পোষন করে বলেও উল্লেখ্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার প্রশ্নে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে থাকে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে র‍্যাব এবং প্রতিষ্ঠানটির কয়েকজন কর্মকর্তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এর আগে ২০১৩ সালের ২৯ জুন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নির্বাহী আদেশে বন্ধ হয়ে যায় জিএসপি-(জেনারালাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্সেস) সুবিধা। জিএসপির আওতায় বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল ১২২টি দেশ থেকে বিনা শুল্কে যুক্তরাষ্ট্র ৫০০০ ধরণের বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী আমদানী করে থাকে। সাভারের তাজরীন ফ্যাশনস ও রানা প্লাজায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রাণহানি ও শ্রমিক নেতা আমিনুল হত্যাকান্ড ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধা থেকে বাদ দেয়। দীর্ঘ ৯ বছরে অনেকবার তদবির করেও জিএসপি সুবিধা পুনর্বহাল করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় নতুন করে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে তার দায় কে নেবে? এছাড়া জাতিসংঘের বড় আর্থিক অনুদানকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র। কোন কারণে যুক্তরাষ্ট্র বিরাগভাজন হলে জাতিসংঘ শন্তি মিশন থেকে বাংলাদেশ বাদ পড়লে তা হবে বড় ধরণের বিপর্যয়।

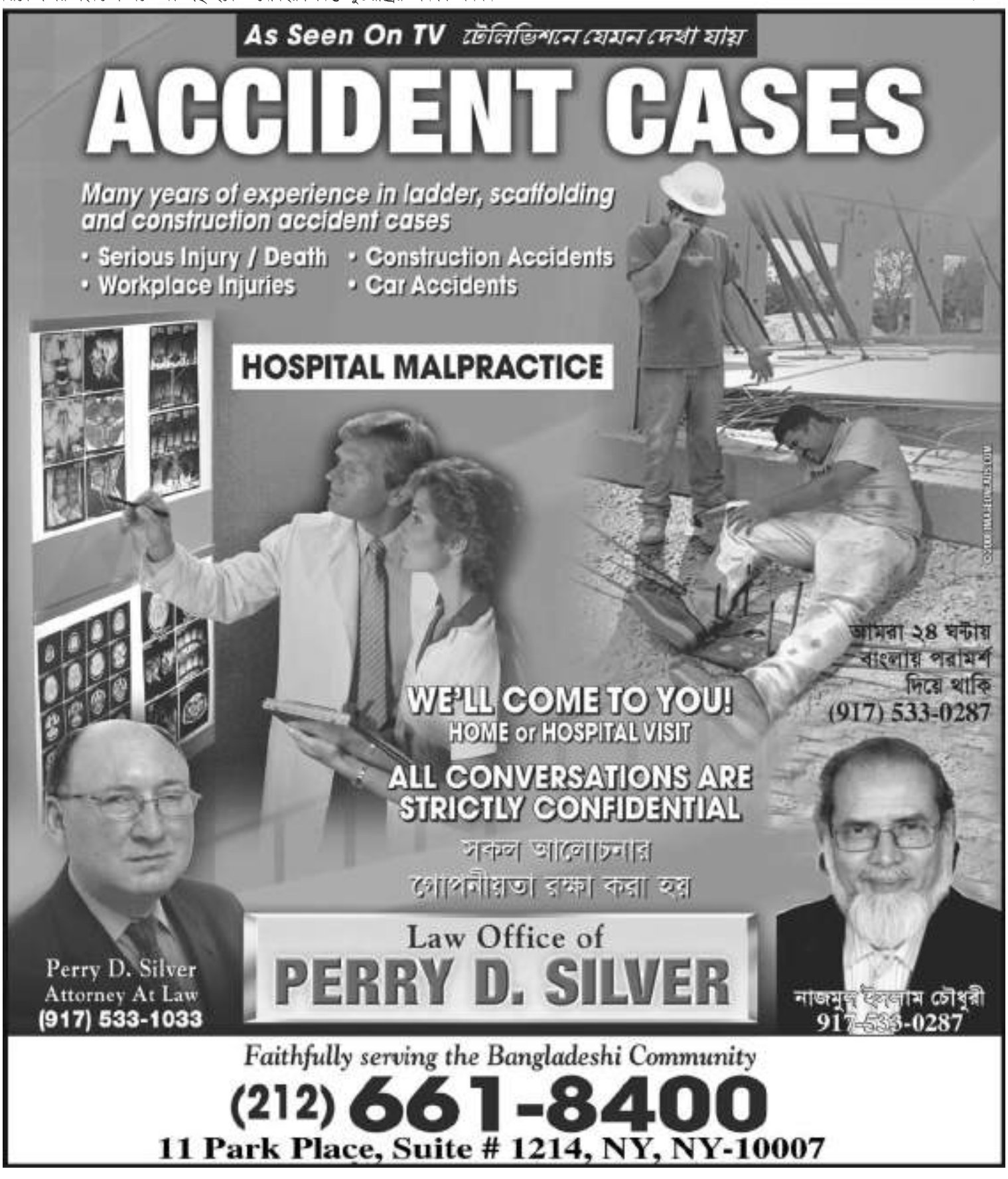

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির ২৭ দফা ঘোষণা

(প্রথম পাতার পর)

সংবিধান সংস্কারে কমিশন গঠন, দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ নতুন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ২৭টি রূপরেখা দিয়েছে বিএনপি। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঘোষিত '১৯ দফা এবং বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ঘোষিত 'ভিশন-২০৩০'র আলোকে 'রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা' দেয়া হয়েছে। শিক্ষিত বেকারদের বেকার ভাতা প্রদান, সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বৃদ্ধি বিবেচনার আশ্বাস, প্রেসিডিন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে এতে। গত ১৯ ডিসেম্বর বিকালে রাজধানীর গুলশানের হোটেল ওয়েস্টিনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ২৭ রূপরেখার বিস্তারিত তুলে ধরেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। অনুষ্ঠানে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। রূপরেখা উপস্থাপন করে ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে, সেই রাষ্ট্রের মালিকানা আজ তাদের হাতে নাই। বর্তমান কর্তৃত্ববাদী সরকার বাংলাদেশ রাষ্ট্র কাঠামোকে ভেঙে চুরমার করেছে। নতুন করে এই রাষ্ট্রকে মেরামত ও পুনর্গঠন করতে হবে। দেশের জনগণের হাতেই দেশের মালিকানা ফিরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রয়োজন। নির্বাচনে জয়লাভের পর বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকার হটানোর আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহের সমন্বয়ে একটি 'জনকল্যাণমূলক জাতীয় ঐকমত্যের সরকার' প্রতিষ্ঠা করা হবে। 'জাতীয় সরকার' বিএনপি ঘোষিত ২৭টি রাষ্ট্র রূপান্তরমূলক সংস্কার নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রুপরেখার মধ্যে রয়েছে-

একটি 'সংবিধান সংস্কার কমিশন' গঠন করে বর্তমান অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল অযৌক্তিক, বিতর্কিত ও অগণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সংশোধনী ও পরিবর্তনসমূহ রহিত/সংশোধন করা হবে।

প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতির বিপরীতে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক 'রেইনবো নেশন' প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এজন্য একটি 'ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন কমিশন' গঠন করা হবে।

একটি 'নির্বাচনকালীন দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার নির্বাহী ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়ন করা হবে।

পরপর দুই টার্মের অতিরিক্ত কেউ প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সমন্বয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে "উচ্চ কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা' প্রবর্তন করা হবে।

সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হবে।

বর্তমান 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন-২০২২' সংশোধন করা হবে।

সকল রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন করা হবে। শুনানির মাধ্যমে সংসদীয় কমিটির ভেটিং সাপেক্ষে এই সকল প্রতিষ্ঠানের সাংবিধানিক ও গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগ প্রদান করা হবে।

বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। বর্তমান বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য একটি 'জুডিশিয়াল কমিশন' গঠন করা হবে।

একটি 'প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন' গঠন করে প্রশাসন পুনঃগঠন করা হবে।

মিডিয়ার সার্বিক সংস্কারের লক্ষ্যে একটি 'মিডিয়া কমিশন' গঠন করা হবে।

দুর্নীতির ক্ষেত্রে কোনো আপস করা হবে না। অর্থ-পাচার ও দুর্নীতির অনুসন্ধান করে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে। সংবিধান অনুযায়ী 'ন্যায়পাল' নিয়োগ করা হবে।

সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। মানবিক মূল্যবোধ ও মানুষের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং অমানবিক নিষ্ঠুর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অবসান ঘটানো হবে।

বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি 'অর্থনৈতিক সংস্কার কমিশন' গঠন করা হবে।

'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার' এই মূলনীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার ভোগ করবেন।

মুদ্রাস্ফীতির আলোকে শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা হবে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ খাতে দায়মুক্তি আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল করা হবে।

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া হবে। বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের মধ্যে কোনো প্রকার সন্ত্রাসী তৎপরতা বরদাশত করা হবে না এবং কোনো সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা আশ্রয়-প্রশ্রয় পাবে না। সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সন্ত্রাস বিরোধী আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদকে রাজনৈতিক ঢাল বা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং সন্ত্রাসবাদের তকমা লাগিয়ে ভিন্নমতের বিরোধী শক্তি এবং রাজনৈতিক বিরোধী দল দমনের অপতৎপরতা বন্ধ করা হলে প্রকৃত সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে এবং আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করা সম্ভব হবে।

দেশের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সর্বোচ্চ দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে।

ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর স্বাধীন, শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান করা হবে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হবে এবং তাদের যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

যুব সমাজের ভিশন, চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে আধুনিক ও যুগোপযোগী যুব-উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। এক বছরব্যাপী অথবা কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত, যেটাই আগে হবে, শিক্ষিত বেকারদের বেকার ভাতা প্রদান করা হবে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বৃদ্ধি বিবেচনা করা হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। জাতীয় সংসদে মনোনয়নের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে নারীদের প্রাধান্য দেয়া হবে।

চাহিদাভিত্তিক ও জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

'সবার জন্য স্বাস্থ্য' এই নীতির ভিত্তিতে যুক্তরাজ্যের 'এনএইচএস' এর আদলে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রবর্তন করা হবে।

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে।

রূপরেখায় বলা হয়, পরবর্তীতে যথাসময়ে অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক সংস্কার প্রস্তাব ও উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকাশ করা হবে।

অনুষ্ঠানে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার জমির উদ্দীন সরকার, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বেগম সেলিমা রহমান, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন, আলতাফ হোসেন চৌধুরী, নিতাই রায় চৌধুরী, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুক, আমান উল্লাহ আমান, মিজানুর রহমান মিনু, হাবিবুর রহমান হাবিব, কেন্দ্রীয় নেতা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, হাবিব উন নবী খান সোহেল, সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, মাহবুবে রহমান শামীম, বিলকিস জাহান শিরিন, শামা ওবায়েদ, অনিন্দ্র ইসলাম অমিত, আসাদুজ্জামান, জহির উদ্দিন স্বপন, শাম্মী আখতার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সমমনা দলের নেতাদের মধ্যে ছিলেন জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) মোস্তফা জামাল হায়দার, কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদ, জাতীয় দলের চেয়ারম্যান সৈয়দ এহসানুল হুদা, জাগপা'র একাংশের চেয়ারম্যান খন্দকার লুৎফুর রহমান, ডিএল সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মনি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের চেয়ারম্যান ড. মহিউদ্দিন ইকরাম, ইসলামী ঐক্যজোটের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল করিম, লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান প্রমুখ। এ ছাড়াও গণফোরামের অধ্যাপক আবু সাঈদ, এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, মোস্তফা মহসিন মন্টু, নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্না, গণঅধিকার পরিষদের ড. রেজা কিবরিয়া, গণসংহতি আন্দোলনের জোনায়েদ সাকি, জেএসডি'র শহিদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, ভাসানী অনুসারী পরিষদের শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের হাসনাত কাইয়ুম প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বিশিষ্টজন ও পেশাজীবী নেতারাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

Law Offices of
Nasrin A Moznu

All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal

আপিল এবং ওয়েভারসহ
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
এসাইলাম ও
কনস্যুলার প্রসেসিং

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York

1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

ল' অফিস অব এটর্নি মোঃ গোলাম মোস্তফা

Our Services

- Personal Injury & Workers Compensation (Recovery over 3 million dollar)
- Car Accidents
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- Dental Mal Practice
- Immigration all kinds &
- Green Card via employment & Investments
- Real Estate & Business Closings
- Non payment or no over time payment
- Will, Trust and Estate Planning
- Bankruptcy, Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- All Civil Matters

"Prior results do not guarantee a similar outcome"

New York State Attorney
M. Mostofa, Esq
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

Law Office of Md. Golam Mostofa, Esq.
Office: 148-45 Hillside Ave, Suite # 203, Jamaica, NY 11435
(F train Supthin Blvd. Station/by Supreme Court)
Phone : 718-487-4873
Email: abmostofa1@gmail.com

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন ২৪ ডিসেম্বর সভাপতি-সম্পাদক পদে পরিবর্তন আসছে না

ঢাকা : আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন ২৪ ডিসেম্বর। সম্মেলনে শীর্ষ দুই পদে নতুন মুখ আসার সম্ভাবনা নেই। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, সভাপতি পদে শেখ হাসিনার বিকল্প কেউ এখনো তৈরি হয়নি। কেউ কেউ বলছেন, তিনি যতদিন পৃথিবীতে আছেন, ততদিনই আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে থাকবেন। ফলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সাধারণ সম্পাদক পদ। বিশ্বস্ত সূত্র বলছে, সব আলোচনা চুকিয়ে সাধারণ সম্পাদক পদে আওয়ামী লীগের ইতিহাসে প্রথম তৃতীয়বারের মতো দায়িত্ব পাচ্ছেন ওবায়দুল কাদের। তবে প্রেসিডিয়াম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে চমক আসতে পারে। রদবদল হওয়ার সম্ভাবনা আছে সদস্য পদেও। তবে কেন্দ্রীয় কমিটির কলেবর বাড়বে না, ৮১ সদস্যেরই থাকবে।

আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের পরেই দেশের মানুষের আবেগ ও অনুভূতির জায়গায় আছে জাতীয় চার নেতার পরিবার। এই আবেগ ও অনুভূতি বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় চার নেতার পরিবারের সদস্য জায়গা পেতে পারেন এবারের কমিটিতে। ত্যাগী নেতাদের পাশাপাশি কমিটিতে থাকতে পারেন তৃণমূলের অনেক মুখও। গত ৪১ বছরে আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে শেখ হাসিনা ছাড়া কেউ প্রার্থিতা করেননি। কিন্তু সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে শুরু করে দলের বিভিন্ন পদে সবসময় নেতাকর্মীরা তাদের আকাঙ্ক্ষার কথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেছেন। সূত্র বলছে, সাধারণ সম্পাদক পদে ওবায়দুল কাদের নানা দিক বিবেচনায় অনেকটা নিশ্চিত। তবে এ তালিকায় আরও রয়েছেন- দলের সভাপতিম-লীর সদস্য কাজী জাফরউল্যাহ, জাহাঙ্গীর কবির নানক, ড. আবদুর রাজ্জাক, আবদুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ ও ড. হাছান মাহমুদ। প্রেসিডিয়াম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, সম্পাদক ও সদস্য পদে চমক আসতে পারে বলে জানা গেছে। সূত্রমতে, প্রেসিডিয়াম থেকে বেশ কয়েকজন নেতাকে উপদেষ্টা পরিষদে আনা হতে পারে। সেই শূন্য জায়গায় বর্তমান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক থেকে অন্তত দুজনকে প্রেসিডিয়ামে নেওয়া হতে পারে। এ ছাড়া নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, পানিসম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম, শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমকে দলের যুগ্ম ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আনার পরিকল্পনা চলছে। ইতোমধ্যে এই তালিকার দুজন নেতাকে দলীয় হাইকমান্ড থেকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। অবশ্য এ বিষয়ে এই চার নেতার কেউই আমাদের সময়ের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি। অন্যদিকে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের কমিটি, ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচন ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান কমিটি থেকে বেশ কয়েকজনকে বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে দলীয় হাইকমান্ড। বাদ পড়া নেতাদের ঢাকা সিটি করপোরেশনে মেয়র পদে, ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে কিংবা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন স্থানে মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে। আর তাদের স্থলে সাবেক ছাত্রনেতা, দুঃসময়ে অবদান রাখা কজন তৃণমূল নেতা এবং সংখ্যালঘু কোটায় অনেকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঠাঁই পেতে পারেন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে আসার তালিকায় রয়েছেন বলরাদ পোদ্দার, খলিলুর রহমান, সাবেক ছাত্রনেতা এইচএম মাসুদ দুলাল, মনিরুজ্জামান মনির, ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি যথাক্রমে শেখ বজলুর রহমান ও আবু আহম্মেদ মন্নাফী। অন্যদিকে জাতীয় চার নেতার পরিবারের সদস্য হিসেবে খায়রুজ্জামান লিটন ইতোমধ্যে দলের সভাপতিম-লীর সদস্যপদ পেয়েছেন। তাকে পুনরায় সেখানে রাখা হতে পারে। শহীদ তাজউদ্দীন আহমদের কন্যা সিমিন হোসেন রিমিকে সভাপতিম-লীর সদস্য করা হয়েছে। এবারের কমিটিতেও তাকে সেখানে রাখা হতে পারে। মোহাম্মদ নাসিম মারা যাওয়ার পর শহীদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী পরিবারের কেউ দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেই।

বর্তমান কমিটিতে এই পরিবার থেকে প্রয়াত ড. মোহাম্মদ সেলিমের ছেলে শেহেরনি সেলিম রিপন অথবা তানভীর শাকিল জয়কে কেন্দ্রীয় কমিটিতে আনা হতে পারে। সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম মারা যাওয়ার পর শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলামের পরিবার কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ পড়ে। এবারের ওই পরিবার থেকে ডা. জাকিয়া নূর লিপি কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঠাঁই পেতে পারেন।

ফুডস্ট্যাম্প দিয়ে খাবার

(শেষ পাতার পর)

জন্য ব্যবহার করেন। কিন্তু বেশ কটি স্টেটে স্ন্যাপ এর সুবিধাভোগীরা রেস্টুরেন্টে তৈরি খাবার খেতেও এটি ব্যবহার করতে পারেন। এজন্য তাদেরকে 'রেস্টুরেন্ট মিলস প্রোগ্রাম' বা আরএমপি'তে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। সেসব স্টেটে স্ন্যাপ সুবিধাভোগী, যাদের খাবার তৈরি করার সুবিধা নেই, অথবা খাবার সংরক্ষণ কা খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য আবাসন সুবিধা নেই, তারা রেস্টুরেন্ট মিলস প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারেন বলে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার সূত্রে জানানো হয়েছে। ফেডারেল খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি 'স্ন্যাপ' ইতিপূর্বে ফুডস্ট্যাম্প নামে পরিচিত ছিল। এটি ফেডারেল কর্মসূচি হলেও মূল স্টেট প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত হয়। এখন পর্যন্ত রেস্টুরেন্ট মিলস প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে সাতটি স্টেট – অ্যারিজোনা, ক্যালিফোর্নিয়া, ইলিনয়, মেরিল্যান্ড, মিশিগান, রোড আইল্যান্ড ও ভার্জিনিয়া। অন্য সকল স্টেটে স্ন্যাপ এর সুবিধাভোগীরা শুধুমাত্র তাদের এ সুবিধাকে বাড়িতে খাবার তৈরি করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। তারা রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার কিনতে স্ন্যাপ এর অর্থ ব্যবহার করতে পারেন না বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল কাউন্সিল অন এজিং। এমনকি তারা গ্রোসারি স্টোর থেকে খাবার কিনে তা সংরক্ষণও করতে পারে না।

রেস্টুরেন্ট মিলস প্রোগ্রাম আর আরএমপি'তে অন্তর্ভুক্ত হতে হলে স্ন্যাপ সুবিধাভোগীদের অবশ্যই প্রথমে ওইসব স্টেটে বাস করতে হবে, যেখানে আরএমপি চালু রয়েছে। এজন্য একজন ব্যক্তিকে নিচের যেকোনো একটি বৈশিষ্টের অধিকারী হতে হবে:

১) বয়স কমপক্ষে ৬০ বছর বা তদুর্ধ হতে হবে' ২) প্রতিবন্ধী (যিনি প্রতিবন্ধী বা অন্ধ হওয়ার কারণে ভাতা লাভ করেন অথবা কোনো সরকারি সংস্থা থেকে প্রতিবন্ধী অবসর ভাতা লাভ করেন); ৩) হোমলেস; ৪) স্ন্যাপ সুবিধাভোগীর স্বামী বা স্ত্রী, যিনি আরএমপি'র যোগ্য।

স্ন্যাপ সুবিধা পরিচালনাকারী স্টেট এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করে 'আরএমপি' বা রেস্টুরেন্ট মিলস প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা সম্ভব। আরএমপি'র নির্দিষ্ট লোকেশনে ইবিটি কার্ড অ্যাকটি করে সুবিধাভোগীরা রেস্টুরেন্টে তৈরি খাবার কিনতে পারেন। যেসব স্টেটে ইতোমধ্যে 'আরএমপি' চালু রয়েছে, সেসব স্থানে বার্গার কিং, ব্লিমপি, কার্ল'স জুনিয়র, ডেইলি কুইন, ডেনি'স, ডোমিনো'স পিজা, গোল্ডেন কোরাল, জ্যাক ইন দ্য বক্স, জাম্বা জুইস, কেএফসি, পাপা জন'স, পিজা হাট, পোপেই'স, কুইজোনস, সাবওয়ে, টাকো বেল, উইনডি'স ইবিটি কার্ড গ্রহন করে।

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট
- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes

Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters
718-545-2600, 917-834-9269
23-52, 31st Street, Astoria, NY 11105

EMPIRE STATE INSURANCE & EXPRESS DMV SERVICE
Plates & Registration For (TLC, Regular, Commercial, Vihicles)
Plate Surrender, Duplicate Tittle & Registration
Address Change, Title Only, Replace lost Plates
WE INSURE AUTO, HOME BUSINESS, TLC (UBER & LYFT), GENERAL LIABILITY, WORKERS COMPENSATION, DISABILITY, BONDS.
আপনার সকল প্রকার ইন্সুরেন্সের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।
We Also Have Shipping Services Domestic And International (Fedex, DHL)
CALL: 718-297-3100

Free Quotes At
www.wmpirestate168.com
8752 168Th St. 2nd Fl.
Jamaica, NY 11432

আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের ঈদের শুভেচ্ছা
জ্যামাইকার কুইন্স বুলেবার্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন
KEY STAR AUTO LLC
ইউএন অটো ও সিলেট মটরস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
★ AUTO REPAIR ★ AUTO BODY
Foreign & Domestic
* Wheel Alignment * NYS Inspection
* All Insurance Work for all kinds of Auto Repair & Body Work
অভিজ্ঞ মেকানিকস দ্বারা পরিচালিত উন্নত সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
অত্যন্ত যত্ন সহকারে আধুনিক উপায়ে গাড়ীর বডি মেরামত করি

★ সবধরনের গাড়ী এবং ইন্স্যুরেন্সের কাজ করে থাকি
★ সার্ভিস এন্ড পার্টস ওয়ারেন্টি
★ সম্পূর্ণ কম্পিউটারজড মেশিনারিজ
★ বিশালকায় গ্যারেজ, পার্কিং সুবিধা
★ কাষ্টমারদের জন্য রয়েছে ওয়েটিং রুম ও নামাজের পৃথক ব্যবস্থা
★ আমরা সার্ভিস ও পার্টসের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি
We Accepet all Major Credit Cards
OPEN Monday to Saturda

Tel: 718-739-4030
Sham-917-686-2870
Munna-917-749-5483
139-31 Queens Blvd. Jamaica, NY 11435

www.weeklybangladeshusa.com

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

PRINTING

সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ

ব্যানার · পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড · মগ
ক্যালেন্ডার · ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন · লেভেল/স্টিকার্
ফ্লায়ার · আইডি কার্ড
মেনু · টি-শার্ট
পত্রিকা এড · রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড · ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার · লেমিনেশন
ক্রেস্ট · ফোল্ডার

We are in Jackson Heights NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

bangladeshusa.com Weekly

২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইমিগ্রেশন এটর্নী

LAW OFFICES OF RICHARD LA SALLE

নিউইয়র্কের সেরা ১০ এটর্নি হিসাবে এওয়ার্ডপ্রাপ্ত

Richard La Salle
Attorney at Law

যেসব সার্ভিস প্রদান করি

• ফ্যামিলি বেইজড পিটিশান • লেবার সার্টিফিকেট • ২৪৫ (আই) কেইসেস • সিটিজেনশীপ ও ও-১ ভিসা • H-1, L-1 ইনভেস্টমেন্ট (E) ভিসা • সকল প্রকার ভায়োলেশন রিমুভাল • রিয়েল এস্টেট ও বিজনেস ক্লোজিং লীজ • দলিল হস্তান্তর • উইল • পাওয়ার অব এটর্নী • সিভিল ও ক্রিমিনাল কেইসেস • ল্যান্ডলর্ড/ টেনেন্ট প্রবলেম • দানপত্র • ডিভোর্স • ব্যাংক্রাপসি • ইনকর্পোরেশনসহ এক্সিডেন্ট কেইসেস নিয়ে কাজ করি।

এহসান রহমান
সিনিয়র পার্টনারপোল

88-01 Roosevelt Avenue, 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372
এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন: 917-660-3691

ARMAN CPA ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

BD TAX & ACCOUNTING LLC

FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL

- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT

Immigration Form Fill-up Service
- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal

Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service

Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200

e-file We Accept

37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

পরামর্শের জন্য কোন ফি লাগে না

অভিজ্ঞ আমেরিকান এটর্ণী

কেবল মাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি।
প্রয়োজনে আমরাই পৌছে যাব আপনার কাছে

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- স্লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- মেডিকাল ম্যালপ্রাকটিস

Contact : MOHAMMED ALI
718-482-7766, 917-562-1368

The Law Offices of
SURDEZ & PEREZ, P.C
32-72 Steinway Street, Suite # 401
Astoria, NY 11103

Vital Accounting Inc.

37-22 73rd Street, 2nd Floor, Suite-2D, Jackson Heights, NY 11372

Our Services

IRS e-file

- Citizenship Application
- Family Petition
- Remove Condition's from Green Card
- Renew Green Card
- Affidavit of Support
- Taxes (Personal & Business)
- Sales Tax & Payroll Tax
- Incorporate New Business (Corporation, Partnership & Non-profit)
- Apply for Tax ID (Business, Food Vendor & Personal)

AFFORDABLE PRICE & QUALITY SERVICE GUARANTEED

Atikur Rahman
MBA, MAFM, MSS

Tel: 718-820-2212

Weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

‘আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড’ চালু করা হবে : শেফ খলিল

(শেষ পাতার পর)

খলিল বিরিয়ানী হাউজ-এর প্রধান শেফ ও সিইও মোহাম্মদ খলিলুর রহমান বলেছেন বাংলাদেশী ফুড প্রমোটের পাশাপাশি আমেরিকান সকল শ্রেনীর মানুষের কাছে দেশীয় খবার তুলে ধরতে আমরা কাজ করে চলেছি। তিনি বলেন, আমেরিকায় কারী ইন্ডাষ্ট্রিকে আরো শক্তিশালী করতে রেষ্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের সংগঠিত করার পাশাপাশি ২০২৩ সাল থেকে ‘আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড’ চালুর উদ্যোগ নিতে যাচ্ছি। খলিল ফুড ফাউন্ডেশের উদ্যোগ ও আয়োজনে আগামী বছরের শেষের দিকে ‘আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড’ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিয়কালে শেফ খলিলুর রহমানের ঘোষণা এই ঘোষণা দেন। নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস্থ খলিল বিরিয়ানী হাউজে ১৪ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় আয়োজিত ‘মিট দ্য প্রেস এন্ড এপ্রিশিয়েশন ডিনার’ শীর্ষক মতবিনিয় সভা পরিচালনা করেন সাংবাদিক শামীম আল আমিন। এতে শেফ খলিলুর রহমান বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সম্পাদক ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি তার বক্তব্যে খলিল বিরিয়ানীর প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তার জন্য মিডিয়ার ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং এজন্য সকল মিডিয়া এবং সম্পাদক ও সাংবাদিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

এক প্রশ্নের উত্তরে মোহাম্মদ খলিলুর রহমান বলেন, গতানুগতিক অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান নয়, যোগ্যদের যোগ্য সম্মান জানাতেই এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। আর এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য কোন পৃষ্ঠপোষকের উপর নির্ভর করা হবে না, খলিল ফুড ফাউন্ডেশন এর সকল ব্যয় বহন করবে। তবে কোন স্পন্সর পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করা হবে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বৃটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড বিশ্বের কারি শিল্পের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অ্যাওয়ার্ড। সেখানে সবাই মিলে এই অ্যাওয়ার্ড সেরেমোনিতে অংশ নেন। সবার শ্রম আর অংশগ্রহণের ফলে এটি এমন নাম করেছে। তাই আমরাও যদি সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারি তাহলে আমরাও ‘আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড’ অনুষ্ঠান সফল ও জনপ্রিয় করতে পারবো। আর এমন অনুষ্ঠান এই কারি শিল্পকে যেমন সমৃদ্ধ করবে, তেমনী যারা এই ব্যবসায় জড়িত তারা কাজের স্বীকৃতি পেলে আরো উৎসাহিত হবেন। তিনি বলেন, সবাইকে নিয়েই ‘আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড’ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ প্যানেল থাকবে। যেখানে আমার বা স্পন্সরদের কোন প্রাধান্য থাকবে না বা কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ‘সেই রকম মানসম্মত অনুষ্ঠান’ করতে পারলে করবো, না হলে করবো না।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে খলিলুর রহমান বলেন, আসলে সব দেশেরই নিজস্ব খাবার রয়েছে। আকার ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অনেক খাবার কমন খাবার হিসেবে বিভিন্নভাবে ভোজনরশিকদের কাছে জনপ্রিয়। যেমন- বিরিয়ানী প্রথম ভারতে তৈরী হয় মোগল আমলে। পরবর্তীতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এই বিরিয়ানী নিজস্বভাবে তৈরী হচ্ছে। তাই সকল খাবার মিলেই কারি শিল্পকে সমৃদ্ধ করছে। তবে আমার খাবার আইটেমে বাংলাদেশী খাবারের ফ্লেবার রাখার চেষ্টা করবো এবং ‘বাংলাদেশী ফুড’ হিসেবে সবার কাছে পরিচিত করতে চাই। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমরা খলিল ফুড বা আমাদের সার্ভিসের সমালোচনাকে স্বাগত জানাই এবং এসব সমালোচনা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ ও বিবেচনা করে খাবার ও সেবার মান ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি। তিনি বলেন, যেকোন মূল্যে খলিল ফুডস’র মান বজায় রাখা হবে। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মোহাম্মদ খলিলুর রহমান বলেন, ভালো খাবারের দাম একটু বেশী হবে। আমরা ভালো খাবারের ব্যাপারে কোন আপোষ করি না বলেই হয়তো আমাদের খাবারের দাম অনেকের কাছে বেশী মনে হয়। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে খলিলুর রহমান বলেন, ‘খলিল ফুড ফাউন্ডেশন’ একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিউনিটি সেবায় কাজ করবে।

বিপার দুই দিনব্যাপী বিজয় উৎসব

(৩ পাতার পর)

মুহম্মদ ফজলুর রহমান। ৩০ বছর ধরে এ দেশে নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য ফজলুর রহমান বিপাকে ধন্যবাদ জানান। বিপার সাফল্যগাথা তুলে ধরে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, সবাইকে নিয়ে বিপা অনেক দূর এগিয়ে যাবে। তিনি বিপার আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। এরপর ছিল শিশুদের নৃত্য পরিবেশনা। ‘আমি বাংলার গান’ গানের সঙ্গে তারা নৃত্য পরিবেশন করে। এরপর প্রদর্শিত হয় ডকুমেন্টারি ব্লকএইড। এরপর ‘আমাদের গান’ শিরোনামে বাংলার গায়েনের শিল্পীদের পরিবেশনায় সংগীত পরিবেশিত হয়।

এ্যানী ফেরদৌস বলেন, যেসব অভিভাবক আমাদের ওপর আস্থা রেখে তাদের সন্তানদের বিপায় নাচ-গান শেখাতে পাঠিয়েছেন, তাদের ধন্যবাদ। এখানে শিশুরা ভালো নাচ-গান শিখছে। ছোটবেলা থেকে শেখা শুরু করলে ভালো শিল্পী হওয়া সম্ভব।

১৭ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল শিশুদের আবৃত্তি বাঁধভাঙা, শিশুদের গান রংতুলির গল্প, রাগ খাম্বাজের ওপর পরিবেশনা আনন্দে রুমাক ঝুমা বাজে, দ্য ওয়াইল্ড সোয়ানস, আমার পরিচয়। এরপর বাদ্যযন্ত্রের পরিবেশনা সুরকার ও রূপকার। এরপর ছিল নৃত্য জয় বাংলা। দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠান সফলভাবে করতে পারায় বিপার আয়োজকেরা খুশি। আলোচনায় বক্তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫১ বছর পূর্তি ও ৫২ বছরে পদার্পণের বিষয়টি উল্লেখ করে বিজয়গাথার কথা তুলে ধরেন। প্রবাসে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরে নতুন প্রজন্মের মাধ্যমে সেটি লালন করার জন্য তারা বিপার আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। এ ছাড়া এ ধরনের অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির ডিপার্টমেন্ট অর্থ সহায়তা করায় তাদেরও ধন্যবাদ জানান।

সভাপতি সাঈদ সা. সম্পাদক মনজুরুল

(শেষ পাতার পর)

হয়েছেন ‘সাপ্তাহিক প্রবাস’ সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ এবং প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার চিফ রিপোর্টার মনজুরুল হক। গত ২০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার নবান্ন পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভায় এই কমিটি গঠিত হয়। সদস্যদের সম্মতিসূচক ও স্বাক্ষরকৃত কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন ক্লাবের সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর। ৭ সদস্যের কমিটির অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যরা হলেন, কোষাধ্যক্ষ মশিউর রহমান মজুমদার, কার্যকরী সদস্য দর্পণ কবীর, তোফাজ্জল লিটন, আবু বকর সিদ্দিক ও মল্লিকা খান মুনা।

এর আগে সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ ও সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হকের সঞ্চালনায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিগত বৎসরের সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেছেন মনজুরুল হক। আয়-ব্যয়ের বার্ষিক বিবরণী তুলে ধরেন কোষাধ্যক্ষ মশিউর রহমান মজুমদার। পরে সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদন দেয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাভাষী সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সমন্বয়ে ২০০৮ সালে আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব গঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে আসছে সংগঠনটি।

উপস্থিত ছিলেন দর্পন কবীর, মোহাম্মদ সাঈদ, সৈয়দ ওয়ালি-উল-আলম, শওকত ওসমান রচি, মো: মশিউর রহমান মজুমদার, মনজুরুল হক, মাহমুদুল হাসান পাহলভী, তাপস কুমার সাহা, এস.এম. সরোয়ার হোসেন, সীমা সুস্মিতা, মো: শামীম আহমেদ, মো: আবুবকর সিদ্দিক, তোফাজ্জল লিটন, পাপিয়া বেগম, স্যামুয়েল এস. পিনারু, মেহের উল্লাহ সানি, মো: মামুন হাওলাদার, আবু হেনা সিজান, তাসনিসা জান্নাত, রোকেয়া দীপা, হাসান মাহামুদ প্রমুখ।

বিজয়ের বায়ান্ন উৎসবে নতুন শ্লোগান-‘জয় বাংলাদেশ’

(৪৬ পাতার পর)

সত্তাধিকারী ও বাংলা পত্রিকা সম্পাদক আবু তাহের, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, নিউইয়র্ক মেয়রের উপদেষ্টা ফাহাদ সোলাইমান, জাতীয় চ্যাম্পিয়ন শুটার ও অলিম্পিয়ান এস এম ফেরদৌস, চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি কাজী আযম, সন্দ্বীপ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আশরাফ উদ্দিন, মূল ধারার রাজনীতিক মামনুনুল হক, অধ্যাপক এম রহমান সুজন, প্রমুখ।

ডাঃ ওয়াজেদ খান তার বক্তব্যে বলেন, স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি বিজয়ের একান্ন বছর পরও অপূর্ণ রয়ে গেছে স্বাধীনতার স্বপ্ন ও আকাঙ্খা। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিলো সমতা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার। অপশাসন, শোষন ও বৈষম্যের কারণে আমরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু দীর্ঘ দিনেও আসেনি অর্থনৈতিক মুক্তি। একাত্তুরের সকল শহীদ এবং সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়নের দাবি জানান। জাতীয় নেতৃবৃন্দের খন্ডিত মূল্যায়নের কারণে জাতি বিভক্ত হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেন ডাঃ ওয়াজেদ খান।

বিজয়ের বায়ান্ন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর জেনারেল এম এ জি ওসমানী, স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের অন্যতম নেতা সিরাজুল আলম খান, বিএলএফ নেতা কাজী আরেফ আহমেদ, বিএলএফ নেতা আব্দুর রাজ্জাক, একাত্তুরের ২ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলনকারী আ স ম আব্দুর রবের ভূমিকা তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানে। এছাড়া গোটা মঞ্চ জুড়ে শোভা পায় বীর মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়া, মেজর রফিক, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর শফিউল্লাহ, মেজর সি আর দত্ত, মেজর মীর শওকত আলী, উইং কমান্ডার বাশার, মেজর নাজমুল হক, মেজর মঞ্জুর, মেজর জলিল, মেজর তাহের, মেজর আবু ওসমানের প্রতিকৃতি।

অনুষ্ঠানে ডা. চৌধুরী সারওয়ার হাসান, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদব মনোয়ারুল ইসলাম, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদারসহ নিউইয়র্কে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ধর্ম ও মানবতার বাণী প্রচার করা হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা মুহম্মদ আব্দুস সাদিক, বাইবেল থেকে পাঠ করেন রেভারেন্ড জেমস রয় এবং রামায়ণ ও গীতার শ্লোক থেকে আলোচনা করেন রাশেশ্বরী গোল্লাপুরি। আলোচনা পর্ব শেষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গানসহ জনপ্রিয় সব দেশগান পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী রিজিয়া পারভীন ও চন্দন চৌধুরি। আবৃত্তি করেন অভিনয় শিল্পী ও আবৃত্তিকার টনি ডায়েস ও মোস্তফা কামাল। নৃত্য পরিবেশন করেন প্রিয়া ডায়েস। উল্লেখ্য গত ১ অক্টোবর নিউইয়র্কে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে ব্যতিক্রমধর্মী এ সংগঠনটির। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনকে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখা এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার শ্লোগানের কারণে নতুন সংগঠনটি ব্যাপকভাবে আলোচনায় আসে দেশ ও প্রবাসে। আবু জাফর মাহমুদ এলামনাই এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি ইউনিভার্সিটিজ এর আহ্বায়ক। মূলত বাংলাদেশের অর্ধশতাধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে সংগঠনটি। প্রথম অনুষ্ঠানের পর সংগঠনটির কর্মপরিকল্পনা, আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রশংসিত হয়েছে সর্ব মহলে।

বিশ্বের নতুন শীর্ষ ধনী বার্নার্ড আর্নল্ট

বাংলাদেশ ডেস্ক : টেসলার সিইও ইলন মাস্ককে পেছনে ফেলে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী হয়েছেন ফ্রান্সের বার্নার্ড আর্নল্ট। সিএনএনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, ফরাসি বিলাস দ্রব্য সংস্থা এলভিএমএইচ এর চেয়ারম্যান আর্নল্ট ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন। আর এতে দীর্ঘদিন ধরে শীর্ষে থাকা টুইটারের নতুন মালিক মাস্কের অবস্থান নেমে এসেছে দ্বিতীয় স্থানে। গত ১৩ ডিসেম্বর ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার্স ইনডেক্স অনুসারে, আর্নল্টের মোট সম্পদের পরিমাণ ১৭১ বিলিয়ন, যা টেসলার সিইও মাস্কের ১৬৪ বিলিয়নকে ছাড়িয়ে গেছে। গত সপ্তাহে প্যারিস ভিত্তিক টাইকুন ফোর্বসের 'রিয়েল টাইম বিলিয়নেয়ার' তালিকার শীর্ষে রয়েছেন তিনি। যাইহোক যদিও তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক হন, আর্নল্ট লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করেন। তাই জেফ বেজোস, বিল গেটস, গৌতম আদানি বা ইলন মাস্ককে যেভাবে সবাই চেনেন, আর্নল্টকে হয়তো অনেকেই চেনেন না। এতদসত্ত্বেও তিনি এ বছরের ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় নিজের প্রথম স্থান ঠিকই নিশ্চিত করেছেন।

ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার্স ইনডেক্স অনুসারে, মাস্ক এই বছর মোট ১০৭ বিলিয়ন খুইয়েছেন। টেসলার শেয়ারের দাম কমে যাওয়া ও টুইটার সংক্রান্ত বিভিন্ন ঝামেলার কারণে তাকে এখন পর্যন্ত বড় অঙ্কের লোকসান গুনতে হয়েছে। ফলে ধনীদের তালিকায় প্রথম স্থান থেকে নেমে পড়েছেন তিনি। অন্যদিকে, করোনা মহামারীর প্রভাব ও বৈশ্বিক মন্দার কারণে এ বছর আর্নল্টের সম্পদ প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার কমেছে, কিন্তু সেটা তাকে শীর্ষস্থানে পৌছাতে বাধা দেয়নি। গত ১৩ ডিসেম্বর ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার্স ইনডেক্স প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আলোচনার কেন্দ্রে জায়গাজুড়ে বসেছেন ফরাসি ধনকুবের বার্নার্ড আর্নল্ট। আর্নল্ট ১৯৪৯ সালে ফ্রান্সের উত্তরে রুবাইক্সে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্যারিসের একটি বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ইকোল পলিটেকনিক থেকে স্নাতক হন। এরপর পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ব্যবসায় ধারাবাহিক প্রচারের মাধ্যমে, তিনি ১৯৭৮ সালে পারিবারিক ফার্ম ফেরেট-স্যাভিনেল (বিল্ডিং উপকরণ কোম্পানি) এর চেয়ারম্যান হন। ছয় বছর পর আর্নল্ট ফরাসি সরকারের কাছ থেকে দেউলিয়া টেক্সটাইল কোম্পানি বুসাক সেন্ট-ফ্রেস কিনে নেয়। দেউলিয়া টেক্সটাইল গ্রুপটি বিখ্যাত ফরাসি ফ্যাশন হাউস ক্রিশ্চিয়ান ডিওরের মালিকানাধীন ছিল। ফলে এই সংস্থার নিয়ন্ত্রণও চলে আসে আর্নল্টের হাতে। ঋণগ্রস্ত গোষ্ঠীটি ধীরে ধীরে আর্নল্টের নেতৃত্বে বিশিষ্টতা লাভ করে ও বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিলাসবহুল পণ্য কোম্পানিগুলোর মধ্যে একটি হয়ে ওঠে। লুই ভিটন, ক্রিশ্চিয়ান ডিওর, হুব্লট, লে পার্সিয়ানের মতো কোম্পানিগুলো আর্নল্টের কোম্পানি এলভিএমএইচ এর অন্তর্গত। ১৯৮৭ সালে লুই ভিটন এবং মোয়েট হেনেসির সঙ্গে এলভিএমএইচ গ্রুপ গঠিত হওয়ার কয়েক বছর পর, ১৯৮৯ সালে আর্নল্ট কোম্পানিতে একটি উল্লেখযোগ্য অংশীদারিত্ব কিনে নেয়। তখন থেকে তিনি এলভিএমএইচ এর চেয়ারম্যান ও সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে আর্নল্ট এলভিএমএইচকে তৈরি করেছে বিলাসবহুল শখের পণ্যের পাওয়ার হাউসে। এলভিএমএইচ শ্যাম্পেন, ওয়াইন, ফ্যাশনেবল পোশাক, চামড়ার পণ্য, ঘড়ি, গহনা, প্রসাধনী ও পারফিউমের বিস্তৃত নির্বাচন অফার করে। বর্তমানে এলভিএমএইচ এর বিশ্বব্যাপী পাঁচ হাজার ৫০০টি আউটলেট রয়েছে। শুধু ইউরোপ নয় ১৯৯২ সালে চীনের বেইজিংয়ে লুই ভিটন শোরুম খুলে এশিয়ার সবচেয়ে বড় বাজারে তার আধিপত্য দেখান এই ইউরোপীয় টাইকুন। ব্যক্তিগত জীবনে, বার্নার্ড আর্নল্ট দুবার বিয়ে করেছিলেন। তার ৫ সন্তান রয়েছে। ব্লুমবার্গের তথ্য অনুসারে, আর্নল্ট এর পরিবারের প্রত্যেকেই তার কোম্পানি এলভিএমএইচ বা এর যেকোনো ব্র্যান্ডের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত।

Weeklybangladeshusa.com

বিশ বছর পর বিশ্বকাপ ল্যাটিন

(শেষ পাতার পর)

১৯৭৮ সালে। এরপর দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জিততে বেশী সময় নেয়নি। মাঝে একবছর গ্যাপ দিয়ে দ্বিতীয়বারের মত বিশ্বকাপ জয় করে ১৯৮৬ সালে। এরপরের আসরেই আবারও ফাইনালে ওঠে তৃতীয় শিরোপার খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল। কিন্তু ফাইনালে জার্মানীর কাছে হেরে যায় ১-০ গোলে। এরপর দীর্ঘ প্রতীক্ষার পালা।

আর্জেন্টিনার এবারের সাফল্য তাদেরকে শুধু তৃতীয়বারের মত শিরোপাই এনে দেয়নি, অধিনায়ক লিওনেল মেসির ব্যাক্তিগত এচিভমেন্টের ক্ষেত্রেও এটি একটি বিশাল অর্জন। ডিয়েগো ম্যারাডোনার পর আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বড় ফুটবল তারকা হয়ে ওঠেছিলেন মেসি। শুধু বিশ্বকাপ জেতাটাই বাকী ছিল। ধারনা করা হচ্ছে এটাই ৩৫ বছর বয়স্ক মেসির শেষ বিশ্বকাপ। শেষ সুযোগটি হাতছাড়া করেননি মেসি। বিশ্বকাপ জিতে নিজের বর্ণাঢ্য ফুটবল ক্যারিয়ারকে পূর্ণতা দিয়েছেন। মেসির জন্মের এক বছর আগে শেষবার বিশ্বকাপ জিতেছিল আর্জেন্টিনা। নতুন প্রজন্মকে উজ্জীবিত করার জন্য দরকার ছিল আরো একটি শিরোপা, যা নাগালের মধ্যে এসেও ফসকে যাচ্ছিল বারবার। এবারের ফাইনালে ফ্রান্সও নেমেছিল তৃতীয় শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে। আর্জেন্টিনাকে তাড়া করে গেছে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি পেনাল্টি শুট আউট ব্যর্থতার জন্য। এখন যে ফরম্যাটে বিশ্বকাপ হয় তাতে শুধু ভালো খেললেই হয়না। পেনাল্টি শটেও দক্ষতা থাকা দরকার।

ফ্রান্সের চেয়ে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের ইতিহাস পুরোনো। আর্জেন্টিনা প্রথম বিশ্বকাপ জেতে ১৯৭৮ সালে, আর ফ্রান্সের সাফল্য আসে আরও ২০ বছর পর ১৯৯৮ সালে। উভয়দলই বিশ্বকাপ জয়ের সূচনা করে স্বদেশের মাটিতে। এবারের মত ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালেও উভয় দল খেলতে নেমেছিল তৃতীয় শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে। কিন্তু পেলেদের ব্রাজিল ফাইনাল ম্যাচটি একতরফা করে নিয়ে ইটালীকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে। ইটালীকে তৃতীয় শিরোপা জিততে আরও বার বছর অপেক্ষা করতে হয়। মেসির মত ওটাও ছিল পেলের শেষ বিশ্বকাপ। পার্থক্য শুধু এটি মেসির প্রথম সাফল্য। পেলে এর আগে ব্রাজিলকে আরও দু'বার বিশ্বকাপ এনে দিয়েছিলেন। মেসির মত অধিনায়ক না হলেও পেলে বিশ্বের একমাত্র খেলোয়াড় যিনি তিনটি বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবল দলে ছিলেন। আর্জেন্টিনার প্রথম সাফল্য যদিও এসেছে ১৯৭৮ সালে, প্রথম বিশ্বকাপেই তারা ফাইনাল খেলেছিল। ফাইনালে স্বাগতিক উরুগুয়ের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ৪-২ গোলে হেরে রানার্স-আপ হয়ে বাড়ী ফিরতে হয়েছিল মেসি, ম্যারাডোনার পূর্বসূরীদের। আর্জেন্টিনার গিয়ের্মো স্ট্যাবল ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপে তারকা হিসেবে সবার দৃস্টি কেড়েছিলেন ।

এবারের বিশ্বকাপে শিরোপা জিততে না পারলেও ফাইনালে হ্যাটট্রিক করে ইতিহাসে নাম লিখিয়েছেন ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পে। এর আগে বিশ্বকাপ ফাইনালে প্রথম হ্যাটট্রিক করছিলেন ইংল্যান্ডের জিওফ হার্স্ট্র ১৯৬৬ সালে। ইংল্যান্ড ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীকে ৪-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। অবশ্য তখনকার আইন অনুযায়ী হ্যাটট্রিক করতে হলে পরপর তিনটি গোল করতে হতো। জিওফ হার্স্ট্রের তিনটি গোল পরপর ছিলনা। ইংল্যান্ডের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেছিলেন মার্টিন পিটার্স। এবারের ফাইনালে এমবাপ্পের হ্যাটট্রিক নিয়ে কোন সংশয় নেই। জিওফ হার্স্ট্রের তৃতীয় ও জয়সূচক গোলটি ছিল বিতর্কিত। খেলাটি টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার হলেও তখন গোললাইন ট্যাকনোলজির ব্যবহার ছিল না। হার্স্ট্রের শটটি বারপোস্টের ভেতরের দিকে আঘাত করে ফিরে এসেছে বলে রেফারী গোল দেন। কিন্তু জার্মানরা এ সিদ্ধান্তটি কখনোই মেনে নিতে পারেনি।

পরিশেষে, এশীয়া এবারও খালীহাতে ফিরিয়ে দেয়নি ল্যাটিন আমেরিকাকে। কোরিয়া ও জাপানের যৌথ আয়োজনে এশীয়ায় প্রথম বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০২ সালে। তখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ব্রাজিল। এতদিন যে ট্র্যাডিশন ছিল বিশ্বকাপ ইওরোপে হলে ইওরোপীয় দল জেতে, আমেরিকায় হলে দক্ষিন আমেরিকার দল চ্যাম্পিয়ন হয় এর ব্যাতিক্রম দেখা গিয়েছিল ২০১৪ সালে ব্রাজিল বিশ্বকাপে। ইওরোপীয় দলগুলির দাপটে ল্যাটিন আমেরিকার দলগুলি কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। আর্জেন্টিনা এবার এশীয়ার মাটিতে বিশ্বকাপ জয় করে ২০ বছর পর বিশ্বফুটবলে আবারও ল্যাটিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

সিটিতে ট্যাক্সি ভাড়া বৃদ্ধি

(শেষ পাতার পর)

ট্যাক্সি ভাড়া বৃদ্ধি করল। ভাড়া বৃদ্ধির ফলে আগেকার নূন্যতম ভাড়া ২.৫০ ডলারের স্থলে ৩.০০ ডলার দিয়ে শুরু হয়েছে। এমটিএ, হ্যান্ডিক্র্যাফট ও কনজেশন সারচার্জ ৩.৩০ ডলারের স্থলে ৪ডলার হয়েছে। বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত রাশ আওয়ার সার চার্জ ১ ডলারের স্থলে ২ ডলার করা হয়েছে। রাত ৮টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত নাইট সারচার্জ .৫০ সেন্টের পরিবর্তে ১ ডলার করা হয়েছে। জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে ম্যানহাটান বা ম্যানহাটান থেকে জেএফকে এয়ারপোর্টের পূর্বেও ফ্ল্যাট রেট ৫২ ডলারের স্থলে ৭০ডলার করা হয়েছে। নিউইয়ার্ক এয়ারপোর্টের ভাড়া আগে যেখানে ২০ ডলার দিয়ে শুরু করা হত সেটা এখন থেকে ২৩ ডলার দিয়ে শুরু করা হয়েছে।

দিনাজপুর জেলা সমিতির অভিষেক

(১৮ পাতার পর)

ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে চাই। এখানে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছাতে চাই আমাদের সঠিক কৃষ্টি ও কালাচার। সেজন্য আমরা নতুন কমিটির নেতৃত্বে এ সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে পরিচালনা করবো। তিনি নতুন কমিটির সদস্যদের আরও তৎপর হবারও পরামর্শ দেন। সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে ড. রুহুল কুদ্দুস নিউ ইয়র্কে দিনাজপুর জেলা সমিতি নানা কর্মকান্ড নিয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। আগামী দিনে এ সংগঠনটি কিভাবে পরিচালনা করলে আরও ভালো হবে সে বিষয়ে তার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। আলোচনা সভায় মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া দিনাজপুরের প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধারা রনাঙ্গণে যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের স্মৃতিচারন করেন। এতে বক্তব্য দেন মুক্তিযোদ্ধা মোস্তাফিজুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা আলতাফ চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ লুৎফর রহমান, নব নির্বাচিত সভাপতি মোহাঃ মোশাররফ হোসেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ ফতেনুর আলম বাবু, সহ-সভাপতি মোঃ জাবেদ চৌধুরী ভুট্টু, সা. সম্পাদক অ্যাড. মোঃ আব্দুর রশিদ, নিউইয়র্স্থ উত্তরবঙ্গ ফাউন্ডেশনের সভাপতি ডা. আব্দুল লতিফ ও আলামিন প্রমুখ। সাবেক উপদেষ্টা ড. রুহুল কুদ্দুস, মোঃ রেজ্জাকুল ইসলাম, শহীদুজ্জামান চৌধুরী, লাভলু, আসিফ করিম ও মোঃ রুস্তম আলী এ সময় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন।

দিনাজপুর জেলা সমিতির নতুন কার্যকরী কমিটির অভিষিক্ত সদস্যরা হলেন-সভাপতি মোঃ মোশাররফ হোসেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ ফাতেনুর আলম বাবু, সহ-সভাপতি জাবেদ চৌধুরী ভুট্টু, মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, মোঃ রেজাউল করিম বাপ্পি, আমিনুর রহমান ইনসান ও আলতাফ চৌধুরী, সাধারন সম্পাদক অ্যাড. মোঃ আব্দুর রশিদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহীন চৌধুরী ও মোঃ বিপুল সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ তারিক জাহেরী, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ লুৎফর রহমান, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলম নিউমুন, সহ-কোষাধ্যক্ষ মোঃ হায়দার আলী সরকার, দপ্তর সম্পাদক মোঃ তরিকুল ইসলাম, যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক মোঃ এস রহমতুল্লাহ বাবু, ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ শফিউল্লাহ, যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ শামীম সরকার, বিনোদন সম্পাদক সামিউর রহমান, সাহিত্য ও প্রচার সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ, যুগ্ম সাহিত্য ও প্রচার সম্পাদক মোঃ মাসুদ বেগ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. নার্গিস রহমান, যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক শেখ জুয়েল, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক বিলকিস বি চৌধুরী ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোঃ রানা পারভেজ। কমিটির নির্বাহী সদস্যরা হলেন ফারহানা চিশতী, মাহিদুল চৌধুরী, মোঃ কিবরিয়া হাবিব ও মোঃ আমিনুর ইসলাম। সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. নার্গিস রহমানের সঞ্চালনায় দ্বিতীয় পর্বের এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নিউ ইয়র্কের জনপ্রিয় সঙ্গীত লিমন চৌধুরী, কৌশলী ইমা, ডা. নার্গিস রহমান, ফারহানা তুলি, ডা. রুমা চৌধুরী, রাকিব খান, মোহর খান ও শৌভিদ রায় চৌধুরী। যন্ত্র সঙ্গীতে শিল্পীদের সঙ্গত করেন তবলায় স্বপন দত্ত, কীবোর্ডে রুবেল, অক্টোপ্যাডে সাত্তার মাহমুদ ও গিটারে নাইস।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলম্যানের বাড়িতে হামলা, দু'জন গ্রেফতার

(শেষ পাতার পর)

সদস্য এরিক বচারের বাড়িতে হামলার অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত সোমবার দুই প্রতিবাদকারী কাউন্সিলম্যানের বাড়ির প্রাচীরে বিদ্বেষমূলক শ্লোগান উৎকীর্ণ করা এবং তার প্রতিবেশির বাড়িতে হামলা চালায়। বলপূর্বক অন্যের জমিতে প্রবেশের অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, 'ড্রাগ স্টোরি আওয়ার' নিউইয়র্ক সিটি ভিত্তিক একটি নন-প্রফিট সংস্থা, যে সংস্থাটি ২০১৫ সাল থেকে সারা দেশে পাঠ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। কর্মসূচিটি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও ফক্স নিউইজসহ রক্ষণশীল মিডিয়া এটিকে শিশুদের অনুপযোগী বলে প্রচার করছে। ড্রাগ স্টোরি আওয়ার কর্মসূচি সাম্প্রতিব বছরগুলোতে দেশজুড়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে এবং নিউইয়র্ক সিটিতেও এর প্রতিবাদে গত মাসে বেশ ক'টি বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। গত সোমবারের প্রতিবাদ ছিল আলোচিত কর্মসূচির আলোকে লাইব্রেরি ও কমিউনিটি সেন্টারগুলোতে রঙিন পোশাক পরিহিত ব্যক্তিদের দ্বারা শিশুদের জন্য ড্রাগ কর্মসূচি বিষয়ে পাঠ করা। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক বেশ কিছু লাইব্রেরির সামনে সমবেত হয়ে প্রতিবাদ জানায়। রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরা এ ধরনের কর্মসূচিকে সমকাম ও শিশু যৌনতাকে উৎসাহ দেওয়ার নামান্তর বলে অভিযোগ করেছেন।

সমকামী সিটি কাউন্সিলম্যান এরিক বচার এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে 'ড্রাগ কুইন স্টোরি আওয়ারে সমবেত শিশুদের প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণ করা হচ্ছে। যারা এই কর্মসূচিকে বিঘ্নিত করতে চান, তারা ডানপন্থী চক্রান্ত তত্ত্বের অনুসারী। তারা আশা করছে যে তাদের কৌশল আমাদের স্তব্ধ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তাদের জন্য দু:খজনক যে এর বিপরীত প্রতিক্রিয়াই ঘটবে। আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে আরো দৃঢ় হয়েছি। গ্রেফতারকৃত দু'জন নিজেদের পরিচয় না দিলেও একজন নিজেকে সমকামী পুরুষ এবং অপরজন ট্রান্সজেন্ডার নারী বলে দাবী করেছেন। বিক্ষোভকারীরা এরিক বচরের সমালোচনা করে বলছেন যে বচার যা প্রচার করতে চান তা শিশুদের জন্য অনুপযুক্ত। তারা বলেন, তিন বছরের শিশুরা প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য নয়।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ভূমিকম্পে ২ জনের মৃত্যু

বাংলাদেশ ডেস্ক : ক্যালিফোর্নিয়া ৬ দশমিক ৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে এবং অন্তত ১১ জন আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার প্রথম প্রহরে অঙ্গরাজ্যের উত্তরাঞ্চলীয় উপকূলে এ ঘটনায় বহু বাড়ি, রাস্তা ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়েছে। স্থানীয় সময় রাত আড়াইটায় ভূমিকম্পটি হয়, এরপর প্রায় ৮০টি পরাঘাত অনুভূত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তি ভূগর্ভের ১৭ দশমিক ৯ কিলোমিটার গভীরে আর সেটি স্যান ফ্রান্সিসকো বে এলাকায়ও অনুভূত হয়েছে। পরাঘাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালীটি ৪ দশমিক ৬ মাত্রার ছিল। সান ফ্রান্সিসকো শহর থেকে ৩৫০ কিলোমিটার উত্তরে হামবোল্ট কাউন্টির উপকূলে ভূমিকম্পটির উৎপত্তি হয়। হামবোল্ট কাউন্টি রেডউড গাছের বন, সিফুড, কাঠ শিল্প ও দুগ্ধ খামারের জন্য পরিচিত। অঞ্চলটি ঘন ঘন ভূমিকম্পের জন্যও পরিচিত। তবে সম্প্রতি যেসব ভূমিকম্প হয়েছে সেগুলোর তুলনায় এবারেরটি অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক ছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার বন ও দাবানল সুরক্ষা বিভাগ (ক্যালফায়ার) জানিয়েছে, ভূমিকম্পের সময় একটি কাঠামোতে আগুন ধরে গেলেও দ্রুত তা নিভিয়ে ফেলা হয়, কম্পনের ফলে আরো দু'টি ভবন ধসে পড়ে। হামবোল্ট কাউন্টির শেরিফ দফতর জানিয়েছে, আহতদের মধ্যে একজন শিশু ও একজন বৃদ্ধ আছেন।

www.weeklybangladeshusa.com

Jemcare (জেমকেয়ার)

(মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে মেডিকেইড অনুমোদিত শিশু/কিশোর এবং পারিবারিক সহায়তা সেবা প্রতিষ্ঠান)

- পারিবারিক ও সামাজিকভাবে আপনার সন্তান মানসিক দুর্বলতার কারণে যদি ভীতিগ্রস্থ হয়ে একাকিত্ব অনুভব করে, অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন বাড়তি চাপের কারণে অসুস্থ্য আচরণ করে-
- যদি দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা দিয়েও সন্তানের স্বাভাবিক অবস্থা না ফিরে আসে তাহলে -

আপনার সন্তানের স্বাভাবিক বা উন্নত আচরণে বেড়ে ওঠার ব্যাপারে Jemcare আপনার বাচ্চাকে সাহায্য করবে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আপনার সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটিয়ে পরিবারের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে আমরা নিম্নলিখিত সেবাসমূহ প্রদান করে থাকি ঃ

১. যত্নশীল সেবাদান ব্যবস্থাপনা ঃ
সামাজিক যোগসূত্র স্থাপন ও নিবিড় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে আমরা দক্ষ Caregiver (যত্নশীল পরিচর্যাকারী)-এর মাধ্যমে আন্তরিকতার সাথে সহায়তা দিয়ে থাকি।

২. অভিভাবকের সাময়িক বিশ্রামকালীন সময়ে সন্তানের পরিচর্যা ঃ
পিতামাতা বা অভিভাবকের স্বল্পসময়ের বিশ্রামকালে সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য এবং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একজন পেশাদার সহায়তাকারী প্রদান করে থাকি।

৩. পারিবারিক পরিচর্যাকারী সহায়তা সেবা ঃ
আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, তথ্য ও উপদেশ প্রদানে একজন দক্ষ Caregiver (যত্নশীল পরিচর্যাকারী) দ্বারা সহায়তা সেবা নিতে পারেন।

৪. কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সেবা ঃ
অল্পবয়সী কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরী বা আত্ম-কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তুলতে সাহায্য করে থাকি।

৫. আত্মনির্ভরশীল করে গড়তে সামাজিক সহায়তা সেবা ঃ
সন্তানের চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশ এবং যে কোন নেশাদ্রব্যের অপকারিতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সামাজিক শিক্ষা প্রদান করে থাকি।

৬. সামাজিকভাবে বাসযোগ্যতা অর্জন ঃ
আপনার সন্তানের সামাজিক শিক্ষা এবং দৈনন্দিন উৎকর্ষতা অর্জনে আমরা সুসংহত সেবা প্রদান করে থাকি যা আপনার সন্তানকে সামাজিকভাবে উন্নত বসবাসের যোগ্য করে গড়ে তুলবে।

এতদ্বসংক্রান্ত আরো বিস্তারিত জানতে এবং সমস্যা সমাধানে সাহায্য পেতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন ঃ

intake@jemcare.org
718-506-0721
৭১৮-৫০৬-০৭২১
718-846-8888

Jemcare
(জেমকেয়ার)

37-20 74th Street • Jackson Heights, NY 11372
148-37 Hillside Ave • Jamaica, NY 11435
718-846-8888
1208 Liberty Ave • Brooklyn, NY 11208
626 Sheepshead Bay Road • Brooklyn, NY 11224
2206 Newbold Ave • The Bronx, NY 10462
1865 Amsterdam Ave • New York, NY 10031

www.weeklybangladeshusa.com

এটি হোক একটি

ডাবল ডেট

একই সাথে উভয়টি গ্রহণ নিরাপদ।

গুরুতর অসুস্থতা এবং জটিলতার বিরুদ্ধে এগুলো আমাদের সেরা সুরক্ষা।

877-829-4692 এ কল করুন বা ভিজিট করুন nyc.gov/vaccinefinder।

NYC Health

Eric Adams মেয়র
Ashwin Vasan, MD, PhD কমিশনার

REAL MILK POWDER

RED COW MILK IS THE BEST.
WHY? IT STANDS TO REASON

Why is RED COW milk the BEST?
RED COW Milk comes from
1) Family owned farms
2) Cows are fed with grains & grass
3) Cows receives lovingly care

HOLLAND HAS BEEN MAKING MILK POWDER LONGER THAN ANY OTHER COUNTRY.
HOLLAND HAS HIGHEST REPUTATION WHEN IT COMES TO PRODUCING MILK. DUTCH DAIRY FARMERS DELIVER THE BEST QUALITY MILK & DAIRY FARMERS MEET THE STRICTEST FOOD HYGIENE & SAFETY STANDARDS.
FOR THESE REASONS NO OTHER MILK CAN COMPARE TO DUTCH RED COW MILK POWDER.

DEMAND ONLY THE BEST FOR YOU AND YOUR FAMILY.
WHEN YOU BUY RED COW MILK POWDER FROM HOLLAND YOU ARE GETTING THE BEST MILK POWDER.
HEALTHIEST MILK POWDER WITH ONLY PURE MILK.
DEMAND ONLY RED COW MILK POWDER AND TASTE REAL MILK POWDER.

UNTOUCHED BY HANDS

FRESH MILK COLLECTED UNTOUCHED BY HANDS
FRESH MILK POWDER PRODUCED UNTOUCHED BY HANDS

RED COW BRAND MILK POWDER DISSOLVE BETTER THAN ANY OTHER MILK POWDER

RED COW MILK ONLY MADE WITH FRESH MILK not from concentrate

786 ®

DELICIOUS, HEALTHY & NUTRITIOUS
DEMAND RED COW MILK & BE THE JUDGE

RED COW brand
100% PURE COW GHEE
UNTOUCHED BY HANDS,
PRODUCED IN UK
PACKED IN CANS
AND SEALED
AT THE FACTORY
SO YOU CAN
BE SURE IT STAYS
100% PURE &
UNTOUCHED BY HANDS

HIGHEST QUALITY
NATURAL BROWN SUGAR

Wholesale supplies from: AFN BROKER LLC 908-486-0077, RAHMAN DISTRIBUTORS, NY 917-396-4882

www.weeklybangladeshusa.com

GOLDEN AGE
HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

www.weeklybangladeshusa.com

বিজয়ের বায়ান্ন উৎসবে নতুন শ্লোগান-'জয় বাংলাদেশ'

মনজুর আহমেদ

ডা. ওয়াজেদ এ খান

দিলীপ চৌহান

টনি জয়েস

রওশন হাসান

(শেষ পাতার পর)

পৃষ্ঠপোষকতায় "বিজয়ের বায়ান্ন" উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গত ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়। এলামনাই এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইউনিভার্সিটিজ এর ব্যানারে আয়োজিত বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানটি ছিলো সম্পূর্ন ভিন্নধর্মী। বার্তাবাহী জয় বাংলাদেশ শ্লোগান, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সত্যানুসন্ধান এবং সত্যিকারের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জাতীয় নেতৃত্বের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির বিষয়টি উঠে আসে প্রদর্শিত প্রামাণ্য চিত্রে এবং বক্তব্যে। মুক্তিযুদ্ধের অকাট্য ইতিহাস ও আকর্ষনীয় প্রামাণ্য চিত্রটি টানা আধা ঘন্টা আবিষ্ট করে রাখে দর্শক শ্রোতাদের। এসময় আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন অনেকে। এছাড়া ব্যানারে খচিত প্রতিকৃতিগুলি সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস ও গৌরব গাঁথার। বিজয়ের বায়ান্ন অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে মুক্তিযুদ্ধের নিরপেক্ষ ও নির্মোহ বিশ্লেষনের চেষ্টা প্রশংসিত হয়েছে এবং সৃষ্টি করেছে ভিন্ন মাত্রিক আলোড়ন। স্বল্প দৈর্ঘের প্রামাণ্য চিত্রে আবু জাফর মাহমুদের ধারা বর্ণনা ছিলো সাবলীল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে এ প্রশ্ন তিনি ছুড়েছেন দর্শকশ্রোতাদের মাঝে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এক নম্বর সেক্টর কমাণ্ডের আওতায় গঠিত মাউন্টেন ব্যাটেলিয়ন কমাণ্ডার আবু জাফর মাহমুদ ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন ও গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার দাবির পাশাপাশি আইন শৃংখলা ও বিচার ব্যবস্থাকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখার দাবি জানিয়েছেন।

মূল বক্তব্যে জাফর মাহমুদ বলেন, প্রতিটি বাংলাদেশির প্রাণের শ্লোগান হওয়া উচিত 'জয় বাংলা, জয় বাংলাদেশ। উডসাইডের গুলশান টেরেসে হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা যৌথভাবে অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করে। তিনি বলেন, সন্তানের ভ্রুণ থেকে শুরু করে প্রসব পর্যন্ত যে যন্ত্রণা, যে ভালোবাসা ও পরীক্ষা তা প্রতিটি মা উপলব্ধি করেন। সন্তান পৃথিবীর আলো দেখে বড় হয় পুরোটাই মায়ের মমতা ও যত্নে। মায়ের চেয়ে ভালো আর কেউ বোঝে না। এই সত্য প্রত্যেক জাতির সঙ্গেও মিলে যায়। কিন্তু আমাদের দেশে যারা যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা বাংলাদেশের সরকার গঠন করতে পারেননি। তাদেরকে দিয়ে আমরা সরকার গঠন করিনি। আমাদের ছিল না রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা। আমাদের কেউ মন্ত্রী ছিলেন না। একমাত্র বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী ছিলেন পাকিস্তান সরকারের, তাও কিছুদিনের জন্য। আমরা পাকিস্তানের ন্যাশনাল এসেমব্লির মেম্বার পর্যন্ত ছিলাম না। পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই আমাদের বড় ভায়েরা সরকার গঠন করেন। তারাই আমাদের মুরুব্বি। আমরা তাদেরকেই মেনেছি। আমরা মেনে মেনেই এ পর্যন্ত এসেছি। এর ভেতরেই আমরা অনেক মূল্যবান সম্পদ হারিয়েছি। বহু জীবন হারিয়েছি। বহু নেতা ও মুরুব্বিদের হারিয়েছি। জাফর মাহমুদ নিজের জীবনচিন্তা ও ধর্মানুভূতির কথা তুলে ধরে বলেন, জাকাত দিলে সম্পদ পবিত্র হয়। কিন্তু আল্লাহ যে জ্ঞান দিয়েছেন, যে ভালোবাসা দিয়েছেন তার জন্য কী করেছি, তার জাকাত কি? আমি বিশ্বাস করি, সেই জাকাতটিই হচ্ছে দেশের জন্য নিবেদিত হওয়া। সেই তাগিদ ও কর্তব্যের তাড়না থেকে, নতুন প্রজন্মের সামনে দেশপ্রেমের আদর্শ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের শুদ্ধ ইতিহাস তুলে ধরার চিন্তা থেকেই এই আয়োজন। জাফর মাহমুদ ষাটের দশকের দূরদর্শী ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খানের কথা তুলে ধরে বলেন, তিনি জয় বাংলা শ্লোগান তুলে ছাত্রসমাজকে আন্দোলিত করে গোটা জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেন তার প্রভাব। সেই শক্তির রেশ এখনও বিদ্যমান। কিন্তু আজকে ভারতের বাঙালিরাও 'জয় বাংলা' শ্লোগান দেয়। জাফর মাহমুদ বলেন, আমরা আমাদের রাষ্ট্র গঠন করেছি, আমরাই আমাদের পতাকা নির্ধারণ করেছি, আমরাই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত নিয়েছি। তাই জয় বাংলা শ্লোগান যখন দেন, তা যদি ভালোবেসে দেন, তাহলে তার সঙ্গে অবশ্যই রাষ্ট্র থাকতে হবে। বাংলাদেশ থাকতে হবে। জয় বাংলার পাশাপাশি শ্লোগান হতে হবে 'জয় বাংলাদেশ'। এটিই প্রতিটি বাংলাদেশির শ্লোগান। অনুষ্ঠানে নির্ধারিত অতিথি নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস উপস্থিত হতে না পারায় যোগ দেন তার প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশনার দিলীপ চৌহান। তিনি অভিবাসীদের সুযোগ ও স্বপ্ন পুরণের প্রশ্নে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর নিউইয়র্কে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় উদযাপনের ব্যতিক্রমী ও বর্ণাঢ্য আয়োজনকে দৃষ্টান্তমূলক বলে অভিহিত করেন। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদের হাতে মেয়র এরিক অ্যাডামস এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্মানসূচক 'রিসাইটেশন' প্রদান করেন। দিলীপ চৌহান জানান, এটি মেয়রের পক্ষ থেকে দেয়া সর্বোচ্চ সম্মাননা। মেয়রের জন্যও অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি ইউনিভার্সিটিজ এর বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ড. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক আজকাল এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমেদ, টাইম টিভি ইউএসএ'র *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

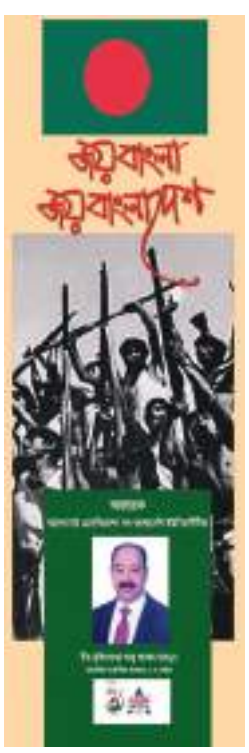

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বক্তব্য দিচ্ছেন ডা. ওয়াজেদ খান।

সংবর্ধনার জবাবে বক্তব্য দিচ্ছেন রোজিনা ইসলাম।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত রোজিনাকে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সংবর্ধনা

(শেষ পাতার পর)

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে এখনো রোজিনার মতো সাংবাদিকরা আছে বলেই সরকারী দূর্নীতির বিরুদ্ধে রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে। সরকারী বিজ্ঞাপন না পেয়েও কোন কোন মিডিয়া পাঠক প্রিয়তার জোরে দায়িত্বপালন করে চলেছে। সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম সাহসিকতার সাথে তার পেশাগত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ, দেশের সাংবাদিক ও প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিকদের মুখ উজ্জল করেছেন। তেমনী তার এই স্বীকৃতি সাহসী সাংবাদিকতায় অন্য সাংবাদিকদের উৎসাহিত করবে।

সংবর্ধনার জবাবে রোজিনা ইসলাম তাঁর প্রতি সমর্থন ও ভালোবাসা জানানোর জন্য সাংবাদিকসহ প্রবাসী জনসমাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, আমি আমার দায়িত্ববোধের জায়গা থেকেই কাজ করি এবং সততার সাথে আজীবন পেশাগত দায়িত্ব চালিয়ে যাবো। যুক্তরাষ্ট্রের 'এন্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড' আমার দায়িত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ৯ ডিসেম্বর শুক্রবার রোজিনা ইসলামসহ বিভিন্ন দেশের ৮ জন ব্যক্তিকে ২০২২ সালের 'এন্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়নস অ্যাওয়ার্ড' তুলে দেন। খবর ইউএনএ'র।

সিটির জ্যাকসন হাইটস্থ বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে গত ১৯ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় উল্লেখিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রেসক্লাবের সভাপতিত্ব এবং সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও করেন আবু তাহের সভায় সভাপতিত্ব করেন। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে রোজিনা ইসলাম-কে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমেদ, বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট হাসান ফেরদৌস, সাপ্তাহিক দেশবাংলা সম্পাদক ডা. সরোয়ারুল হাসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, আজকাল সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ জিকু, নিউইয়র্ক-এর প্রথম আলো'র সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, টিবিএন ২৪ এর সাংবাদিক সুলতানা রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রানু ফেরদৌস, লেখক রহমান মাহবুব প্রমুখ।

মনজুর আহমদ বলেন, সাংবাদিকতা সবসময়-ই সাহসী কাজ। কাজের মধ্যেই তো পরে দূর্নীতির বিরুদ্ধে লেখা। আগে সাহসী সাংবাদিক বলতে কিছু শুনিনি। আজকের দিনের প্রেক্ষাপটেই সাহসী সাংবাদিক হতে হয়, বলতে হয়।

হাসান ফেরদৌস বলেন, সাংবাদিকদের মূল ও প্রথম দায়িত্ব-কর্তব্য হচ্ছে সত্য তুলে ধরা, ক্ষমতাশীল মানুষদেরকে সত্য কথা জানানো। আর ক্ষমতাশীলরা সত্য কথা পছন্দ করে না। তারা নিজেদেরকে 'ভালো' বলা পছন্দ করে। *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

টাইমস স্কোয়ারে উৎসব গ্রুপের ঐতিহাসিক বিজয় উৎসব

(শেষ পাতার পর)

দিবসে যোগ হয়েছে আরো একটি নতুন মাত্রা। উৎসব গ্রুপ সৃষ্টি করেছে নতুন ইতিহাস। একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের গৌরবগাঁথা স্মরণীয় করে রাখতে বেঁছে নেয়া হয়েছে ঐতিহাসিক টাইমস স্কোয়ারকে। বিজয় দিবসে টাইম স্কোয়ারের বিশাল ডিজিটাল পর্দায় ভেসে উঠেছে বাংলাদেশ। গত ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে প্রতি চার মিনিট অন্তর পর্দায় উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ সহ গোটা বাংলাদেশের অবয়ব। বিশ্বের রাজধানীখ্যাত ম্যানহাটানের প্রাণকেন্দ্রে দুর্লভ এই প্রামাণ্য চিত্র আর্ন্তজাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাশীল অভাবনীয় উচ্চতায় পৌছে দিয়েছে।

শীর্তাত হালকা বৃষ্টির মাঝে বার বার ঝলক দিয়ে উঠা বাংলাদেশের খন্ড খন্ড দৃশ্য নজর কেড়েছে ভিনদেশী অসংখ্য পথচারীর। টাইমস স্কোয়ারে ১৫৪০ ব্রডওয়েতে ক্ষণিকের জন্য হলেও থমকে দাঁড়িয়েছেন অনেকে। ছবি তুলেছেন, ব্যয় করেছেন খানিকটা সময়। দুর্লভ এ সময়টি উপভোগ করতে সিটির বিভিন্ন স্থান থেকে ভীড় করেছেন অনেক প্রবাসী বাংলাদেশী। এধরণের দেশপ্রেম ও উদ্যোগ আয়োজনের জন্য তারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন উৎসব গ্রুপকে। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান রায়হান জামান সপরিবারে উপস্থিত থেকে স্বাগত জানিয়েছেন দর্শকদের। বাংলাদেশী মালিকানাধীন আর্ন্তজাতিক মানের ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান উৎসব গ্রুপ বাংলাদেশী আমেরিকানদের প্রতিটি আনন্দ উৎসবে অংশ

নিয়ে আসছেন। প্রয়োজনে করছেন পৃষ্ঠপোষকতা। টাইমস স্কোয়ারের আয়োজন প্রসঙ্গে রায়হান জামান বলেন, দলমতের উর্ধ্বে আমাদের দেশ ও জাতিকে ভালোবাসি। আমরা গর্ব করি বাংলাদেশ নিয়ে। তাই উন্মুক্ত পরিসরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ক্ষুদ্রাকারে হলেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। রায়হান জামান বলেন, দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতার গৌরব গাঁথা যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠি ও আমাদের নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই। উল্লেখ্য ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রে এটাই হবে বিজয় দিবস উদযাপনের নজির বিহিন ঘটনা।

বাংলাদেশ সোসাইটির বিজয় দিবসের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

(শেষ পাতার পর)

দেশি সিনিয়র সেন্টার মিলনায়তনে গত ১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালা। পরিবেশনায় ছিল শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুরুতে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এরপর পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াত এবং গীতা পাঠের নতুন প্রজন্মের শিশুরা উদ্বোধনী পরিবেশনায় অংশ নেন। তারা পরিবেশন করেন মুক্তিযুদ্ধের কবিতা ও দেশের গান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, ৩০ লাখ শহীদের রক্ত এবং দুই লাখ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। সেই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে প্রবাসে নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তুলে ধরতে হবে। তিনি এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশু-কিশোরদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এসময় অন্যান্য অতিথি ও কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ ও আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান। অনুষ্ঠান যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, অনুষ্ঠানের সদস্য সচিব আবুল কালাম ভূঁইয়া ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ।

আলোচনা মঞ্চে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম, ফিরোজুল ইসলাম চৌধুরী, হাজী আব্দুর রহমান, আলহাজ বাবর উদ্দিন, রাজনীতিবিদ ও লেখক শামসুদ্দিন আজাদ, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অ্যাডভোকেট জামাল আহমেদ জনি, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আজিমুর রহমান বোরহান, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ওয়াসি চৌধুরী, বিয়ানীবাজার সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নান, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ও রুহুল আমিন সরকার ও সোসাইটির সহ-সভাপতি ও বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ফারুক চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা জানানো হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত শহীদ *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

হাসিনা ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হবেন

(শেষ পাতার পর)

জিয়ার সুস্থতা ও রোগ মুক্তি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক মাওলানা অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান। লং আইল্যান্ড বিএনপির সভাপতি মিয়া আলিম পাখির সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্টেট বিএনপির যুগ্ম সদস্য সচিব রিয়াজ মাহমুদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিএনপির সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও মূলধারার রাজনীতিবিদ গিয়াস আহমেদ বলেন, জোর করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শেখ হাসিনাকে বাধ্য করা হবে জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে তুলে দিতে। এরপর তারেক রহমানের নেতৃত্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেজন্য *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

www.weeklybangladeshusa.com

রূপকথার মেসি বাংলাদেশে

(৮ পাতার পর)

তিন গোল। ম্যারাডোনার মতোই তিনি বিশ্বকাপ জয়ের পাশাপাশি গোল্ডেন বলও জিতেছেন।কাতারের ধন্যবাদ প্রাপ্য এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল আসরের জন্য কাতারের অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য। আরব বিশ্বে এবং মুসলমান দেশে এই প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজন। এত সুন্দর আয়োজন বিশ্ব হয়তো দেখেনি। ফিফা সভাপতিই শুধু নন, ফুটবলের সঙ্গে জড়িতরা প্রায় সবাই একবাক্যে কাতারকে অভিনন্দন জানিয়েছে সুন্দর আয়োজনের জন্য। বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য কাতার ২২০ বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করেছে। অসম্ভব সুন্দর আটটি স্টেডিয়াম তৈরি করেছে। খেলায় জৌলুশ এবং আনন্দ-বিনোদনের কমতি ছিল না। নিজ দেশের সংস্কৃতি এবং ইসলামী ঐতিহ্যের সঙ্গেও আপস করেনি কাতার। এ নিয়ে কারো কোনো অভিযোগও ছিল না। গত প্রায় এক মাস ধরে বিশ্বকাপের খেলাগুলো চমৎকারভাবে হয়েছে। উদ্বোধনী এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে আলোর বন্যা বইয়ে দেয়া হয়েছে।

মেসির জন্য বাংলাদেশে প্রাণোল্লাস : বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে বাংলাদেশে সব সময়ই উন্মাদনা হয়। বাংলাদেশের দর্শকরা বিশ্বকাপের উত্তেজনায় সবসময় মাতোয়ারা হন। বিশেষ করে আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলকে নিয়েই হইচই তাদের বেশি। তবে এবার আর্জেন্টিনার জন্য মাতোয়ারা বেশিই ছিলেন। ম্যারাডোনা এবং মেসির জন্যই এই উচ্ছ্বাস। আর্জেন্টিনার খেলার দিন মনে হতো যেন বাংলাদেশই খেলছে। এই উন্মাদনা সবার দৃষ্টি কেড়েছে। আর্জেন্টিনা এজন্য বাংলাদেশে দূতাবাস খোলারও চিন্তা করছে। আর্জেন্টিনা ও মেসির জন্য বেশ কয়েকজন মারাও গেছেন। ১৮ ডিসেম্বর লুসাইল স্টেডিয়ামের ফাইনাল খেলা দেখেনি এমন বাংলাদেশী হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। বড় পর্দায়, বড় জায়গায় হাজার হাজার দর্শক খেলা দেখেছেন। খেলা দেখার বিশাল বিশাল সমাবেশ হয়েছে। ওই রাতে ঢাকা শহরটাই যেন আর্জেন্টাইন দর্শকের শহরে পরিণত হয়। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে মেসি ঢাকায় এসেছিলেন। সেদিন নগরীর ফুটবল দর্শকরা আনন্দে ভাসছিলেন। মেসির অবিস্মরণীয় জয়ে বাংলাদেশ উৎফুল্ল। বাংলাদেশীরা চায় তাদের প্রিয় মেসি এখানে আসুন, বেড়িয়ে যান। তাই বাংলাদেশ বেড়াতে আসুন লিওনেল মেসি, আপনার ভালোবাসার মানুষগুলোকে দেখে যান।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব।

মহান তিনি বড়ই সৃষ্টিকুশলী

(৯ পাতার পর)

যে কোন সময় এই পানি অদৃশ্য করার ক্ষমতা রাখেন। অসংখ্য পদ্ধতিতে তাকে অদৃশ্য করা সম্ভব। যে কোন একটি ব্যবহার করে আল্লাহ যখনই চান আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এ উপকরণটি থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। সুরা মূলকের আয়াতটি থেকে ব্যাপকতর অর্থ বহন করে নিম্নের আয়াতটি। যেখানে বলা হয়েছে, "তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যমীন যদি তোমাদের এ পানিকে নিজের ভেতরে চুষে নেয়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান ঝরণাধারা এনে দেবে।"(আল কুরআন)

"তারপর এ পানির মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্যই এ বাগানগুলোয় রয়েছে প্রচুর সুস্বাদু ফল এবং সেগুলো থেকে তোমরা জীবিকা লাভ করে থাকো। আর সিনাই পাহাড়ে যে গাছ জন্মায় তাও আমি সৃষ্টি করেছি তা তেল উৎপাদন করে এবং আহারকারীরদের জন্য তরকারীও।"(সুরা মু'মিনুন:১৯-২০)

আয়াতের শেষে জয়তুনের কথা বলা হয়েছে। ভুমধ্যসাগরের আশপাশের এলাকার উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এ গাছগুলো দেড়হাজার দু'হাজার বছর বাঁচে। এমনকি ফিলিস্তিনের কোন কোন গাছের দৈর্ঘ্য, স্থুলতা ও বিস্তার দেখে অনুমান করা হয় যে, সেগুলো হযরত ঈশা আ: এর যুগ থেকে এখনো চলে আসছে। সিনাই পাহাড়ের সাথে একে সম্পর্কিত করার সম্ভবত এই যে, সিনাই পাহাড় এলাকার সবচেয়ে পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য স্থানই এর আসল স্বদেশভূমি।

"আর প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য গবাদী পশুদের মধ্যে একটি শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটের মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকে একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই এবং তোমাদের জন্যে তাদের মধ্যে আরো অনেক উপকারিতাও আছে, তাদেরকে তোমরা খেয়ে থাকো। এবং তাদের ওপর ও নৌযানে আরোহনও করে থাকো।"(সুরা মু'মিনুন:২১-২২) এখানে প্রথমত: দুধের কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, রক্ত, গোবরের মাঝখানে এটি আর একটি তৃতীয় জিনিস। পশুর খাদ্য থেকে এটি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। আল্লাহর সৃষ্টি কৃশলতা এখানে কত মহান একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। "তাহলে কি এরা উটগুলো দেখছে না, কিভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে?"(সুরা গাশিয়াহ:১৭) আরবের মরু এলাকার অধিবাসীদের জন্য যে ধরণের বৈশিষ্ট ও গুণাবলী সম্পন্ন প্রাণীর প্রয়োজন এই উটগুলো সেসব বৈশিষ্ট ও গুণাবলী সম্পন্ন করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

তাঁর গোটা সৃষ্টির মধ্যে মানুষের সৃষ্টি কাঠামো আরো সুন্দর। তিনি মানুষকে এমন উন্নত পর্যায়ের দৈহিক সৌষ্ঠব দান করা হয়েছে, যা অন্য কোন প্রাণীকে দেয়া হয়নি। তাকে এমন উন্নত পর্যায়ের চিন্তা, উপলব্ধি জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করা হয়েছে যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ নিজেই মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন, "আমি মানুষকে পয়দা করেছি সর্বোত্তম কাঠামোয়।"(সুরা আত তীন:৪) তিনি আরো বলেন,"যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য করে গড়েছেন এবং যে আকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন।"(সুরা ইনফিতার:৭-৮)

"এরপর সেই ফোঁটাকে জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত করেছি, তারপর সেই রক্তপিন্ডকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি, এরপর মাংসপিন্ডে অস্থি-পঞ্জর স্থাপন করেছি, তারপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি গোশত দিয়ে, তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টিরূপে। কাজেই আল্লাহ বড়ই বরকত সম্পন্ন, সকল কারিগরের চাইতে উত্তম কারিগর তিনি।"(সুরা মু'মিনুন:১৪)

যে সুনিপূণ ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ মানুষকে এমন সুষম ও সুন্দর অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি মানুষ শ্রদ্ধাবনত ও কৃতজ্ঞ থাকবে এটিই বাস্তবতার দাবী।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত রোজিনাকে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সংবর্ধনা

(৪৭ পাতার পর)

ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান বলেন, দেশের ন্যায় প্রবাসেও অনিয়ম-অনৈতিকতা চলছে। এসবের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সোচ্চার হওয়া দরকার। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সোসাটির নির্বাচনে ভোটার বানানোও এক ধরনের অপরাধ, অন্যায়।

ডা. ওয়াজেদ এ খান বলেন, সৎ আর সাহসী সাংবাদিকতা সহজ নয়। এমন সাংবাদিকদের ঝুঁকি নিয়েই দায়িত্ব পালন করতে হয়। 'ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারী' নামক একটি রির্পোটের কারনেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন-কে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়। সত্য বলা আর অধিকার প্রতিষ্ঠার মূল্যায়ন এখনো আছে বলেই রোজিনা ইসলামের মতো সাংবদিকরা 'এন্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড' পায়। তাঁর এই প্রাপ্তি বাংলাদেশে সাহসী সাংবাদিকতার পথকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। জাকারিয়া মাসুদ বলেন, রোজিনা ইসলাম আরো বড় বড় রিপোর্ট করে আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবেন-এটাই আমার বিশ্বাস।

ইব্রাহীম চৌধুরী তার বক্তব্যে রোজিনা ইসলামকে সাহসী সাংবাদিকতার নিবেদিত কর্মী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সম্মানজনক অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার জন্য তাঁকে অভিনন্দিত। রোজিনা বাংলাদেশের সাংবাদিকদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর এ কাজ সাংবাদিকদের জন্য প্রেরণা হয়ে কাজ করবে।

সুলতানা রহমান বলেন, সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম আমার অনেক পুরনো বন্ধু। আমারা এক সাথেই একই কাগজেও কাজ করেছি। তাঁর অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে আমরা সবাই খুশি। পেশাগত বাঁধা রোজিনাকে আরো বেগমান করে তুলে, বাঁধা ভাঙার আনন্দ রোজিনার প্রধান শক্তি। রোজিনা ইসলাম বলেন, আমার মামলাটি ছিলো 'রাষ্ট্র বনাম রোজিনা ইসলাম'। এমন একটি মামলা থেকে ফিরে এসে কাজটি চালিয়ে যাওয়া কঠিন কাজ হলেও আজকের অ্যাওয়ার্ড আমাকে আমার দায়িত্বপালনে অনপ্রেরণা যুগাবে। তিনি বলেন, আমি আজীবন সাংবাদিকতা করে যাবো, কোন বাঁধাই আমাকে আটকাতে পারবে না। তার বিপদের সময় দেশ ও প্রবাসের সাংবাদিকরা পাশে দাঁড়িয়ে তাকে যে সাহস যুগিয়েছেন এজন্য তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে আবু তাহের সাহসী সাংবাদিকতায় অ্যাওয়ার্ড প্রদান করায় ইউএস ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে স্বাগত জানান এবং সাংবাদিক রোজিনা ইসলামকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এমন আওয়ার্ড সকল সাহসী সাংবাদিকদের অনুপ্রাণিত করবে।

সবশেষে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে রোজিনা ইসলামের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেয়া হয়।

সিনিয়র সাংবাদিক হাসান মাহমুদ, শাহেদ আলম, টাইম টিভির অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল ইসলাম, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব-এর যুগ্ম সম্পাদক মমিন মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম সোলায়মান, নিউইয়র্ক বাংলা সম্পাদক আফরোজা ইসলাম, লেখক শেলী জামান খান, রওশন হক প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল প্রেসক্লাবের সদস্য সুলতানা রহমানের নতুন জীবন শুরুকে স্বাগত জানিয়ে কেক কাটা। এ সময় সুলতানার বর শাহিন পারভেজও উপস্থিত ছিলেন।

আরো উল্লেখ্য, ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সিনিয়র সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম একের পর এক দুর্নীতিবিরোধী রিপোর্ট করে খ্যাতি লাভ করেছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি কারাবরণ করেছেন। তাঁর কারামুক্তির দাবিতে বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকরা বিক্ষোভ প্রতিবাদ করেছেন। নিউইয়র্কেও তাঁর গ্রেফতার ও কারামুক্তির দাবিতে বাংলাদেশী সাংবাদিকরা প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন। তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির বিজয় দিবসের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

(৪৭ পাতার পর)

পরিবারের সন্তান আমিনুল হোসেনকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। শেষে সাংস্কৃতিক পর্ব সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. শাহনাজ লিপি। এই পর্বে ছিল নৃত্যাঞ্জলি ড্যান্স গ্রুপের নৃত্য ও বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গীত পরিবেশনা। বাংলাদেশ সোসাইটির বিজয় দিবস উদযাপন আয়োজনে আরো যারা ছিলেন তারা হলেন- অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়কারী আবুল বাশার ভূঁইয়া, যুগ্ম আহ্বায়ক মাইনুল উদ্দিন মাহ-বুব, যুগ্ম সদস্য সচিব মোহাম্মদ টিপু খান, সমন্বয়কারী প্রদীপ ভট্টাচার্য, মো. আখতার বাবুল, শাহ মিজানুর রহমান ও মোহাম্মদ টিপু। বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ মো. নওশেদ হোসেন, সাংস্কৃতিদক সম্পাদক ডা. শাহনাজ লিপি, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সাহিত্য সম্পাদক ফয়সাল আহমদ, কার্যকরী সদস্য ফারহানা চৌধুরী, সুশান্ত দত্ত ও সাদী মিন্টু ।

হাসিনা ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হবেন

(৪৭ পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্রের সকল নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজের বিকল্প নেই। প্রধান বক্তা স্টেট বিএনপির আহবায়ক অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান বলেন, শেখ হাসিনাকে রুখে দিতে বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমানের যে কোনো নির্দেশনা পালনে প্রস্তুত রয়েছি আমরা। সে লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই আমরা বাংলাদেশী অধ্যুষিত সিটিসমূহে বিএনপিকে সুসংগঠিত করার অংশ হিসেবে লং আইল্যান্ড বিএনপির সম্মেলন করা হলো। শীঘ্রই বাফেলো এবং আলবেনী বিএনপির কর্মী সম্মেলনের মাধ্যমে নয়া কমিটি গঠন করা হবে।

অন্যান্যের মাঝে আরো বক্তব্য রাখেন জাসাস কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সদস্য-সচিব সাইদুর রহমান সাঈদ, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার সায়েম রহমান, লং আইল্যান্ড বিএনপির উপদেষ্টা শহিদুল ইসলাম সোহেল, সালাউদ্দিন আহমেদ, ইকবাল লিটন, যুক্তরাষ্ট্রস্থ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার মঞ্চের সভাপতি জসিমউদ্দিন (ভিপি), স্টেট বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক বদরুল হক আজাদ, আরিফুর রহমান, সাংবাদিক ও লেখক আনিসুর রহমান, লং আইল্যান্ড বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ রহমান মিঠু, মহিউদ্দিন বাবু, হুমায়ুন কবির, দস্তগীর চৌধুরী রেদওয়ান, আব্দুল্লাহ আল মামুন, এজাজ আহমেদ, মহিউদ্দিন আহমেদ বাপ্পি, গাজী আলতাফ হোসেন, আসাদুজ্জামান বকশি, মোঃ হায়দার আলী খান, জহিরুল ইসলাম রিটু ও শাফিন আহমেদ । নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সদস্য-সচিব সাইদুর রহমান সাঈদ সম্মেলন শেষে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির শীর্ষ ৫ জনের তালিকা ঘোষণা করেন। এরা হলেন মিয়া আলিম পাখি-সভাপতি, গাজী আলতাফ হোসেন -সিনিয়র সহ সভাপতি, আসাদুজ্জামান বকশী-সহসভাপতি, মহিউদ্দিন আহমেদ বাপ্পি -সাধারণ সম্পাদক এবং জহিরুল ইসলাম রিটু -সাংগঠনিক সম্পাদক। অনুষ্ঠানে টেলি কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল। এছাড়া ৭ সদস্যের উপদেষ্টামন্ডলীর প্রধান হয়েছেন গোলাম ফারুক শাহীন। উপদেষ্টারা হলেন শহীদুল হক সোহেল, সালাহউদ্দিন আহমেদ,রিয়াজ মাহমুদ এবং মো. রহমান মিঠু। লং আইল্যান্ড বিএনপির সাবেক নেতৃবৃন্দ ও উপস্থিত জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী সকল নেতৃবৃন্দ নবনির্বাচিত নেতৃত্বকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

বাংলাদেশে অবৈধভাবে বসবাস করছেন

(প্রথম পাতার পর)

বসবাস করছেন। ট্যুরিস্ট, ব্যবসায়ী, খেলোয়াড়, ছাত্রসহ নানারকম ভিসা নিয়ে বিদেশি পুরুষ ও নারী বাংলাদেশে এসেছেন। কিন্তু, পরে তাদের ভিসার মেয়াদ পার হয়েছে। কিন্তু নতুন করে তারা আর ভিসা নেননি। কোনো কোনো অবৈধ নাগরিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে পরে তাদের কাছে পাসপোর্ট চাইলে তারা পাসপোর্টও দেখাতে পারেনি। তারা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্নস্থানে বসবাস করছেন। কেউ ব্যবসা করছেন। কেউ করছেন চাকরি। ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা কেউ আর নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছেন না। আফ্রিকার নাগরিকদের কেউ কেউ জড়িয়ে পড়ছে প্রতারণাসহ বিভিন্ন অপকর্মে। কেউ কেউ ব্লু-আইসের ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছেন। এসব বিদেশি অবৈধভাবে দেশে থাকার কারণে সরকার বছরে ৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান খান কামাল মানবজমিনকে জানান, 'যে সব বিদেশি ভিসা নবায়ন করেননি তাদের ভিসা নবায়ন করতে আসলে তাদের ভিসা নবায়ন করবে সরকার। যারা প্রতারণার কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভারত, নাইজেরিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া, আরব আমিরাত, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান, বাহরাইন, ব্রুনাই, তুরস্ক ও মিশরের নাগরিক রয়েছেন যারা তাদের ভিসায় অন-অ্যারাইভাল ভিসা ব্যবহার করে।

সূত্র জানায়, গত ৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ১৯৮টি দেশের ২ লাখ ৩ হাজার ২১২ জন নাগরিক অবস্থান করছেন। তারা বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেছেন। অধিকাংশই দেশে কী করছেন তা পুলিশসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংস্থাগুলো পুরোপুরি পর্যবেক্ষণ করছেন না। এতে দেশে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশে বর্তমানে ৯৯ হাজার ১০৩ জন বিদেশি অবৈধভাবে বসবাস করছেন। তাদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা ৭০ হাজার ৩০৫ জন, চীনের রয়েছে ১৬ হাজার ৫৩১ জন, ফিলিপাইনের ৯ হাজার ৯১৫ জন, নাইজেরিয়ার ২ হাজার ৬৮ জন, সোমালিয়ার ১ হাজার ১০ জন, কেনিয়ার ৭৯ জন ও ক্যামেরুনের ৮২ জন।

সূত্র জানায়, যে সব অবৈধ বিদেশি দেশে অবস্থান করছেন তাদের কেউ কেউ মাদক ব্যবসা, ব্যাংকের এটিএম বুথের জালিয়াতি, জাল টাকার ব্যবসা, ভিওআইপি ব্যবসা, স্বর্ণ চোরাচালান, মানব পাচার ও ক্যাসিনো কারবারে জড়িয়ে পড়ছেন। প্রতারণার কাজে তারা নারীদেরকেও ব্যবহার করছেন। তারা মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, ফেসবুকসহ নানা মাধ্যম ব্যবহার করে প্রতারণা করছে। সূত্র জানায়, বাংলাদেশে ৩৭ ধরনের ভিসা শ্রেণি আছে। এসব শ্রেণির মধ্যে বিজনেস (বি), এ৩, ট্যুরিস্ট (টি), স্টুডেন্ট (এস) ও ভিসা অন-অ্যারাইভাল (ভিওএ) গ্রহণকারী বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এই চার ক্যাটাগরির ভিসাতেই ৫১ শতাংশ বিদেশি বাংলাদেশে অবস্থান করছেন। ভিসা নীতিমালা পরিপন্থি কার্যক্রম এবং অবৈধভাবে শিল্প-কারখানাসহ বিভিন্ন খাতে কাজ করার সুযোগ পাওয়ায় বাংলাদেশিদের কাজের সুযোগ কমে যাচ্ছে। সূত্র জানায়, বিভিন্ন সময় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ রাজধানীর উত্তরা, ঢাকা, বাড্ডা এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব অবৈধ বিদেশিদের গ্রেপ্তার করে। এদের অধিকাংশই আফ্রিকার নাগরিক। তাদের মানব পাচার ও প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে। কিন্তু, এরা খুবই দ্রুত সময়ের মধ্যে আদালত থেকে জামিন পেয়ে আবার প্রতারণার কাজে জড়িয়ে পড়ছে।

একপক্ষ প্রবল অপরপক্ষ দুর্বল

(৫ পাতার পর)

এবং তাতে সর্বত্র ও সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকবে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ।

বাংলা ভাষার চর্চার প্রসঙ্গে উদ্বেগের বিষয় এটা যে, অত অগ্রগমন ও উত্তরণের পরও বাংলা ভাষার চর্চাটা উৎসাহব্যঞ্জক মাত্রায় হচ্ছে না। আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হলো বাংলা ভাষাকে যথার্থরূপে ব্যবহার করা। করলে ভাষা নিজে সমৃদ্ধ হবে। তার ধারণক্ষমতা ও চলমানতা- দুটোই বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের জ্ঞানের চর্চা স্বাভাবিকতা ও গভীরতা লাভ করবে।

পত্রিকার বিষয়ে বলা যায়, ঢাকায় এক সময়ে বেশকিছু মাসিক পত্রিকা ছিল। আমরা তা সাগ্রহে পড়তাম এবং আনন্দিত ও উপকৃত হতাম। সেসব এখন নেই। জনগণের কাছে পৌঁছাতে হলে এবং মতাদর্শিক ঐক্য গড়ে তুলতে চাইলে গণমাধ্যম ছাড়া চলবে কী করে? গণমাধ্যম সমাজতন্ত্রীদের হাতে নেই। এই এলাকাটিতে পুঁজিবাদীদের দৌরাত্ম্য একচেটিয়া। পত্রিকা চাই- মাসিক তো অবশ্যই, দৈনিক পত্রিকাও দরকার। সাপ্তাহিক পত্রিকাও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারে।

খুবই প্রয়োজন পাঠাগার গড়ে তোলা। পাড়া-মহল্লায়, আনাচে-কানাচে পাঠাগার চাই। পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণকে সামাজিক উদ্যোগ এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ করে তোলা দরকার। পুঁজিবাদীরা মাদ্রাসা তৈরি করছে, সমাজতন্ত্রীরা পাঠাগার গড়ুক। ধর্মবাদীরা ওয়াজের আয়োজন করে, সমাজতন্ত্রীরা আয়োজন করতে পারে নাটকের। পাঠাগার থাকতে পারে নাটকসহ সব সাংস্কৃতিক কর্মকা-ের কেন্দ্রে।

তরুণরা অপেক্ষা করছে। তারা কাজ চায়, দুঃসাহসিক কাজ। সবচেয়ে দুঃসাহসিক কাজটা হলো সমাজ পরিবর্তনের। সমাজ পরিবর্তন রাষ্ট্র পরিবর্তনের চেয়েও কঠিন। এ কাজ অত্যাবশ্যকীয়ও বটে। তরুণরা আসবে- যদি নেতৃত্ব পায়। যদি তারা চিনতে পারে যে, শত্রু হচ্ছে সমাজব্যবস্থা। শাসক বদল হয়েছে। কিন্তু সমাজব্যবস্থার বদল হয়নি। ফলে রাষ্ট্র বদলাচ্ছে বলে হইচই শোনা গেলেও আসলে সে বদলায়নি। ওদিকে বর্তমান সমাজ মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করে চলেছে নিরন্তর। সমাজ মানে তো আসলে বিভিন্ন সম্পর্ক। সেই সম্পর্কগুলো রয়ে গেছে আগের মতোই। ওই সম্পর্কগুলোয় একপক্ষের অবস্থান রাজার, অপরপক্ষের অবস্থান প্রজার; একপক্ষ প্রবল, অপরপক্ষ দুর্বল।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিএনপির রূপরেখায় রাষ্ট্র 'মেরামতের'

(৫ পাতার পর)

সংশোধন, দুই কক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠন, দুবারের বেশি রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী না হওয়া রাষ্ট্রের চরিত্র পরিবর্তনে খুব বেশি ভূমিকা রাখবে না বা জনগণের ক্ষমতায়ন হবে না। জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বিএনপির রূপরেখায় নেই।

রাষ্ট্র মেরামতের জন্য প্রথমেই রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের প্রস্তাব দেওয়া প্রয়োজন ছিল। দলগুলো গণতান্ত্রিক না হলে বিভিন্ন সাংবিধানিক পরিবর্তন, নীতি প্রণয়ন, কমিশন গঠন করে কোনো কাজ হবে না। স্থায়ীভাবে গণতন্ত্র আসবে না। রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক না বলেই রাষ্ট্রের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। রাজনৈতিক দলের সংস্কার না করে বিভিন্ন সাংবিধানিক, প্রশাসনিক সংস্কার, কমিশন গঠন করে মাথাভারী প্রশাসন সৃষ্টি হবে। ব্যয় বাড়বে।

দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা বাধ্যতামূলক করার ঘোষণা দিতে পারত বিএনপি। একদম তৃণমূল থেকে প্রতিটি ইউনিটে কর্মীদের সরাসরি ভোট ও মতামতের ভিত্তিতে নেতৃত্ব নির্বাচন, কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। দলে এক নেতার একাধিক পদ না রাখার ঘোষণা দিতে পারত। প্রতিটি ইউনিটের কমিটিতে লৈঙ্গিক ও ধর্মীয় অনুপাতে পদ নির্ধারণ করার প্রস্তাব দিতে পারত। ধরা যাক, প্রতিটি কমিটিতে ১০ শতাংশ করে পদ নারী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য নির্ধারিত থাকবে। এসব পদে কাউকে না পাওয়া গেলে প্রয়োজনে খালি থাকবে।

পুনর্বাসনমূলক দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠন করে কার্যকর দ্বিকক্ষবিশিষ্ট শাসনপদ্ধতি প্রণয়নের ঘোষণা দিতে পারত বিএনপি। এর জন্য স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। উপজেলা ও পৌরসভার যেকোনো একটিকে বাতিল করে একমুখী স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রণয়ন করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা হতে পারে অনেকটা এ রকম- ইউনিয়ন পরিষদ-উপজেলা পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের উপজেলা সরকারের সদস্য হবেন।

উপজেলা চেয়ারম্যানদের দিয়ে আঞ্চলিক সরকার পরিষদ গঠন করা হবে। প্রতিটি পরিষদ হবে স্বায়ত্তশাসিত। তাদের নিজস্ব উন্নয়ন ও শাসন পরিকল্পনা থাকবে। রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় চাহিদা ও পরিকল্পনা মাঠপর্যায় থেকে উঠে আসবে। এর ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার আইন ও নীতি প্রণয়ন করবে। সংসদে উত্থাপন করা হবে। সংসদে অনুমোদনের পর বিভাগীয় সরকার পরিষদে পাঠানো হবে অনুমোদনের জন্য। সেখানে আলোচনা ও অনুমোদনের পর আইন বাস্তবায়ন করা হবে। ৩০০ আসনের সংসদ উচ্চকক্ষ ও বিভাগীয় সরকার পরিষদ নিম্নকক্ষ হিসেবে কাজ করবে। এতে সরকার ও প্রশাসনব্যবস্থা সহজ ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল হবে।

এই রূপরেখায় জনপ্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্রীয় কাঠামো নির্মাণের নির্দেশনা নেই। আগেই বলেছি ২৭ দফা হচ্ছে ভবিষ্যতে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিশ্রুতি। আপাতত দৃষ্টিতে এই রূপরেখাকে একগাদা কমিশন গঠনের পরিকল্পনা বলে মনে হবে। এতে কমপক্ষে ছয়টি কমিশন ও কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় কী কী ধরনের মৌলিক পরিবর্তন আনা হবে, তার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই।

রাষ্ট্র কী এবং এর কাঠামো কীভাবে সক্রিয় থাকে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই রূপরেখাতে। রাষ্ট্র সম্পর্কে দুর্বল ধারণা নিয়ে কর্তৃত্ববাদ ধরনের শাসনের বিরুদ্ধে সফল হওয়া দুষ্কর হবে বিএনপির জন্য। বিএনপি অনেকটা ক্ষয়ে যাওয়ার কাঠামোর ওপর চুনকাম করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছে। চুনকাম পুরোনো হয়ে গেলেই সমস্যা আবার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে।

২৭ দফায় শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে জনগণের অংশীদারত্ব কোথায়। কেবল পাঁচ বছরে একবার ভোট দেওয়াই জনগণের অংশীদারত্ব নয়। ভারসাম্য আনতে হবে রাষ্ট্রের মালিক জনসাধারণের সঙ্গে সরকার বা শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে। এটাই হবে রাষ্ট্রের প্রকৃত মেরামত। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যে ভারসাম্য আনার প্রস্তাব দিয়েছে বিএনপি, তার অপারেশনাল বা পরিচলনগত সংস্কার।

সর্বোপরি বিএনপির এই রূপরেখা পড়ে সুলিখিত মনে হলেও সুচিন্তিত মনে হয়নি। বিভাগীয় সমাবেশগুলোর মাঠে গণমানুষের উপস্থিতিকে বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারেনি বিএনপি। বরং বুমার জেনারেশনের (১৯৪৬-৬৪ সাল পর্যন্ত যাদের জন্ম) ভাষা ও ভাবনার মধ্যেই আটকে আছে। মিলেনিয়াম জেনারেশনের জন্য এই রূপরেখায় তেমন কিছু নেই। তরুণদের আকৃষ্ট করার মতো তেমন কিছু নেই রূপরেখায়।

বিএনপির সমাবেশে সারা দেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ যোগ দিয়েছেন। অনেকেই চিড়া-মুড়ি নিয়ে সমাবেশে এসেছিলেন। রাজনীতিতে তাঁদের অবস্থান কোথায়? তরুণদের স্বপ্ন কোথায় এখানে? তাঁদের জন্য নতুন দিনের রাজনীতির আভাস আমরা পাইনি। দিন বদলের সনদের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালে কোটি কোটি তরুণদের আকৃষ্ট করেছিল। এই তরুণদের বিএনপির দিকে ফিরিয়ে আনার তেমন স্লোগান এই রূপরেখায় চোখে পড়েনি।

ড. মারুফ মল্লিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

আওয়ামী লীগের সাধারণ ক্ষমা

(৬ পাতার পর)

বিএনপিকে কত বেশি গোল দিতে পারে। এদের বলা হয় মোর ক্যাথলিক দ্যান পোপ।

দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির একটা জোয়ার দেখা যাচ্ছে, প্রতিভূ ছিল জামায়াতে ইসলামী। জামায়াত এখন অনেকটা নির্জীব। কেউ মারা গেছেন, কেউ জেলে, অন্যরা পলাতক। তবে মাঠে আছে 'হেফাজতে ইসলাম' নামের এক প্রবণতা। নিজেদের 'অরাজনৈতিক' শক্তি হিসেবে দাবি করলেও এরা যে দারুণ ক্ষমতাশীল একটি পক্ষ, এর প্রমাণ তারা দিয়েছিল ২০১৩ সালে ঢাকার শাপলা চত্বরে। আওয়ামী লীগ যেভাবে তার সম্ভাব্য শত্রুদের মিত্র বানিয়ে জোটে ঠাঁই দিয়েছিল, একই কৌশল তারা নিয়েছে হেফাজতের ক্ষেত্রে। লক্ষ্য একটাই, তারা যেন প্রতিপক্ষের শিবিরভুক্ত না হয় অথবা সরকারের বিরুদ্ধে চলে না যায়। হয় সঙ্গে থাকুক, তা না হলে 'নিরপেক্ষ' হয়ে যাক।

হেফাজতের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সমীকরণের ফলাফল দেখা গেছে রাজনীতি, সামাজিক কর্মকাণ্ড, এমনকি শিল্প-সংস্কৃতিতেও। টেক্সট বুক বোর্ডের অনেক বইয়ে পরিবর্তন এসেছে। হেফাজতের দাবিকে প্রশ্রয় দিয়ে বইয়ে বদল আনা হয়েছে। নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় হেফাজতের সঙ্গে সম্পর্ক ঝালাই করা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।

১৭ ডিসেম্বর হেফাজতের ১১ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সাত দফা দাবি জানিয়েছে। এর পরদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'দাবিদাওয়াগুলোর মধ্যে যেগুলো যৌক্তিক, সেগুলো প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই দেখবেন। পূরণ করবেন' (প্রথম আলো, ১৯ ডিসেম্বর ২০২২)।

প্রশ্ন হলো হেফাজতের 'যৌক্তিক' দাবিগুলো কী? আমরা জানি, আওয়ামী লীগ যে চেতনার কথা বলে বেড়ায়, হেফাজতের অনেক দাবি তার সঙ্গে মেলে না। প্রধানমন্ত্রী আগে তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, দেশ চলবে মদিনা সনদের ভিত্তিতে। কিন্তু এ কথায় সব দাবি পূরণ হয় না।

হেফাজত আরও চায়। প্রতিবছর ডিসেম্বর এলে আমরা একাত্তরে ফিরে যাই। আমরা কী চেয়েছিলাম? হেফাজতের দাবিদাওয়াকে 'যৌক্তিক' বিবেচনা করে পূরণে উদ্যোগ নেওয়া এত মানুষের প্রাণের বিনিময়ে পাকিস্তান ভাঙার কী দরকার ছিল? প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনী ব্যবস্থায় যে কেউ তাঁর দর্শন ও কর্মসূচি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। কিন্তু প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে কোনোরকমের লেনদেন হলে ধরে নিতে হবে, এখানে অন্য রকম খেলা হবে। বহুল প্রচলিত একটি কথা আছে-ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনে যে কারও সঙ্গে আঁতাত করা যায়।

নির্বাচন ও ভোটারের ওপর আস্থা না থাকলে নেপথ্যে অনেক কারসাজি হয়। হেফাজতের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিক যোগাযোগ সন্দেহ তৈরি করেনি। এ রকমই হওয়ার কথা। নির্বাচন সামনে রেখে নানান শর্তে রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভারসাম্য তৈরি হবে কিংবা বদলে যাবে।

মহিউদ্দিন আহমদ, লেখক ও গবেষক।

তল্লাশির নামে হয়রানি

(৬ পাতার পর)

কর্তৃক ইস্যুকৃত তল্লাশি পরোয়ানা ব্যতিরেকে পুলিশের প্রবেশাধিকার বারিত। এরূপ তল্লাশি কার্য পরিচালনার পূর্বে পুলিশ কর্তৃক স্থানীয় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিতের বিধান রয়েছে। উপস্থিত ব্যক্তিদের সম্মুখে তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনার পর তল্লাশিকালীন প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রী জব্দ তালিকায় লিপিবদ্ধকরত তথায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে যদিও আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক সমনপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতিরেকে উপস্থিতি অত্যাবশ্যক নয়।

পুলিশ কর্তৃক অভিযুক্ত বা সন্দিগ্ধ বা আটক ব্যক্তির তল্লাশি মামলার তদন্ত কার্য শুরু হওয়ার পূর্বেই সচরাচর ঘটে থাকে। গৃহ বা কোনো নির্দিষ্ট স্থান তল্লাশির অধিকাংশ ক্ষেত্রেও দেখা যায় তদন্ত কার্য শুরুর পূর্বেই কার্যটি সম্পন্ন হয়ে থাকে। তদন্ত কার্য পরিচালনার দায়িত্ব পুলিশের ওপর ন্যস্ত।

পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত প্রত্যেক ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি। সব সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির সাংবিধানিক কর্তব্য। তাছাড়া সংবিধান ও আইন মেনে চলা পুলিশসহ প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে পুলিশের বেতন, ভাতা ও সুযোগসুবিধাদি জনগণ প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রক্ষিত করের অর্থ হতে নির্বাহ করা হয়।

থানায় এজাহার বা এফআইআর দায়েরের মাধ্যমে যেসব মামলা রুজু হয় এর তদন্ত ভার পুলিশের ওপর ন্যস্ত। মামলার তদন্তের নিরপেক্ষতার ওপর বিচারের ফলাফল অনেকাংশে নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের বেতনভোগ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত পুলিশ কর্তৃক তদন্ত সঠিক না হলে মামলা প্রমাণিত না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। তদন্ত কার্য সঠিকভাবে পরিচালিত না হওয়ার কারণে আমাদের দেশে যে হারে সাক্ষ্য প্রমাণের অপ্রতুলতায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অব্যাহতি প্রাপ্ত হয় তা ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার জন্য ভীতিকর। এশিয়ার রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রায় শতভাগ মামলা রাষ্ট্রের বেতনভুগ পুলিশ কর্তৃক তদন্ত কার্য সমাধা পরবর্তী বিচারঅন্তে সাজা প্রদানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। আমাদের দেশে সাজা প্রদানের যে অস্বাভাবিক নিম্ন হার তা বর্তমান বিচারব্যবস্থায় তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের সামর্থ্যকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে।

প্রায়শই গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় পুলিশ কর্তৃক নিরীহ পথচারী বা যানবাহন যাত্রীদের দেহ তল্লাশির নামে তাদের পকেটে বেআইনি মাদক ঢুকিয়ে দিয়ে অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়সহ সাথে থাকা মোবাইল, ঘড়ি, চশমা ও অপরাপর মূল্যবান সামগ্রী জোরপূর্বক হস্তগত করা হয়। হস্তগত করার ক্ষেত্রে বাধা দেয়া হলে মামলা দিয়ে জেলে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। গৃহ বা দোকান বা নির্দিষ্ট স্থানের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটনা সংগঠনের তথ্য পাওয়া যায়। সীমিত ক্ষেত্রে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও পুলিশের একটি বড় অংশ কোনোরূপ জবাবদিহিতার সম্মুখীন না হওয়ায় এ ধরনের অপরাধ হ্রাসের ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক কিছু প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না।

আমাদের রাজধানী শহরের প্রতিটি এলাকাই এক বা একাধিক চতুর্মুখী সিসি টিভি ক্যামেরার আওতাভুক্ত। তদন্ত কার্য পরিচালনায় পুলিশ আন্তরিক হলে যে কোনো অপরাধ সংশ্লেষে সঠিক অপরাধী চিহ্নিত করে তাদের বিচারের আওতায় সোপর্দ করা কঠিন কিছু নয়। পুলিশের বিরুদ্ধে এমনো অভিযোগ পাওয়া যায় কোনো গৃহে বা নির্দিষ্ট স্থানে অভিযান পরিচালনার পূর্বে সিসি টিভি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে অভিযান কার্য সম্পন্ন করা হয়। আবার এমনো শুনা যায় পুলিশ কর্তৃক বিস্ফোরক বা অস্ত্র বহন করে ভবনের অভ্যন্তরে রেখে ভবন মালিককে মামলায় বিজড়িত করা হয়। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদের অধস্তনদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অধিকতর যত্নশীল হলে এ ধরনের ঘটনা রোধ ও নিরীহ মানুষের হয়রানি লাঘব হবে এমনটিই প্রতিভাত।

সম্প্রতি দেশের একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের মহাসমাবেশ উপলক্ষে রাজধানী শহরে আগত ব্যক্তিদের রাজধানীর বিভিন্ন প্রবেশমুখে তল্লাশির মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত করে তাদের মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, ইউটিউব, ফেসবুক প্রভৃতি অবলোকন করে তাদের দৃষ্টিতে মহাসমাবেশ আহবানকৃত দলটির সাথে কোনোরূপ সংশ্লেষ আছে কি না তা যাচাই করে ব্যবস্থা নিতে দেখা গেছে। প্রণিধানযোগ্য যে, সভা, সমাবেশ ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ একজন নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। অনুরূপ যোগাযোগের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। উভয় অধিকারের ব্যত্যয়ে পুলিশের মাঠ পর্যায়ের দায়িত্বরত ব্যক্তিসব কর্তৃক যে কাজ করা হয়েছে তা কোনো গণতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যাশিত নয়। এরূপ কাজকে প্রশ্রয় দেয়া হলে দেশের নাগরিক অধিকারসহ গণতন্ত্র বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।

সংবিধানের নির্দেশনার ব্যত্যয়ে পুলিশ বা অপর কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো কাজ করা হলে তা সংবিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করে। এরূপ পরাহত করার ক্ষেত্রে সংবিধানে নবসন্নিবেশিত অনুচ্ছেদ ৭ক(১)(খ) আকৃষ্ট হয়। আর আকৃষ্ট হলে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৯ এর আওতায় দ্বিতীয় তফসিলের অষ্টম কলামে বর্ণিত ব্যবস্থায় মামলা দায়েরপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। ফৌজদারি অপরাধ সময় দ্বারা বারিত না হওয়ায় বর্তমানে মামলা দায়েরের অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজ না করলেও ভবিষ্যতে যে একই ধারা অব্যাহত থাকবে এরূপ নিশ্চয়তা দেয়ার অবকাশ আছে কি?

লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক।

রাজনীতিতে কঠিন সময়

(৭ পাতার পর)

চরম অব্যবস্থা ও দায়বদ্ধহীনতার কারণে অর্থনীতি সংকটের মধ্যে পড়েছে, যা করোনাভাইরাস মহামারি ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধেরও ফলে বর্তমানে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কার কথা বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

এমনি পরিস্থিতিতে 'কর্তৃত্ববাদ'-এর তকমা ঘোচাতে এবং অর্থনৈতিক সংকট দূর করতে প্রয়োজন ছিল সরকারের নমনীয়তা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা এবং অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার পদক্ষেপ। 'ডেমোক্রেটিক ডেফিসিট' বা গণতন্ত্রের ঘাটতি ও 'গভর্ন্যান্স ফেইলিউর' বা সুশাসনের অভাব পূরণে কার্যকর উদ্যোগ। কিন্তু ঢাকায় বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি থেকে প্রতীয়মান হয়, সরকার ও ক্ষমতাসীন দল এখন চরম কঠোর অবস্থানে।

অধিকাংশ নাগরিক ও উন্নয়ন সহযোগীদের সুষ্ঠু নির্বাচন, মানবাধিকার সংরক্ষণ, আইনের শাসন ও দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন রোধের দাবি সরকার এমনকি আমলে নিতেও অসম্মত।

বরং এসব দাবি যারা করছে, সরকার তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং দলের সুবিধাভোগকারী অংশকে সঙ্গে নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। মনে হয় যেন এতে জাতীয় পার্টিকেও সঙ্গে নেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। সরকারের চিহ্নিত প্রতিপক্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রায় সব বিরোধী রাজনৈতিক দল, দেশি-বিদেশি মানবাধিকার সংগঠন, গণমাধ্যম, এমনকি অনেক বিদেশি দূতাবাস।

সরকারের অনেক সমর্থকই মনে করেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছে সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি আছে এবং তিনি তা ব্যবহার করে বর্তমান পরিস্থিতি সামলাতে পারবেন। তবে আমাদের বর্তমান সমস্যা অনেক কঠিন, ঝুঁকিপূর্ণ ও বহুমুখী। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক সমস্যা পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই, যা অতি সহজেই জটিল আকার ধারণ করতে পারে। আর সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতাবদলের পথ পুরোপুরি রুদ্ধ হয়ে গেলে অনিয়মতান্ত্রিক, এমনকি সহিংসভাবে তা ঘটতে বাধ্য, যা সময়ের ব্যাপারমাত্র।

আর সহিংসভাবে ক্ষমতার রদবদল হলে কেউই নিরাপদে থাকবে না এবং ইতিমধ্যে অর্জিত 'উন্নয়ন'ও টিকে থাকবে না, যে পরিস্থিতি কারও জন্যই কাম্য হতে পারে না।

তাই আমরা মনে করি, ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থে আমাদের জন্য এখন কাঙ্ক্ষিত পথ হলো শান্তি-সম্প্রীতি ও সমঝোতার পথ-পথ হারানো জাতিকে আবার ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনার পথ। আর এ জন্য এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রধানমন্ত্রীর প্রজ্ঞা ও সাহসিকতা।

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)।

কেনার পর থেকেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন মার্কিন গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা ও স্পেস-এক্সের সিইও। টুইটার কেনার পর বিশ্বের সবচেয়ে ধনীর তালিকা থেকেও বাদ পড়েন তিনি। গত অক্টোবরে টুইটার কেনেন ইলন মাস্ক। এর পর এর সিইওসহ উচ্চপদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করে নিজেই সিইও পদে বসেন। সম্প্রতি বিভিন্ন ইস্যুতে প্রায়ই পোল খুলতে দেখা গেছে তাকে। এর আগে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বন্ধ অ্যাকাউন্ট ফের চালু করে দেওয়া হবে কিনা এ বিষয়েও জরিপ করেন তিনি। পরে ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ইলন মাস্ক টুইটার কেনার পর অনেকেই আগ্রহ হারিয়েছেন এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে। গ্রাহকদের অভিযোগ, বাকস্বাধীনতার নামে টুইটারে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর হার আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়েছে।

ইলন মাস্কের পদত্যাগ চান ১ কোটি টুইটার ব্যবহারকারী

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিজের পদত্যাগ করা উচিত কিনা গত ১৯ ডিসেম্বর এমন জরিপ চালিয়েছেন টুইটারের সিইও ইলন মাস্ক। সেই জরিপে মাস্কের বিরুদ্ধে ভোট পড়েছে এক কোটির বেশি। মাস্কের পদত্যাগের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৫৭.৫ শতাংশ টুইটার ব্যবহারকারী। খবর দ্য গার্ডিয়ানের। ইলন মাস্কের করা ওই জরিপে মোট ভোট দিয়েছেন এক কোটি ৭৫ লাখ মানুষ। এতে তার পক্ষে ছিল ৪২.৫ শতাংশ ভোটার। জরিপের পর পদত্যাগ করার বিষয়ে এখনো কিছু জানাননি ইলন মাস্ক। তবে তিনি ওই জরিপের এক কমেন্টে জানিয়েছেন- কোম্পানির নীতি পরিবর্তনবিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরে গণহারে জরিপ না করে নীল টিক চিহ্ন যুক্ত টুইটার ব্যবহারকারীদের মতামত নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ইলন মাস্ক টুইটারের সিইও হয়েছেন দুই মাসও হয়নি। এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটি

Weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

www.weeklybangladeshusa.com

অভিযোগ প্রমাণ হলে ৪০ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে ট্রাম্পের!

বাংলাদেশ ডেস্ক : দীর্ঘ ৪০ বছরের কারাদণ্ডের মুখে পড়েছে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইতোমধ্যে তার বিরুদ্ধে দ্রোহিতাসহ চারটি অভিযোগ আনার সুপারিশ করেছে মার্কিন কংগ্রেসের একটি তদন্ত কমিটি। সবগুলো অভিযোগ প্রমাণিত হলে ৪০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে ট্রাম্পের। একই সঙ্গে দেশটির আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও অংশ নিতে পারবেন না তিনি। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প হেরে যাওয়ার পর নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেন তার সমর্থকরা। এরপর ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে হামলা চালান তারা। এ বিষয়টি তদন্তে গঠিত কমিটি এই হামলার পেছনে ট্রাম্পের সম্পৃক্ততা পেয়েছে। তাই তারা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দ্রোহিতাসহ মোট চারটি অভিযোগে বিচার করার সুপারিশ করেছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, যদি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগে বিচার করা হয় এবং তা প্রমাণিত হয় তাহলে তার ৪০ বছরের জেল হতে পারে। এতে করে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না তিনি। ২০২০ সালের নির্বাচনে জয় পাওয়ার পর ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি জো বাইডেনকে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রত্যয়িত করা হয়েছিল। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বাইডেনের প্রত্যয়ন ঠেকাতে তিনি দাঙ্গা উসকে দিয়েছিলেন, যা সহিংসতায় রূপ নিয়েছিল।

তদন্ত কমিটি ক্যাপিটল হিলের ঘটনায় ট্রাম্পের সম্পৃক্ততা এবং উস্কানি নিয়ে দীর্ঘ ১৮ মাস তদন্ত করে। এরপর ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ আনার সুপারিশ করেন তারা। সেগুলো হলো- দ্রোহিতায় উস্কানি ও সহযোগিতা করা, সরকারি কাজে বাধা, যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতারিত করার চক্রান্ত এবং মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা। কংগ্রেসের তদন্ত কমিটি এ ধরনের সুপারিশ করার পর এর বিরুদ্ধে একটি বিবৃতি দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি এটিকে 'ক্যাঙ্গারু আদালত' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এদিকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগে বিচার করা হবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে দেশটির বিচার বিভাগ। কংগ্রেসের তদন্ত কমিটির সুপারিশ পালন করতে বাধ্য নন বিচার বিভা গ। কংগ্রেসের তদন্ত কমিটি যে সুপারিশ করেছে তা পুরোটাই প্রতীকী। সূত্রঃ ডেইলি মেইল, বিবিসি, আল জাজিরা

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে সুপারিশ যাচ্ছে বিচার বিভাগে : যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ক্যাপিটল ভবনে হামলার ঘটনায় অবশেষে আইনের আওতায় আসছেন দেশটির সাবেক রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ওই হামলার ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে কমপক্ষে তিনটি অভিযোগ আনার বিষয়ে দেশটির বিচার বিভাগকে সুপারিশ করতে যাচ্ছে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের হাউস সিলেক্ট কমিটি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় ২০২০ সালের ৩ নভেম্বর। এর ৬৪ দিন পর জানুয়ারি কংগ্রেসের যৌথসভা বসেছিল ইলেকটোরাল ভোট হিসেবে করে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে। কিন্তু এই পদক্ষেপ ঠেকিয়ে দিতে ট্রাম্পের উগ্রপন্থী সমর্থকেরা ক্যাপিটলে হামলা চালান। এদিকে নিউইয়র্ক টাইমস-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এই হামলার পর কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান পার্টি-দুই দলের সদস্যরা তদন্তে জানান, হামলাকে কেন্দ্র করে সাতজন প্রাণ হারিয়েছেন।

হামলার পর দুই দলের নেতাদের সমালোচনার মুখে পড়েন ট্রাম্প। শুরু হয় তদন্ত। সেই তদন্ত কমিটি বিচার বিভাগের কাছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যে তিনটি অভিযোগ আনার বিষয়ে সুপারিশ করতে যাচ্ছে, সেগুলো হলো সরকারি কাজে বাধা প্রদান, বিদ্রোহের চেষ্টা ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রতারণার ষড়যন্ত্র। এই কমিটির সঙ্গে জড়িত একটি সূত্র এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে। সূত্র বলছে, এই তিনটি অভিযোগ ছাড়া আরও কিছু অভিযোগ আনা হতে পারে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। তবে কংগ্রেসের এই সুপারিশ বিচার বিভাগ কতটা গ্রহণ করবে, তা নিয়ে খানিকটা অস্পষ্টতা রয়েছে। কারণ, বিচার বিভাগও এ নিয়ে আলাদা তদন্ত করছে। এ জন্য একজন বিশেষ কৌসুলিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পরিষদের তদন্ত কমিটির প্রধান বেনি থম্পসন বলেন, অপরাধগুলো কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে সুপারিশগুলো করা হবে। ট্রাম্প এ নিয়ে এখনো সরাসরি কিছু বলেননি। তবে তাঁর মুখপাত্র স্টিফেন চিউং তদন্ত কমিটির কড়া সমালোচনা করেছেন এবং তাদের 'ক্যাঙারু কোর্ট' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। যদিও এই কমিটি নিজেদের তদন্তের ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী। কমিটির সদস্য জো লফগ্রেন গত ১৬ ডিসেম্বর বলেন, কোনো অভিযোগ সুপারিশ করার ব্যাপারে তদন্ত কমিটি বেশ সতর্ক। প্রতিটি অভিযোগ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে, যে তথ্যগুলো কিনা তদন্তে উঠে এসেছে। এদিকে তদন্ত কমিটির প্রধান থম্পসন জানিয়েছেন, সোমবারের বৈঠকের পর গত ১৪ ডিসেম্বর পুরো প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হবে। এদিন সাধারণ মানুষ প্রতিবেদনটি দেখতে পারবেন। সোমবারই প্রতিবেদনটি অনুমোদন দেবেন তাঁরা। আর বিচার বিভাগের কাছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ আনা সুপারিশ করা হবে, সেটাও ঘোষণা করা হবে সোমবারই। এর আগে সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ট্রাম্প ছাড়াও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বিষয়েও তদন্ত করছে কমিটি। এর মধ্যে ট্রাম্পের আইনজীবী জন ইস্টম্যান, সাবেক আইনজীবী রুডি জুলিয়ানি, হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ মার্ক মিডোস, বিচার বিভাগের সাবেক কর্মকর্তা জেফ্রি ক্লার্কও রয়েছেন।

ঢাকাস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নিরাপত্তা নিয়ে ওয়াশিংটনের উদ্বেগ

বাংলাদেশ ডেস্ক : ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে ঢাকাস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন বাইডেন প্রশাসনের প্রভাবশালী কর্মকর্তা ডোনাল্ড লু। কূটনৈতিক সূত্র গত ১৮ ডিসেম্বর এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। জানিয়েছে, গত ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকার শাহীনবাগে রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের উপস্থিতিকে ঘিরে যে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সরকারের নোটিশে আনে মার্কিন প্রশাসন। ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদে বেরিয়ে সোজা সেগুনবাগিচায় যান পিটার হাস। সেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেনের সঙ্গে জরুরি সাক্ষাৎ করে ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন এবং নিজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানান। পরদিন ১৫ই ডিসেম্বর স্টেট ডিপার্টমেন্টে ডাক পান ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান। পূর্বনির্ধারিত সময় দূতাবাসের একাধিক কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রদূত ইমরান মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে পৌঁছান। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর স্টেট ডিপার্টমেন্টের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মন্ত্রী ডোনাল্ড লু বাংলাদেশ দূতের সঙ্গে কথা বলেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন গত ১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গণমাধ্যমকে বলেন, এটা ঠিক তলব ছিল না. বাংলাদেশ দূত কনসালটেশনে গিয়েছিলেন। এ ঘটনায় বাংলাদেশ কোনো প্রেসার বা চাপ বোধ করছে কি-না? কিংবা উদ্বিগ্ন কি-না? এক সম্পূরক প্রশ্নে সচিব বলেন, 'না, আমরা চাপ বা উদ্বিগ্ন নই। বোধ হয় আপনারাই (মিডিয়া) বেশি উদ্বিগ্ন।' ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতের সঙ্গে মার্কিন মন্ত্রীর বৈঠকের বিস্তারিত না জানালেও শাহীনবাগে কী ঘটেছিল এবং তার প্রেক্ষিতে মার্কিন প্রশাসনের তৎপরতার বিস্তারিত তুলে ধরে গত ১৮ ডিসেম্বর একটি ই-মেইল বার্তা প্রচার করেছে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস।

মুখপাত্রের ওই ই- মেইল বার্তায় কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করা হয়।

জানানো হয়, 'মায়ের ডাক' সংগঠনের সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকটিতে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রদূত। নিরাপত্তাজনিত কারণে বৈঠকটি শেষ না করেই শাহীনবাগ ত্যাগ করতে হয়। কারণ রাষ্ট্রদূত যে বিল্ডিংয়ে অবস্থান করছিলেন তার প্রবেশদ্বারে কিছু বিক্ষোভকারী জড়ো হয়েছিলেন। তারা ভবনটিতে প্রবেশের চেষ্টা করেন, এতে বৈঠকে বিঘ্ন ঘটে। অন্যরা রাষ্ট্রদূতের গাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিল। মুখপাত্র জানান, তারা ঘটনার পরপরই সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিষয়টি জানিয়েছেন। ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসকেও তারা বিষয়টি জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে মানবাধিকার রয়েছে জানিয়ে মুখপাত্র বলেন, এ কারণে মার্কিন দূতাবাস মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক অভিযোগগুলো গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নেয় এবং নিয়মিত মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সঙ্গে বৈঠক করে থাকে। 'মায়ের কান্না' (যারা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করার জন্য শাহীনবাগে জড়ো হয়েছিল) সংগঠন কখনোই (সম্প্রতিক বছরগুলোতে) দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। এদিকে রাতে দায়িত্বশীল একটি কূটনৈতিক সূত্র মানবজমিনকে জানায়, মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানকে পিটার ডি হাসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানালে রাষ্ট্রদূত ইমরান ঢাকার অবস্থান ও পুরো ঘটনা ব্যাখ্যা করেন। প্রয়োজনে রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নিরাপত্তা বাড়ানোর আশ্বাসও দেন তিনি।

সাইকেলে ১৮০ দিনে পৃথিবীর চারপাশ ঘুরে এলেন তাঁরা

বাংলাদেশ ডেস্ক : সাইকেলে করেও যে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে আসা যায়, তা আবার প্রমাণ করলেন এক ব্রিটিশ দম্পতি। ট্যানডেম সাইকেলে তাঁরা জার্মানির বার্লিন থেকে যাত্রা শুরু করেন। ১৮০ দিনে পৃথিবীর চারপাশ ঘুরে তাঁরা আবার বার্লিনে আসেন। এতে তাঁদের সময় লেগেছে ১৮০ দিন। এ কাজ করতে তাঁদের ২১টি দেশের ওপর দিয়ে যেতে হয়েছে। এবার এ ভ্রমণকে রেকর্ডের তালিকায় তুলতে তাঁরা আবেদন করেছেন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের কাছে। ওই দম্পতির নাম লরা মাসে ও স্টিভ মাসে। গত ৫ জুন তাঁরা যাত্রা শুরু করেন। এরপর সাইকেলে করে পাড়ি দিয়েছেন ২৮ হাজার ৯৬৮ কিলোমিটার। পথে তাঁদের পাড়ি দিতে হয়েছে নানা বাধাবিপত্তি। ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাতের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো ছিলই। শেষে সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে ১ ডিসেম্বর আবার বার্লিনে ফিরে আসেন তাঁরা।

লরা-স্টিভের পরিচয় ২০১৫ সালে। এরপর ২০১৮ সালে বিয়ে করেন তাঁরা। একাধিকবার তাঁরা ট্যানডেম সাইকেলে করে ভ্রমণে বেরিয়েছেন। বিশেষ এই সাইকেলে দুটি করে চালকের আসন ও পেডেল থাকে। এই সাইকেল চালাতে হয় দুজনকেই। এই দম্পতি জানান, তাঁরা দেখতে পান, ক্যাট ডিক্সন ও রাজ মার্সডেন নামের দুই নারীর ২৬৩ দিন ৮ ঘণ্টা ৭ মিনিটে ট্যানডেম সাইকেলে করে পৃথিবীর চারপাশে ঘোরার রেকর্ড আছে। অপর দিকে পুরুষেরা একই রেকর্ড করেছেন ২৮১ দিন ২২ ঘণ্টা ২০ মিনিটে। তবে একজন নারী ও একজন পুরুষ মিলে ট্যানডেম সাইকেলে করে বিশ্ব ঘোরার কোনো রেকর্ড এখনো হয়নি। বিষয়টি জানার পর মাঠে নামেন তাঁরা। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের নিয়মনীতি নিয়ে ব্যাপক ঘাঁটাঘাঁটি করেন লরা-স্টিভ। দেখতে পান, তিনটি শর্ত পূরণ করলে তাঁদের নামও উঠবে রেকর্ডের তালিকায়। সেগুলো হলো একটি পথ ধরে অন্তত ১৮ হাজার মাইল সাইকেল চালিয়ে যেতে হবে; ভ্রমণ শুরু ও শেষ একই স্থানে হতে হবে এবং অন্তত দুটি অ্যান্টিপোডাল পয়েন্ট পার করতে হবে। অ্যান্টিপোডাল পয়েন্ট হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠে কোনো একটি বিন্দুর ঠিক বিপরীত পাশে থাকা অপর একটি বিন্দু। গিনেসের তিনটি শর্তই শেষ পর্যন্ত পূরণ করেছেন দুজন। লরা বলেন, 'সবকিছু সফলভাবে শেষ করতে পেরে অনেক চাপমুক্ত লাগছে।'

সৌদির হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি, যুক্তরাষ্ট্রে টুইটারের সাবেক কর্মীর কারাদণ্ড

বাংলাদেশ ডেস্ক : সৌদি আরবের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে টুইটারের সাবেক এক কর্মীকে সাড়ে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের আদালত। খবর রয়টার্স ও এএফপির। স্থানীয় সময় গত ১৫ ডিসেম্বর মার্কিন বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কারাদণ্ড পাওয়া ব্যক্তির নাম আহমেদ আবু আম্মো। গত আগস্টে একাধিক ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন আহমেদ। তাঁর অপরাধের মধ্যে রয়েছে-একটি বিদেশি সরকারের অবৈধ এজেন্ট হওয়া, অর্থ পাচার, জালিয়াতি। প্রসিকিউটরেরা সান ফ্রান্সিসকোর ফেডারেল আদালতকে বলেন, টুইটারে চাকরি করার সুবাদে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত অনেক তথ্য জানার সুযোগ ছিল আহমেদের। তিনি প্রায় সাত বছর আগে ১ লাখ ডলার ও ৪০ হাজার ডলারের বেশি দামের একটি ঘড়ির বিনিময়ে অনেক ব্যবহারকারীর তথ্য বিক্রি করেছেন।

আদালতের নথি অনুযায়ী, যে ব্যক্তি আহমেদের কাছ থেকে অর্থ ও দামি উপহারের বিনিময়ে টুইটার ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তিনি সৌদির যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের 'ঘনিষ্ঠ' হিসেবে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি স্টেফানি হিন্ডস এক বিবৃতিতে বলেছেন, এই মামলা প্রমাণ করেছে, সৌদির মতো দেশগুলো সিলিকন ভ্যালির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কোম্পানিগুলোর সংগ্রহ করা ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ঘুষ দিয়ে থাকে। আহমেদের বয়স ৪৫ বছর। তিনি ২০১৫ সালে টুইটারের চাকরি ছেড়ে দেন। পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আমাজনে চাকরি নেন। তিনি সেখানেই বসবাস করছিলেন।

মানিকগঞ্জ সমিতির বিজয় দিবস উদযাপন

(শেষ পাতার পর)

(১৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত বাংলাদেশিদের কেন্দ্রস্থল জ্যামাইকার ইকরা পার্টি সেন্টারের হলরুমে। দর্শক ভর্তি পুরো হল রুমে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি লুৎফর রহমান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, আহসান হাবিব ও মোসলেহ উদ্দিন খান সেলিম, সভায় কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন নিবির রহমান ও গীতা পাঠ করেন পিয়াল সাহা, পরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এ ছাড়া শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে সমবেত কণ্ঠে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান মুল কার্যক্রম শুরু হয়।

বিজয় দিবস অনুষ্ঠানের আহবায়ক ওমর ফারুক খসরু ও সদস্য সচিব মোঃ টিপু সুলতান স্বাগত বক্তব্য দেন। এরপর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার এফ করিম সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। কমিউনিটি লিডার ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে সুদুর প্রসারী বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা তৈয়েবুর রহমান হারুন, উপদেষ্টা মোসলেহ উদ্দিন খান সেলিম, জাহিদুল ইসলাম, আহসান হাবিব,মনিউর রহমান জাহাঙ্গীর, আব্দুস সালাম আজম,এবি এম মাহ-বুব, ডাঃ মাসুদ সিকদার, কবি সালেহা ইসলাম,প্রাক্তন সাধারন সম্পাদক জিকরুল আমিন জুয়েল,আবু সুফিয়ান, ও মোঃ রাশেদ মিয়া সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ।

কমিউনিটি লিডার ফখরুল আলম, ফাহাদ সোলায়মান,ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, দবিরুল ইসলাম, জে মোল্লা সানী,সাইফুল ইসলাম, আক্তার বাবুল, বাবুল হাওলাদার,মির্জা ফরিদ উদ্দিন, আল আমিন রাসেল,শরীফ রহমান টুটুল, ইপক কাজী প্রমুখ মুল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। সম্মুখ যুদ্ধের বর্ননা দেন, মুক্তিযাদ্ধা ওমর ফারুক খসরু, কায়সার চিশতি, ডাঃ মাসুদুল হাসান, এবি এম ওসমান গনি, মনির হোসেন ও সরাফ সরকার।

বক্তব্যের মাঝেই আগত দর্শক মানিকগঞ্জের ঐতিহ্য বাহী বিভিন্ন প্রকারের পিঠা পায়েস দিয়ে ভুরি ভোজ করতে থাকেন। পিঠা উৎসবের দায়িত্বে ছিলেন নাজমা নাজনীন ও কানিজ ফাতিমা এমির দল, বিভিন্ন রকমের পিঠা লাল সবুজের শারি পরে উপস্থিত হন, শাহনাজ পারভীন রিতা,সাইদা ইসলাম হিতু, শাম্মী আক্তার,পলাশী সাহা ,লিপি আক্তার আছমা আক্তার, কবি সালেহা ইসলাম, সাহিত্যেক ফেরদৌস জেসমিন,সাদিয়া রহমান,মোবাশ্বেরা মিতা, আরজুমান্দ বানু, সিমু ভুইয়া, পলিন খান, সওদাগর জয়টিকা জয়া, আয়শা আক্তার, ফাতিমা আক্তার, স্বপ্না আহমেদ, রোকসানা আক্তার মালা, শিল্পী সুলতানা, সেলিনা সালাম, আয়শা আক্তার, লায়লা মাসুদ।

এরপর শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সজল রায়ের পরিচালনায় গান পরিবেশন করেন,আর টিভির বাংলার গায়েন রানার্স আপ, ফাবিহা নিসা ও সাগ্নিক মজুমদার, এন টিভি স্টার সার্চ প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকার কারী সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক সজল রায় তার গান দিয়ে সবাইকে মোহিত করেন। কবিতা আবৃত্তি করেন আহসান হাবিব ও মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করবার জন্য সংগঠনের কর্মকর্তা বাবুল সাহা,সাইদুর রহমান রনজু,মোজাফফর হোসেন, লুৎফর রহমান, শহিদুর রহমান ছানা,মোঃ আমজাদ হোসেন,সামিউল করিম আলমগীর,কামরুল খান,জাকির আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। শিশু কিশোরদের জন্য ছিল চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা প্রায় ত্রিশ জন নতুন প্রজন্মের শিশু কিশোর বাংলাদেশের জাতীয় ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রতিক অংকন করে যা উপস্থিত দর্শকদের ভূয়সি প্রসংশায় সিক্ত হন। এই পর্বের দায়িত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ান ।

পরিশেষে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের মেডেল পরিয়ে দেয় হয় । অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আর টিভির সি ই ও আশিকুর রহমান আশিক ও নিউ ইয়র্ক এর প্রতিনিধি অলিভ আহমেদ। সর্বোশেষে সভাপতি লুৎফর রহমান সবাই কে ধন্যবাদ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন ।

ক্লাসিফাইড বাড়ি ভাড়া ও ক্রয় বিক্রয়

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ৯০ এভিন্যু ও ১৫৩ স্ট্রিটে দোতালায় ৪ বেডরুম ও বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে। 'ই' ট্রেনের শেষ স্টেশন থেকে এক ব্লক এবং পারসন্স বুলেবার্ডের 'এফ' ট্রেন স্টেশন থেকে ২ ব্লক দূরে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৯৯-৯৬৯৮(বিকেল ৫টা থেকে ১০টা)। বি-২৭-২৯।

বাড়ি ভাড়া

১০৪ স্ট্রিট 'জে' ট্রেনের কাছাকাছি রিচমন্ডহিল এলাকায় ১টি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ব্যাচেলররা অগ্রাধিকারযোগ্য। যোগাযোগঃ ৭১৮-৫৩২-৬১৫২, ৭১৮-৫৩২-৬১৫৩। বি-২১-২৩

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের পাশে মনোরম বাঙালী পরিবেশে ছোট পরিবারের জন্য- মসজিদ, মন্দির, সংলগ্ন
১ম তলায় ব্যাক ইয়ার্ড, দুই বেড রুম, লিভিং, কিচেন, বাথ আলাদা সুবিধাসহ cooking গ্যাস বিলসহ ১৮০০ ডলারে বাসা ভাড়া হবে। E/112 bus যোগাযোগের সুবিধা।
Please call:(917)251-0459

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৮২ এবং ৮৯ এভিনিউতে এক বেড রুমের সম্পূর্ন নতুন বাসা ভাড়া দেয়া হবে স্বামী-স্ত্রী অথবা দুই জন মহিলার কাছে। 'এফ' ট্রেন থেকে ৫মিনিট হাঁটার দূরত্বে। ফোনঃ 646-578-7660। বি-২১-২৩।

বাসা ভাড়া

২১৯ স্ট্রিট ও ১১২ এভিনিউ, কুইন্স ভিলেজে ১ নভেম্বর থেকে ২ বেড ২ বাথ ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন ও বারান্দা সহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০৯-৪৭৩৯, ৩৪৭-৫৩৬-৬৫৭২ বি-১৭-২০।

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ৯০ এভিনিউর ২১১ স্ট্রিটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট একটি মুসলিম অধূমপায়ী ছোট পরিবারের জন্য ভাড়া হবে। এক বেড, লিভিং রুম, বড় কিচেন এবং ফুল বাথ। মনোরম, নিরিবিলি পরিবেশ। বর্তমানে খালি আছে। যোগাযোগঃ ৮৪৫-৭৯৭-৫০৫১। বি-১৯-২১।

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ২০৫ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট বাড়ির মনোরম পরিবেশে (বড় কিচেন এবং ফুল বাথ) এক বেডরুম এবং এক লিভিংরুম সহ সেমি বেসমেন্ট ১জন অথবা ২ জন কর্মজীবী মহিলা অথবা শুধুমাত্র কর্মজীবী স্বামী-স্ত্রীর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৬৪২-৭৭৯৫। বি-২৪-।

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রান্সিস লাইস বুলেভার্ডের ওপর ৮৯ এভিনিউ, হিলসাইড সংলগ্ন এক বেডরুমের সম্পূর্ণ নতুন রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ১৭৯ সাবওয়ে স্টেশন ও বাস স্টপের দূরত্ব মাত্র পাঁচ মিনিটের। সম্পূর্ণ পৃথক এনট্রেন্স আছে। সেলফোন ফোন: (সোমবার - শুক্রবার বিকাল তিনটার পর)। ৯১৭-২১৬-৮৪৩০ (বাসা), ৭১৪-৭৪৯-৫৫৯০ বি-২৩-২৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে ২০৭ স্ট্রিট এবং হিলসাইড এভিনিউতে এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ : **347-570-5408**

বাসা ভাড়া

For Rent

2 Big bedrooms, 2 full bathrooms, large kitchen with dining area, one living room. Nearby Jamaica Muslim Center on highland avenue & 170st. On 2nd floor. Rent 2700.00 per month.
Please contact **-917-302-7148.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজ ২১৪ স্ট্রিট ৮৯ এভিনিউ হিলসাইড সংলগ্ন একটি বড় বেডরুম, লিভিং রুম কিচেন, বাথরুম ও সম্পুর্ন আলাদা এন্ট্রেস সহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৫৩-৫২৪৬। বি-২০-২২

বেসমেন্ট ভাড়া

২১৩ স্ট্রিট ৮৯ এভিনিউ কুইন্স ভিলেজে ১ নভেম্বর থেকে ১ বেডরুম, ১বাথরুম, ১ কিচেন সহ রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৮৯-১৭৭৩, ৬৪৬-৮৯৭-৩৭১৪ (সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত)। বি-১৮-২১।

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬৪ স্ট্রিটে ইয়র্ক কলেজ সংলগ্ন ফুলবাথ, ডাইনিং,লিভিং ও আলাদা কিচেন সহ ২ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ২ জন ব্যাচেলরের নিকট ভাড়া দেয়া হবে। 'ই' এবং 'এফ' ট্রেন সাবওয়ে ও বাস স্টপের নিকট। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৬৮৪-৬৮৭৫, ৬৪৬-৩০৯-৪৭৩৯। বি-১৮-২০।

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-২৩, ১৪৩ স্ট্রিটে একটি সেমিবেসমেন্টে ১টি রুম একজন পুরুষ ব্যাচেলরের কাছে নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেয়া হবে। সাথে কিচেন ও লিভিং রুম আছে। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-২৫৮২। বি-১৭-১৯।

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৮ প্লেস কাওরান বাজার সংলগ্ন ১টি রুম স্বামী-স্ত্রী/মা-মেয়ে/১ বা ২ জন মহিলার নিকট জানুয়ারি হতে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৫৭১-৪৪৯-১১৮৩। বি-২৭-২৯।

বড় রুম ভাড়া

কুইন্সে সানি সাইডে ৭ ট্রেন ৪০ স্ট্রিট সাবওয়ের সাথে ৩৯ স্ট্রিটে, এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ ৪ তলায় বড় রুম ভাড়া হবে। অধুমপায়ী মুসলিম ব্যাচেলরের নিকট জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ করুনঃ ৬৪৬-৬৪৫-৪৫৩১, ৩৪৭-৪০০-৪৬৬৪। বি-২৬-২৮।

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার ১৮৩ স্ট্রিট হিলসাইড এভিনিউয়ে প্রাইভেট হাউজে একটি রুম একজন মহিলা অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৭-২৫২৪, ৩৪৭-৪৮৪-০১১৩

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৮ প্লেস, কাওরান বাজার সংলগ্ন একটি রুম স্বামী-স্ত্রী /মা-মেয়ে, ১ বা ২ জন মহিলার নিকট জানুয়ারি থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৬১৭-৮২২৯। বি-২৬-।

আবশ্যক

আবশ্যক

একজন বয়স্ক পুরুষ মানুষকে দেখাশুনা ও বাসার কাজকর্ম করার জন্য ১ জন মহিলা কর্মী খুবই জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। সতের ডলার ঘন্টায় এবং পঁচিশ ডলার ওভার টাইম। চাকুরীতে আবেদন করার জন্য করোনা টেস্ট রেজাল্ট নিয়ে আসতে হবে। এটি একটি সরকারি কাজের আবেদন এবং কাজ নিশ্চিত হলে ১ বছরের এগ্রিমেন্ট হবে। কাজের আবেদনকারী বাদে অন্য কেউ যোগাযোগ করবেন না। যোগাযোগ: ৭১৮-৯০৮-২৫৪৫। বি-২৫-।

লিভ ইন ন্যানি আবশ্যক

লংআইল্যান্ড, নিউইয়র্কে একটি পরিবারে মধ্য বয়স্ক লিভ ইন ন্যানি আবশ্যক। কাজ করার বৈধতা থাকতে হবে। যোগাযোগ করুন:৭১৮-৫২৬-৩০২০, ৩৪৭-৪৫৩-৫৪১০। বি-২৫-২৭।

Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at ravi@gehilaw.com

রিসেপশনিস্ট আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে একটি প্রতিষ্ঠিত ইমিগ্রেশন ল-অফিস রিসেপশনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজি ও বাংলায় কথা বলতে পারদর্শী হতে হবে। ট্রেনিং দেয়া হবে কাজের জন্য। ভালো বেতনের নিশ্চয়তা রয়েছে। আগ্রহীগণ রিজউমি ইমেইল করুন-"ravi@gehilaw.com"" বি-২৪-।

Full Time Coordinator Wanted

Full time intake coordinator wanted (female) for home care & social day care. In Jackson Heights & Jamaica NY Location. Experience Basic computer work, fluently English, Bengali, Hindi Priority.
Resume please:
Solaimanm208@gmail.com.
347-837-8232 (sms only).
Regular salary + other benefits as per work compensations.
বি-১৬-১৮

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির
নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক
এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

কেয়ারটেকার আবশ্যক

জ্যামাইকায় বৃদ্ধ মহিলাকে দেখাশোনা করার জন্যে সপ্তাহে ৪ দিন কাজ করার জন্যে লিভিং মহিলা শিক্ষিত কেয়ারটেকার আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৫৭-০৩৭২

সেলস পারসন আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির ম্যাসপ্যাথে একিট ওয়্যার হাউজে একজন সেলস পারসন আবশ্যক। অবশ্যই গাড়ি ও ড্রাইভার লাইসেন্স থাকতে হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩৫৫-৩৬৭৬।

ডেলিভারিম্যান আবশ্যক

একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ডেলাভারি দেয়ার জন্য গাড়ি সহ একজন ডেলিভারিম্যান আবশ্যক। যোগাযোগ ৬৪৬-৬৪৫-৯৮৩০

2 Family House for Sale

2 Family House for Sale in Buffalo NY (Near Cheektowaya).Cross Street Walden Ave and Popular **Ave. Asking Price: $375000. Call/Text: 646-248-3437.**

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮ প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ : **৯১৭-৫৯৩-৯৩১১**

ফ্রায়েড চিকেন ও পিজা স্টোর বিক্রয়

Fried Chiken and Pizza Store বিক্রয় করা হবে। Nostrand Ave তে।
যোগাযোগ : **718-304-4771**।
বি-২০-২২

বাড়ি বিক্রয়

জ্যামাইকায় একটি শর্ট সেলে ২ ফ্যামিলির বাড়ি বিক্রয় হবে। বাড়িটি গ্যারেজ, ড্রাইভওয়ে ও বেসমেন্ট সহ অনেক জায়গা নিয়ে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৫৯৩-৯৩১১।
বি-২৬-।

রংপুর শহরে ফ্ল্যাট বিক্রয়

রংপুর শহরের ধাপে Teachers Training College সংলগ্ন নবনির্মিত নয় তলা ভবনের তিন তলায় তিন বেডরুম তিন বাথরুম ও তিন বারান্দার ১৫৬৫ বর্গ ফুটের ফ্ল্যাট। লিফট, সিকিউরিটি গার্ড ও একটি গাড়ির পার্কিং আছে। আমেরিকায় মূল্য প্রদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন। মোবাইল : **৫৭০ ৪৪১ ৫৯৪৩**

ক্লাসিফাইড

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ

ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

বাড়ী ক্রয়ের এখনই সঠিক সময়!

Jashim U Chowdhury
NYS Licensed Realtor,
Professional/ Courteous!
Tel: 347-200-0567
Email: c21jashim@gmail.com

EXIT REALTY PRIME

SELL YOUR PROPERTY FASTER WITH TOP $$$

Residential, Commercial, Foreclosure
HUD Sale, Short Sale Specialist.

BUY- SELL - RENT

20 YEARS

আপনার বাড়ীর
Free Market Analysis
and Consultation এর জন্য
যোগাযোগ করুন:

জসিম চৌধুরী
Lic. Realestate Sales Person

আমরা বাংলায় কথা বলি
ফোন: 347-200-0567

লোক আবশ্যক

একজন বয়স্ক পুরুষকে দেখাশুনা করার জন্য চারজন ফুলটাইম লোক আবশ্যক (পুরুষ/মহিলা)। বেতন ঘন্টায় ১৭ ডলার, সাথে ওভারটাইম ঘন্টায় ২৫ ডলার করে দেয়া হবে। শুধুমাত্র আগ্রহী প্রার্থীগণ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। ফোন: ৭১৮-৯০৮-২৫৪৫। বি-৩৬-৪১।

কন্সট্রাকশন ফিল্ড

আমরা পেইন্টিং, টাইলস, ট্রিমিং, মোলডিং, ওয়াটার লিকিং, ডেমোলিশন, ভিতরে এবং বাইরে পয়েন্টিং, ডোর/উন্ডো ফিক্স, সিটরক, প্লাম্বিং, ইলেকট্রিক, ব্রিক ওয়ার্ক আপনার সীমিত বাজেট ছোট বড় যাবতীয় হ্যান্ডি জব করি। ফোনঃ ৭১৮-৪৪৬-৩০০০, ৩৪৭-৬৫২-৯৫০০।

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দুরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

বসুন্ধরা রিভার ভিউ আবাসকি এলাকা এ-ব্লকে ৫ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ:
৩৪৭-৬৫২-৯৫০০,
৭১৮-৪৪৬-৩০০০

বাড়ি ক্রয় বিক্রয়

SYED MOHIUDDIN
Licensed Mortgage Loan Originator
NMLS#2028099
Cell: 646-645-9508,
Office: 718-520-7000,
Fax: 516-590-0202
E-mail: Yashrya@aol.com
R & J CAPITAL GROUP, LLC
Registered Mortgage Broker-NYS
Providers. NMLS#183264

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই

ফার্মেসীতে কর্মরত সুদর্শণ, ধার্মিক, ৩০ বৎসর বয়স্ক পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৭-৩৩৮০। বি-২৬-২৮।

পাত্রী চাই

একটি প্রাইভেট কলেজ থেকে ব্যবসায়ে ব্যাচেলর ডিগ্রিধারী ও বর্তমানে একটি স্বনামধন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে 'হেড অফ স্ট্রাটেজি এন্ড অপারেশন ম্যানেজার' হিসেবে কর্মরত, (বয়স ৩০, উচ্চতা ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি) নিউইয়র্কে বসবাসরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী আবশ্যক। সিলেটি অগ্রগন্য। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫১০-৯২৩৬
বি-২৬-২৮

পাত্র চাই

উচ্চ বংশীয় ইউএস সিটিজেন চাকুরিজীবী নামাজী মেয়ের জন্য উচ্চ শিক্ষিত নামাজী ভদ্র চাকুরিজীবী ৩৪-৩৮ বছর বয়সী পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ : ৯২৯-৫৪৪-৪১৮৯। বি#২৬-২৮

পাত্র চাই

উচ্চ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের হিজাবী, মেধাবী, সাংসারিক, সিএসই ব্যাচেলর (২৯+) পাত্রীর জন্যে সমপর্যায়ের অবিবাহিত, নামাজি, শিক্ষিত, গ্রীনকার্ডধারী বা সিটিজেন পাত্র চাই। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫৯৭৮। বি-২৫-২৭।

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে প্রি-কে থেকে লেখাপড়া করে মাস্টাস ডিগ্রী সম্পন্ন করে বর্তমানে রিসার্স স্পেসিলিস্ট পদে স্বনামধন্য হসপিটালে কর্মরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য ৩০ উর্ধ্ব শিক্ষিত পাত্র চাই। যোগাযোগঃ-৭১৮-৫৬৪-৭১২১। বি-২৫-২৭।
ইমেইল: bhuyan 4814@gmail.com

পাত্র চাই

বৃহত্তর সিলেট নিবাসী US Citizen, CUNY থকে কম্পিউটার সায়েন্সে ব্যাচেলর Software Engineer, J.P Morgan Chase & Co, NY এ চাকুরিরত, বয়স ২৬ বছর, উচ্চতা ৫'৪", ফর্সা, মেধাবী পত্রীর জন্য ইঞ্জিনিয়ার, Software Engineer, ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট অথবা সমপর্যায়ের উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ: পাত্রীর বাবা; ফোন: 347-421-5365; ইমেইল-mobarakahmedny@gmail.com
বি-১৬-১৮

পাত্র চাই

বাংলাদেশে বসবাসরত মুসলিম, ২৫ + বছর, বিধবা, এক কন্যা সন্তান, পাত্রীর জন্য মার্জিত, ধার্মিক, আমেরিকায় বসবাসরত পাত্র চাই। যোগাযোগ: 973-932-5306
বি-১৫-১৭

পাত্রী চাই

নিউ ইয়র্কে বসবাসরত ৩৬ বছর (৫-৪") সুশিক্ষিত মুসলিম পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। ডিভোর্সি হলেও চলবে। পাত্র দেখতে সুন্দর ও নামাজী। অভিভাবক এমনকি পাত্রী সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। ৯২৯-৩৯৫-৫৩১৫

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিউইয়র্কে জন্ম আমেরিকান নাগরিক, বয়স ২৯ বছর, লম্বায় ৫ফুট ৮ ইঞ্চি, কর্মরত এম.এস ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ার বাংলাভাষী মুসলিম পাত্রের জন্য শিক্ষিতা কমপক্ষে ব্যাচেলর ডিগ্রিপ্রাপ্ত মুসলিম পাত্রী চাই। অভিভাবক বা পাত্রী যোগাযোগ করুন। ফোনঃ ৩১৫-২৬৭-৬৪৮৮।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শিক্ষিত মুসলিম পরিবারের সুদর্শন, মেধাবী, মার্জিত, ধার্মিক, ঘরোয়া, সংসারী. এমএ পাস আমেরিকান সিটিজেন ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী (২৬+) পাত্রী। সমপর্যায়ের পাত্র চাই। যোগাযোগ: 212-392-5797,
ইমেইল: jahsul@gmail.com

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএস মাষ্টার্স ডিগ্রিধারী আইট খাতে কর্মরত ২৯ বছর বয়সী ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী চাই। অভিভাবক: 929-288-9461, ইমেইল: bmchoudhury1960@gmail.com

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

IRS e-file

- INCOME TAX (All STATES)
- IMMIGRATION HELP
- HOMECARE SERVICES
- NOTARY AND MUCH MORE

ABDUR RASHID
B.S.S (Honours). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 347-567-2060
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

জব হেল্প! জব হেল্প!!

- পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
- পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
- জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
- আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮। ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

মুসলিম কাজী অফিস

* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিষ্টার
* ফিনান্সেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৪০ ষ্ট্রিট জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

Ma Travel Agency

Shahadat Hasan
Licensed Realtor

❍ সুলভ মূল্যে যে কোন বিমানের Ticket & ওমরাহ Hajj Package. আমরা With IATA, ARC সদস্য
❍ JFK to Dhaka Return Ticket $599
❍ বিশ্বস্ততার সঙ্গে বাড়ি কেনা, বেচা এবং Rental, Loan এর ব্যবস্থা ❍ নির্ভুল Tax Filing & Immigration

Notary and Multipurpose Services
(917)593-931, E-mail : Shahadat3@msn.com
37-22 73rd Street # 2G, Jackson Heights, NY 11372

www.weeklybangladeshusa.com

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে
L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET
100% HALAL
গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।
কোরবানির অর্ডার নেয়া হচ্ছে

3 Red Fowl 3 for $13.00
Buy 10 Chiken get 1 Free
Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free
গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন
এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট
HOURS : MONDAY-THURSDAY : 7 AM-6 PM
FRI & SATURDAY : 6 AM-6PM, SUNDAY : 7 AM-3 PM
Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422
168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

FMS Realty
2525 Astoria Blvd. Fl 1
Astoria, NY 11102
Tel: (718) 932-7882
Helping Buyers and Sellers AchieveTheir Goals Since 2004
FMS

Mohammed Tohin
Lic. Associate R.E. Broker
GRI, CBR, RSSP, e-Pro
Cell: (718) 310-0413
RealtorTohin@gmail.com

GLOBAL
TRAVEL EXPRESS
We issue 118+Airlines Tickets with 100% Seat Confirm
Cheapest & Competitive Fare
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS

Mohammed Rahman Pintu
B.Com (Hons), M.Com (DU)
Certified Tax Associate (LAG CC)
Deshi Global Tax Service LLC
Most Trusted Since 2006
OUR SERVICES
✓ Income Tax
✓ Business Tax
✓ Home Care
✓ DDC
✓ Air Tickets
✓ Immigration Forms Fill up
IRS e-file
184-02 Hillside Ave, 1st Floor
Jamaica, NY 11432
(917) 889-1643
(929) 584-4087
globaltravelexp2@gmail.com

আরবী পড়াতে চাই
আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়
বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়
বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

সফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ
STAR Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

নায়েগ্রা ফলসে ভবন ভাড়া
নায়েগ্রা ফলসের সন্নিকটে ২৫১০ পাইন এভিন্যুতে ৮ হাজার বর্গফুটের ভবন ভাড়া হবে। সুপারমার্কেট বা রেস্টুরেন্টের জন্য উপযোগী। সুন্দর নেইবারহুড। প্রয়োজনীয় সবকিছু কাছাকাছি। আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুন।
তারিকুর রহমান: ৯১৭-৩৫৩-২৪৪৫। বি-২২-২৪।

www.weeklybangladeshusa.com

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

জবহেল্প ট্রেনিং প্রোগ্রাম

পোস্টাল জব (USPS) একটি ফেডারেল জব
অত্র প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রায় ১৫০০ এর অধিক লোক বিভিন্ন স্টেটে জব করে আসছেন।
ট্রেনিংঃ রবিবার - বৃহস্পতিবারঃ সকাল ১০টা - বিকাল ২টা

ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট (NYPD)
ট্রেনিংঃ রবিবার ও বৃহস্পতিবারঃ দুপুর ১২টা-বিকাল ২টা

স্কুল সেফটি এজেন্ট
ট্রেনিংঃ মঙ্গলবারঃ দুপুর ১২টা-বিকাল ২টা

বেসিক কম্পিউটার ক্লাস
MS Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet Browsing, Email Browsing etc.
ট্রেনিংঃ প্রতি সোমবারঃ দুপুর ১২টা-দুপুর ২টা

এপ্লিকেশন প্রসেসিং Application Processing	সরকারি বেনিফিট Govt. Benefit	ডিএমভি সার্ভিস DMV Motor Vehicle
১. নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন	১. SNAP (Food Stamp)	১. Online Reservation
২. ডুয়েল সিটিজেনশীপ	২. TANF/Unemployment	২. Vehicle Registration Replace
৩. পাসপোর্ট কারেকশন	৩. Medicare	৩. Renew ID/Real ID
৪. NYC হাউজিং	৪. Supplemental Security Income (SSI)	৪. Traffic Ticket
৫. NYC হাউজিং/এফোর্ডেবল	৫. Social Security Disability Insurance (SSDI)	৫. Penalty/Suspension
৬. রেজুমি/কভার লেটার	৬. Social Security Retirement Benefits	৬. Others

MD. ALI
B.Sc., LL.B.
Chittagong University
Rtd. Govt. Officer Bangladesh

JOB HELP
Mobile: 917-500-3937
Office Phone/Fax: 917-300-6160
146-10 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica, NY 11435
'F' Train or Bus: Q20A, Q20B, Q40, Q43, Q44 to Sutphin Blvd

Sagar CHINESE

Sagar Restaurant

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: **718-298-5696, 718-657-2855**
www.sagarfood.com

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: **718-657-3333, 718-657-3334**
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: **718-343-4444, 718-343-4448**
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package
$11
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package
$13
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package
$5.50
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Security Camera

Total CABLE "Reliable, Affordable!"

Clear Cable clearTV

Computer Sale & Repair

Printing Neon Signs OPEN

Remote system view from any where

Remote system view from any where

Tel: 941-822-3090
347-567-6560

Digital Security System & Networking Inc.
167-09 Hillside Ave. 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
letuchowdhury2009@yahoo.com

একটি বাংলাদেশী বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net
85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ
বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832
Bangladesh Center inc
বি-২০-২২

www.weeklybangladeshusa.com

ক্লাসিফাইড **Classified** ক্লাসিফাইড

আপনি কি ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দেয়ার কথা ভাবছেন?

প্রতি বৃহস্পতিবারের পত্রিকা

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ

দিচ্ছে বিশেষ ছাড়।

রুমমেট
রুম ভাড়া
বাড়ি ভাড়া
অফিস ভাড়া
দোকান ভাড়া
প্লট/ফ্ল্যাট বিক্রি
বাড়ি ক্রয় বিক্রয়

পাত্র চাই
পাত্রী চাই
কাজী অফিস

১৫ শব্দের ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

বুধবার দুপুরের মধ্যেই আপনার বিজ্ঞাপন প্রেরণ করুন

চাকরি চাই
লোক নিয়োগ
Help Wanted

বেবি সিটার
হাউস কিপার

ক্রয়- বিক্রয়/লিজ

ড্রাইভার আবশ্যক
গ্রীন/ব্ল্যাক/লিভারি
কার ভাড়া/মুভিং

যোগাযোগ

Phone: 718-523-6299
917-304-3912
Fax: 718-206-2579
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

VISA MasterCard DISCOVER NETWORK AMERICAN EXPRESS

আমরা ক্যাশ, চেক, মানিঅর্ডার, ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি

আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের অধিকতর প্রসারের জন্য বিজ্ঞাপন দিন

আমরা ওয়েবসাইটেও বিজ্ঞাপন নিচ্ছি

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
85-59, 168 Street, Jamaica, NY-11432.
www.weeklybangladeshusa.com

আমাদের অনলাইনে পেতে ব্রাউজ করুন www.weeklybangladeshusa.com ফেসবুকে সার্চ করুন Weekly Bangladesh

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

www.weeklybangladeshusa.com

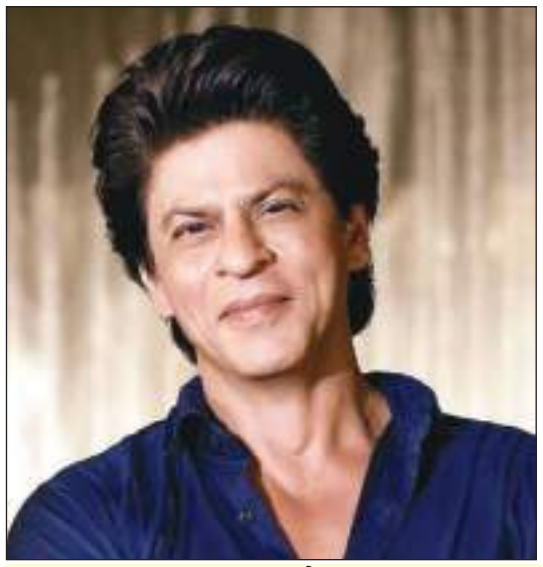

বিশ্বের সর্বকালের সেরা ৫০ অভিনেতার তালিকায় শাহরুখ!

বিনোদন ডেস্ক : একমাত্র ভারতীয় অভিনেতা হিসেবে বিশ্বের সেরা ৫০ অভিনেতার তালিকায় জায়গা করে নিলেন শাহরুখ খান। এম্পায়ার ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে বিশ্বের কিছু সেরা এবং চিরস্মরণীয় নাম এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। এই তালিকায় আছেন মার্লন ব্র্যান্ডো, টম হ্যাঙ্কস, কেট উইন্সলেট, আল প্যাসিনো, লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও প্রমুখের নাম।

আর এই বিশ্বজোড়া খ্যাতি যে অভিনেতাদের, তাদের সঙ্গে ভারত থেকে কেবল একজন অভিনেতাই জায়গা করে নিয়েছেন এই তালিকায়, তিনি হলেন শাহরুখ খান। এই তালিকায় বলিউড বাদশাহ'র একাধিক উল্লেখযোগ্য কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' ছবি থেকে রাহুল খান্নার চরিত্র, সঞ্জয় লীলা বনসালির 'দেবদাস' থেকে দেবদাস মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ গোয়ারিকারের 'স্বদেশ' ছবি থেকে মোহন ভার্গব- এর চরিত্র ইত্যাদি।

ক্যাটরিনার যে গুণ মুগ্ধ করেছে ভিককে

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের যত তারকা জুটি চার হাত এক করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম চর্চিত ছিল ভিকি কৌশল এবং ক্যাটরিনা কাইফের সম্পর্ক। দেখতে দেখতে ভিকি-ক্যাট বিয়ের এক বছর পার করে ফেলেছেন। বিয়ের বর্ষপূর্তিতে জীবনসঙ্গিনীকে বুকে জড়িয়ে মায়াবী ছবি দেন ভিকি। বছর ঘুরলেও এখনও প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন তারা। যেন একে অপরের চোখে হারিয়ে যাচ্ছেন । স্ত্রী ক্যাটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অভিনেতা। জানালেন তার গুণের কথাও। সংবাদমাধ্যমকে ভিকি জানান, ক্যাটরিনার মতো মানুষ তিনি এই জীবনে দেখেননি। স্ত্রীর এমন কিছু গুণ রয়েছে যার প্রশংসা না করে থাকা যায় না। ভিকির কথায়, "ক্যাটরিনা সবসময় বলে যদি তুমি কোনও মানুষকে ভাল কিছু বলতে না পারো, তা হলে চুপ করে থাকো। ক্যাটরিনা যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনই বড় মনের মানুষ। নিজের চারপাশের মানুষজনকে সম্মান দিতে জানে।"

এই প্রথম নয় এর আগেও বহু সাক্ষাৎকারে ভিকি জানিয়েছেন, ক্যাটরিনার মতো মানুষ হয় না। তিনি এসে জীবন বদলে দিয়েছেন অভিনেতার। ক্যাটরিনাও ভিককে পেয়ে সুখী। তাদের দাম্পত্য বলিউডে অন্যতম সফল প্রেমের উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নতুন রূপে ধরা দিচ্ছেন অপু বিশ্বাস

বিনোদন ডেস্ক : বড়ো পর্দার নায়িকা অপু বিশ্বাস। দেড় দশকের ক্যারিয়ারে সিনেমার পর্দার জন্যই কাজ করেছেন। এবার তিনি কাজ করবেন ছোটো পর্দার জন্য। তবে সেটা টেলিভিশন নয়। ওটিটি প্ল্যাটফরমের জন্য নির্মিতব্য একটি সিনেমায় সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন এ নায়িকা। নাম 'ছায়াবাজি'। এটিই তার প্রথম ওয়েব সিনেমা। সিনেমাটি প্রযোজনা করছে আরটিভি। পরিচালনা করছেন সৈয়দ শাকিল। সিনেমাটি মূলত আহমেদ শাহাবুদ্দিনের সাইকো থ্রিলার গল্প অবলম্বনেই নির্মিত হচ্ছে। অপু বিশ্বাস জানান, এ ওয়েব সিনেমায় তিনি দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করবেন। প্রথমবার ওয়েব সিনেমায় অভিনয় করা প্রসঙ্গে এ চিত্রনায়িকা বলেন, 'অনেক আগে থেকেই ওয়েব ফিল্মে কাজ করার প্রস্তাব পাচ্ছি। কিন্তু ব্যাটে বলে মিলেনি বলে কাজ করা হয়নি। আমার ইচ্ছা ছিল, যে সিনেমায় কাজ করব তার গল্প যেমন অসাধারণ হয়, ঠিক তেমনি আমার চরিত্রেও যেন নতুনত্ব থাকে। এ সিনেমার গল্প যিনি লিখেছেন দু'টো আমাকে ভেবেই লেখা, গল্প পড়ে আমার এমনই মনে হয়েছে। আর নির্মাতা সৈয়দ শাকিল ভাই সম্পর্কে আমি অবগত। তার সঙ্গে কাজ করছি, এটাও ভালোলাগার। অনেক অনেক ধন্যবাদ আরটিভি কর্তৃপক্ষকে। কাজটি ভালোভাবে শেষ করার জন্য এখন অনেক শ্রম দেওয়ার চেষ্টা করব। কারণ নতুন প্ল্যাটফরমের জন্য এটা আমার নতুন এক চ্যালেঞ্জ।' এদিকে এরইমধ্যে অপু বিশ্বাস সম্প্রতি সরকারি অনুদানে তার প্রথম প্রযোজিত সিনেমা বন্ধন বিশ্বাস পরিচালিত 'লাল শাড়ি' সিনেমার কাজ শেষ করেছেন। একই পরিচালকের 'ছায়াবৃক্ষ' নামে সরকারি অনুদানে নির্মিত একটি সিনেমায়ও কাজ করেছেন এ নায়িকা।

নতুন বছরে নতুন কাজ নিয়ে হাজির হচ্ছেন নোবেল

বিনোদন ডেস্ক : দেশসেরা মডেল আদিল হোসেন নোবেল। এ সময়ের অনেক মডেলের আইডল তিনি। এখনো মিডিয়ায় কাজ করছেন, তবে অনিয়মিত। চাকরি নিয়েই ব্যস্ততা বেশি। কাজ করছেন টেলিকম কোম্পানি রবিতে। সর্বশেষ দুটি ইলেকট্রনিক্স পণ্যের বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে তাকে। চলতি বছর তাকে আর কোনো নতুন কাজে দেখা না গেলেও নতুন বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে নতুন কাজ নিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে সেটি কী এখনো তা নির্ধারণ করেননি। এ প্রসঙ্গে নোবেল বলেন, 'আমি যেহেতু চাকরি করি, তাই এটা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। যেটুকু সময় ছুটি পাই সেটা পরিবার নিয়েই কাটাই। তারপরও নতুন বছরে কিছু কাজ করার পরিকল্পনা আছে। দেখা যাক কী হয়।' এদিকে জন্মদিন ঘিরে বিশেষ কোনো পরিকল্পনা নেই তার। এ প্রসঙ্গে নোবেল বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরে আমার স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে বিশেষ দিনগুলোতে কক্সবাজারের চকোরিয়া মসজিদ ও এতিমখানায় খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যেও ঠিক তাই করা হচ্ছে। আমার স্ত্রীর কারণেই আমাদের সবার জন্মদিনের পরিকল্পনা এখন অনেক বদলে গেছে। এবার যেহেতু কর্ম দিবসে আমার জন্মদিন, তাই বিশেষ কোনো পরিকল্পনা নেই। আমার মেয়ে এরইমধ্যে ঢাকায় এসেছে। দু'দিন পরই লন্ডন থেকে ছেলেও আসবে। তখন হয়তো আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটা কিছু করা যেতে পারে-এমন পরিকল্পনাই রয়েছে।'

হঠাৎ হিজাবের বেশে পূজা চেরি নেটদুনিয়ায় তোলপাড়

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা পূজা চেরি। ক্যারিয়ারের শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সব সিনেমা সুপারহিট। কাজ নিয়েই সবসময় ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। তবে ব্যস্ততা থেকেই অবসরে সময় কাটান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ফেসবুকে মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত মতামত তুলে ধরেন এ অভিনেত্রী। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এবার নিজের একটি ছবি পোস্ট করলেন তিনি। ছবিতে হিজাব পরিহিত অবস্থায় দেখা গেছে তাকে। গত ১৯ ডিসেম্বর ভেরিফায়েড পেজে নিজের হিজাব পরিহিত ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন- 'ভদ্রতা মানবতার ফুল।' 'দহন' সিনেমার এ নায়িকাকে এর আগে কখনো হিজাব পরা দেখা যায়নি। ছবিটি পোস্ট করতেই মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীরা।অনেকেই তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন।আবার সমালোচকদের কেউ কেউ টিপ্পনি মেরেছেন। পূজা শিশুশিল্পী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও 'নূরজাহান' সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে বড়পর্দায় অভিষেক হয় তার। এর পর 'পোড়ামন-২' ও 'দহন' সিনেমায় অভিনয় করে তারকাখ্যাতি লাভ করেন এ অভিনেত্রী।

মামলার নিষ্পত্তি চান অ্যাম্বার

বিনোদন ডেস্ক : প্রাক্তন স্বামী জনি ডেপের বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় হেরে বিপুল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিয়ে যাওয়ার আর কোনো উপায় দেখছেন না। দীর্ঘ বার্তায় ঘোষণা করলেন, আর পারছেন না। 'অ্যাকোয়াম্যান' অভিনেত্রী লিখেছেন, আমার বিরুদ্ধে প্রাক্তন স্বামীর দায়ের করা মানহানির মামলার নিষ্পত্তির জন্য আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করলাম। এবার এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর এই জটিলতার মধ্যে থাকতে চাই না। অ্যাম্বার আরও জানান, আমেরিকার বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা হারিয়েছেন তিনি।

উচ্ছ্বসিত মেহজাবীন

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্বকাপের শুরু থেকেই আর্জেন্টিনা দলের জন্য ভালোবাসা প্রকাশ করে আসছেন ছোট পর্দার শীর্ষ অভিনেত্রী মেহজাবিন চৌধুরী। বিশেষ করে আর্জেন্টিনার প্রায় প্রতিটি খেলার সময়েই এ তারকা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন আর্জেন্টিনা ও মেসির জন্য। মেহজাবিনের প্রিয় খেলোয়াড়ও মেসি। মেহজাবিন অধির আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন ফ্রান্সের সঙ্গে আর্জেন্টিনার ফাইনাল নিয়ে। তাইতো খেলা শুরুর আগেই আর্জেন্টিনার জার্সি পরে ছবি তুলে পোস্ট দেন তিনি ফেসবুকে। টাইব্রেকারে ফ্রান্সকে হারিয়ে এবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। আর এমন জয়ে উল্লসিত মেহজাবিনও। তিনি নিজের আরও একটি জার্সি পরিহিত ছবি পোস্ট করে লেখেন, মেসি বিশ্বকাপটা বাড়ি নিয়ে যাও। ভালোবাসা। মেহজাবিন বলেন, ফাইনালের মতো একটি ফাইনাল হয়েছে। অবশেষে কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে প্রিয় দল আর্জেন্টিনা। মেসির হাতে শিরোপা উঠেছে। এর চেয়ে আনন্দের আর কী থাকতে পারে। শুধু মেহজাবিনই নন, আরও অনেক তারকাই আর্জেন্টিনার জয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছেন ফেসবুকে। এরমধ্যে রয়েছেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, চঞ্চল চৌধুরী, শাকিব খান, অপূর্ব, মাহিয়া মাহি, বিদ্যা সিনহা মিম, পরীমনি, পূজা চেরী, তাসনিয়া ফারিণ, ফারিয়া শাহরীন, সাফা কবির, সাবিলা নূর, ইমরান, আরফিন রুমী, পুতুল, ঝিলিকসহ আরও অনেকে।

Queens Social Adult Day Care Center Inc
কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

Captain Mahfuzul Haque

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ
- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম
- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম
- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম
- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1217 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208

www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
Thursday
22 December 2022
বৃহস্পতিবার
২২ ডিসেম্বর ২০২২

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
বাসা ভাড়া, চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, পাত্র-পাত্রী
ব্রাউজ করুন
web : www.weeklybangladeshusa.com
Tel: 718-523-6299, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com
60

এলামনাই এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইউনিভার্সিটিজ'র

বিজয়ের বায়ান্ন উৎসবে নতুন শ্লোগান-'জয় বাংলাদেশ'

ডেপুটি কমিশনার দিলিপ চৌহানের হাতে নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের সম্মাননা তুলে দিচ্ছেন আবু জাফর মাহমুদ।

বাংলাদেশ রিপোর্ট: বাংলাদেশের মহান বিজয়ের বায়ান্নতম দিবসে নিউইয়র্কে ধ্বণিত হলো-নতুন শ্লোগান "জয় বাংলাদেশ।" বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদের আহ্বানে ও তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের *(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)*

বাংলাদেশ সোসাইটির বিজয় দিবসের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ রিপোর্ট : বাংলাদেশ সোসাইটি ৫২তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে। ওজোনপার্কের রকওয়ে বুলেভার্ডের *(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)*

সিটিতে ট্যাক্সি ভাড়া বৃদ্ধি কার্যকর

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটি ট্যাক্সি এন্ড লিমুজিন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত মেডিলিয়ান ট্যাক্সি ও গ্রীন ট্যাক্সির ভাড়া বৃদ্ধি গত সোমবার রাত ১২:০১ মিনিট থেকে কার্যকর হয়েছে। দীর্ঘ ১২ বছর পর টিএলসি *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের হাতে সম্মাননা তুলে দিচ্ছেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ

স্টেট ডিপার্টমেন্টের অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত রোজিনাকে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সংবর্ধনা

নিউউয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সম্মানজনক 'এন্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড' পাওয়া বাংলাদেশের সাহসী সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম-কে সংবর্ধিত করেছে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। সম্প্রতি তিনি এই অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে *(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)*

ফুডস্ট্যাম্প দিয়ে খাবার পাওয়া যাবে রেস্টুরেন্টে

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিম্ন আয় সম্পন্ন অধিকাংশ আমেরিকান, যারা 'স্ন্যাপ' নামে পরিচিত 'সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম' (SNAP) এর সুবিধা লাভ করেন, তারা গ্রোসারি থেকে সবকিছু কিনে বাড়িতে খাবার তৈরির *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

টাইমস স্কোয়ারে উৎসব গ্রুপের ঐতিহাসিক বিজয় উৎসব

রায়হান জামান

বাংলাদেশ রিপোর্ট: উৎসব গ্রুপের প্রতিটি আনন্দ উৎসবেই থাকে চমক ও নতুনত্ব। প্রতিষ্ঠানটির আয়োজনে বাংলাদেশের মহান বিজয়ের বায়ান্নতম *(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)*

'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' চালু করা হবে : শেফ খলিল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেসিডেন্টশিয়াল লাইভ টাইম অ্যাওয়ার্ড' এবং লন্ডনের 'বৃটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড' লাভকারী নিউইয়র্কের বিখ্যাত *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

বিশ বছর পর বিশ্বকাপ ল্যাটিন আমেরিকায়

চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল: শ্বাসরুদ্ধকর এক ফাইনাল শেষে আর্জেন্টিনা তৃতীয়বারের মত জিতে নিল বিশ্বকাপ ফুটবল শিরোপা। তৃতীয় শিরোপাটির জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে তিন যুগ। আর্জেন্টিনা প্রথম বিশ্বকাপ জেতে স্বদেশের মাটিতে *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

দিনাজপুর জেলা সমিতির অভিষেক ও বিজয় দিবস উদযাপন

বাংলা প্রেস, নিউ ইয়র্ক: জমকালো অভিষেক ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কস্থ দিনাজপুর জেলা সমিতি। গত ১৭ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় জামাইকার অ্যাবিগেল অ্যাডামস পাবলিক স্কুলে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির *(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)*

লং আইল্যান্ড বিএনপির সম্মেলনে গিয়াস আহমেদ

হাসিনা ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হবেন

নিউইয়র্ক: ১৮ ডিসেম্বর রবিবার লং আইল্যান্ড বিএনপির উদ্যোগে বিজয় দিবস উদযাপনের পাশাপাশি দ্বিবার্ষিক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বিএনপি নেতা তৈয়বুর রহমান। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা *(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)*

বিপার দুই দিনব্যাপী বিজয় উৎসব

নিউইয়র্ক : মহান বিজয় দিবস দুই দিনব্যাপী বিজয় উৎসবের আয়োজন করে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট *(বাকি অংশ ৩ পাতায়)*

মানিকগঞ্জ সমিতির বিজয় দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক : যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজয় দিবস ও পিঠা উৎসব উদ্ যাপন করেছে মানিকগঞ্জ সমিতি নর্থ আমেরিকা ইনক। গত শুক্রবার *(বাকি অংশ ৫১ পাতায়)*

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলম্যানের বাড়িতে হামলা, দু'জন গ্রেফতার

কাউন্সিলম্যান এরিক বচার

বাংলাদেশ রিপোর্ট: সিটির লাইব্রেরিগুলোতে যৌন বিষয়ক শিক্ষামূলক "ড্রাগ্র কুইন স্টোরি আওয়ার' নামে কর্মসূচি চালু করা এবং এই কর্মসূচির পক্ষ সমর্থন করায় নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের সমকামী *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি

সভাপতি সাঈদ সা. সম্পাদক মনজুরুল

মোহাম্মদ সাঈদ *মনজুরুল হক*

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি আমেরিকান সাংবাদিকদের সংগঠন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ২০২৩-২৪ সালের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে পুন:নির্বাচিত *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের সুবর্ণ সুযোগ
আপনি কি আপনার বাবা, মা, ভাই-বোন অথবা সন্তানের জন্য হোম কেয়ারের কাজ করছেন? তাহলে প্রাপ্ত বেতন ছাড়াও অতিরিক্ত হাজার হাজার ডলার উপার্জন করতে পারেন।
কল করুন : 929-462-2991, 917-982-2605

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
37-15 55th St. Woodside, NY-11377 718.205-7200
ফ্রি ডেলিভারী
বিশাল মুলাহাস
১০টি কালার (ব্রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ২টি (কালার চিকেন) ফ্রি
(অথবা ৩টি ব্রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (ব্রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি

Published by News Bangladesh Inc. 85-59, 168 Street, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Website : www.bangladeshusa.com